স্টিফেন কিং-এর গল্প | ৩

সঙ্কলন সম্পাদনা • হাসান খুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

স্টিফেন কিং-এর গল্প ৩

সঙ্কলন সম্পাদনা

হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঐতিহ্য

স্টিফেন কিং-এর গল্প ৩
সঙ্কলন সম্পাদনা : হাসান খুরশীদ রুমী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
বৈশাখ ১৪১৮
মে ২০১১

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
একশত ষাট টাকা

STEPHEN KING-ER GOLPA 3 edited by
Hasan Khurshid Rumi
Published by Oitijjhya.
Date of Publication : May 2011.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright 2011 Stephen King.
All rights reserved, including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 160.00 US$ 6.00
ISBN 978-984-8863-95-4

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

হেয়ার দেয়ার বি টাইগার্স বাঘটা শুয়ে আছে দূরে, নুড়ি পাথরের সাদা জানালাটার ঠিক নিচে। বিশাল একটা বাঘ। ওটার তামাটে ত্বকে কালো কালো ডোরা। বাঘটা যখন সতর্ক দৃষ্টিতে চার্লসের দিকে তাকাল, সরু হয়ে এল ওটার সবুজ চোখ।...

দ্য রিচ স্টেলা হাঁটতে লাগল একটা বর্ণহীন জগতের ধূসর সাদা স্বপ্নময় তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ তার কী মনে হলে সে শেষ পর্যন্ত পেছনে তাকাল কিন্তু দ্বীপ আর দেখা যাচ্ছিল না। সে দেখতে পাচ্ছিল তার পথ পেছন দিকে চলে গেছে এবং যেতে যেতে হারিয়ে গেছে শুধুমাত্র তার ছিলের অর্ধবৃত্তের দাগগুলো ছাড়া এরপর আর কিছুই নেই। কিছুই নেই।

পাঠক আপনার হাতে স্টিফেন কিং-এর গল্প-৩ সংকলনটি। সংকলনটিতে মোট ছয়টি বাংলায় প্রথম অনুবাদ গল্প সংকলিত করা হয়েছে। ধন্যবাদ।

জানুয়ারি ২০১১ হাসান খুরশীদ রুমী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

সূচি

মনিং ডেলিভারিস (মিল্কম্যান # ১)/০৯
বিগ হুইলস : এ টেল অব দ্য লন্ড্রি গেম (মিল্কম্যান # ২)/১৬
হেয়ার দেয়ার বি টাইগার্স/৩৭
দ্য রিচ/৪৪
দ্য ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিল বুলেট/৭১
সারভাইভার পাইপ/১৪৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মর্নিং ডেলিভারিস
(মিল্কম্যান # ১)

কালভার আর ব্যালফোর অ্যাভেন্যুর কোণ ঘেঁষে পুরনো ম্যাপেলগাছটা। এরই ডাল থেকে ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে আছে লালচে এক কাঠবেড়ালি, ম্যাপেলের কোটরে তার বাসা। বিভোর বাড়িগুলোর দিকে তার চোখ। এখন সময়টা ভোরের। অথচ অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। অস্তিত্বের জানান দিতে ভোরের আলো পা টিপে টিপে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলো ছড়ানোর সাহস করে উঠতে পারছে না যেন। তাতে কী ! এই অন্ধকারেই ম্যাকেঞ্জিদের বার্ডবাথে ঝুপ করে ডাইভ দিল এক চড়ুইপাখি। ডানা ঝাপটানোর চঞ্চল হুটোপুটিতে মুহূর্তেই পানির মুক্তোদানা ঝড় উঠে গেল, ফেলল। এদিকে পাশের নর্দমার পাশ দিয়ে পিঁপড়েটা রুটিনমাফিক হাঁটতে বেরিয়েছিল। পথে পড়ে থাকা দুমড়ানো মোড়কের এক চিমটি চকলেট তার হাঁটায় ছেদ টেনেছে।

রাতের হিম হিম বাতাস একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে কমতে শুরু করেছে পাতার খসখসানি। ঘুমন্ত বাড়িঘরের পর্দাগুলো পাতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অলস-ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে। বাতাসের শেষ ঝাপটা সামলে বুড়ো মেপলটাও শান্তসৌম্য হতে চলল।

ক্রমশ পূর্বাকাশে ফিকে আলো ফুটতে শুরু করল। আলুথালু পাখির ছানাপোনারা আস্তানা ছাড়লেও দেখে মনে হচ্ছে না দিনটাকে বরণ করতে তারা ঠিক পুরোপুরি তৈরি।

বেলা বাড়ার আয়োজন দেখে মেপলের ফোঁকরে টুপ করে ঢুকে পড়ল সেই রাতজাগা কাঠবেড়ালিটা। চড়ুইয়ের ছটফট-চটপট গোসলও শেষ। পিঁপড়েটাও তার খাদ্যভাণ্ডার পরিক্রমাশেষে স্মৃতিরোমন্থনরত কোনো লাইব্রেরিয়ানের মতো তৃপ্ত-ক্লান্ত-স্থির হয়ে গেল।

বেলা বাড়ছে। সেই সঙ্গে সরছে আলো-আঁধার বিভেদকারী রেখাটি, কেঁপে কেঁপে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় এর নাম *টারমিনেটার*। টারমিনেটারের আলো-আঁধারির খেলায় কালভার স্ট্রিটও কেঁপে উঠতে লাগল।

ভোরের এমন সুনসান নীরবতায় কোত্থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরসিকের মতো ঢুকে পড়ল। জমাট অন্ধকারে ঘাপ্টি মেরে থাকা কোনো জন্তু যেন, সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এসেছে। বেসুরো বেতালা ঘড়ঘড়ানিটা জোরালো হতেই রাস্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা মিল্কভ্যান। ব্যালফোর থেকে কালভারের দিকে আসছে। শব্দের উৎস আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে কাঠবেড়ালিটাও কোটর থেকে একটুখানি মাথা বের করল, দেখলে মনে হবে মেপলের জিভ বেরিয়েছে। মোটরের শব্দে জলকেলি ফেলে চড়ুইটাও ততক্ষণে উধাও। বেচারা পিঁপড়ে, চকলেটের একটুখানি তুলে পড়ি-মরি করে দে ছুট।

আশপাশের পাখির ছানাগুলোও গলা ফাটিয়ে কিচির-মিচির জুড়ে দিল।

তাল দিয়ে পাশের ব্লকে একটা কুকুরও শুরু করল ঘেউঘেউ।

মোটরের ঘড়ঘড় যেমনই হোক, মিল্কভ্যানের বাইরেটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর, পরিপাটি, রুচির ছাপ আছে তাতে। ট্রাকের পুরোটা গা-জুড়ে ঘন সরের মতো হলদে বাদামি রং, তার উপরে লাল হরফ। লেখা *ক্রেমার'স ডেইরি*। পাশে দুধভর্তি বোতলের ছবি, তার নিচে বিজ্ঞাপনের ঢঙে লেখা : *সকালের পণ্যেই আমাদের বিশেষত্ব*।

ট্রাকের ড্রাইভার-কাম-মিল্কম্যানের পরনে নীল-ছাই ইউনিফর্ম, টুপিটা বাঁকা করে পরা। পকেটের কাছে সোনালি সুতোয় নাম ভেসে আছে *স্পাইক*। গাড়ি চালানোর পাশাপাশি স্পাইককে শিস বাজাতে দেখা যাচ্ছে। ট্রাকে রাখা বোতলের টুংটাং ছাপিয়ে শিসের সুর শোনা গেল বেশ জোরেই।

BanglaBook.org

ট্রাকটা প্রথমবারের মতো থামল ম্যাকেঞ্জিদের গলিতে। গাড়ি থামিয়ে আর দেরি করল না। পায়ের কাছে রাখা দুধের কেসটা তুলে নিয়েই লাফিয়ে নামল সরু ওয়াকওয়ের দিকে। একটু এগিয়ে হঠাৎই দাঁড়িয়ে গেল স্পাইক। বুকভরে বাতাস টেনে নিল সে। এখন বাতাসটা বেশ পরিষ্কার, তাজা। আর স্পাইকের কাছে অসম্ভব রহস্যময়। কাজের কথা মনে পড়তেই তড়িঘড়ি হাঁটা দিল সে।

ম্যাকেঞ্জিদের মেইলবক্সে একটা চিরকুট সাঁটানো, সেটা সদাইয়ের ফর্দ। টমেটোর মতো দেখতে ম্যাগনেটটা সরিয়ে স্পাইক পড়তে শুরু করল। এমন মনোযোগ দিয়ে সে পড়ছিল যে দেখলে মনে হবে তার হাতে বোতলবন্দি কোনো প্রাচীন রহস্যময় চিরকুট এসে পড়েছে। তাতে লেখা :

১ কোয়ার্ট দুধ
১ একন ক্রিম
১ অরেঞ্জ জুস
ধন্যবাদ

নেলা এম.

লিস্টটা পড়েও স্পাইকের চিন্তা দূর হল না মনে হয়। ভ্রু কুঁচকে হাতের কেসটা দেখল, নামাল, কেস থেকে বের করল দুধ আর ক্রিম। টমেটো-ম্যাগনেটটা তুলে আবারো লিস্টটা পরীক্ষা করে নিল, দাঁড়ি-কমাটাও সে বাদ দিল না, কোনোরকম ভুল না থেকে যায়। আপন মনে মাথা ঝাঁকাল একবার, লিস্টের গায়ে ম্যাগনেট বসিয়ে ট্রাকে ফেরত গেল।

ট্রাকের পেছনটা ছিল অন্ধকার। ঠান্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে। বোঁটকা গন্ধ ছড়াচ্ছিল সেখান থেকে। মালসালের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ট্রাকের এই অবস্থা ছিল একেবারেই বেমানান। পিছনের অন্ধকার কোণটায় অরেঞ্জ জুস রাখা। সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিল স্পাইক। বরফের উপর দিয়ে সে একটা কার্টন টেনে বের করল, অভ্যাসমতো মাথা ঝাঁকাল, ফিরে গেল ম্যাকেঞ্জিদের ওয়াকওয়ে ধরে। দোরগোড়ায় রাখা ছিল দুধ আর ক্রিম, সেগুলোর পাশে জুসের কার্টন রেখে ট্রাকে ফিরে এল।

BanglaBook.org

মিল্কম্যান স্পাইকের এলাকার কাছেই কোনো এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল লন্ড্রির সাইরেন ভোর পাঁচটার ঘোষণা দিচ্ছে। জায়গাটি খুব দূরে নয়। সেখানে লন্ড্রিতে কাজ করে রকি, স্পাইকের পুরনো বন্ধু। সাইরেনের শব্দে রকির কথা মনে পড়ল স্পাইকের– ভয়াবহ গরম আর ধোঁয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই রকি এখন লন্ড্রির চাকা ঘোরাতে শুরু করেছে। বন্ধুর দুরাবস্থার কথা ভেবে হাসি পেল স্পাইকের। অদ্ভুত হলেও সে হাসি ছড়িয়ে পড়ল স্পাইকের মুখ জুড়ে। প্রতিদিনের মতোই ভাবল– *দেখা করা দরকার ওর সঙ্গে, পরেই না হয় দেখা করব। অথবা আজ রাতেই... কাজ শেষ করে।*

সময় নষ্ট না করে ট্রাকে উঠে বসল স্পাইক, তার রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ছেড়ে দিল ট্রানজিস্টারটা। ট্রাকের কেবিনে তার মাথার কাছেই ঝোলানো থাকে এই ট্রানজিস্টার। নকল চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে একটা আংটায় ঝোলানো। নোংরা আংটাটা দেখলে রক্ত হিম হয়ে আসে। কারণ আগে তাতে কাঁচা মাংস ঝোলানো হতো। কসাইয়ের দোকানে যেমন থাকে। আংটায় লেগে থাকা রক্তের পুরনো কালচে দাগ কারো চোখ এড়ায় না। ট্রানজিস্টার থেকে ভোঁতা সুর ভেসে আসছে। তাই শুনতে শুনতে স্পাইক রওনা দিয়েছে ম্যাককার্থিদের বাড়ির দিকে।

ম্যাকার্থি-গিন্নি রোজকার মতো লেটার-স্লটে চিরকুট রেখেছে। লেখা খুবই সংক্ষিপ্ত আর ঝুটঝামেলামুক্ত। একেবারে টু-দ্য-পয়েন্ট :

চকলেট

লিস্ট পড়ে নিয়ে স্পাইক তার কলম বের করল, আড়াআড়ি করে লিখে ফেলল, *দেওয়া হলো।* চিরকুট আগের জায়গায় রেখে ফিরে এল ট্রাকের কাছে। পিছনের দরজা বরাবর হাতের কাছেই বড় দুটো কুলারে চকলেট মিল্ক রাখা। কারণ পুরোটা জুন মাস জুড়ে চকলেট মিল্কের চাহিদা থাকে খুব বেশি। তবে মিল্কম্যান কুলারের একটাও খুলল না। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, এরপর হাত বাড়াল এর উপর দিয়ে। পেছন থেকে টেনে বের করল চকলেট মিল্কের একটা খালি কার্টন। বাদামি কার্টনের উপরে

BanglaBook.org

হাস্যোজ্জ্বল শিশুর ছবি, নিচে থরে থরে লেখা– *ক্রেমারস ডেইরি, পূর্ণ ননীযুক্ত এবং সুস্বাদু, ঠান্ডা ও গরম যেকোনভাবেই চমৎকার, শিশুদের প্রিয় পানীয় !*

স্পাইক খালি কার্টনটা নিয়ে রাখল দুধের কেসের উপরে। এবার নিচে ছড়িয়ে থাকা বরফকুচি সরিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগল। হাতড়ে বের করল মেয়োনেইজের জার। কাঁচ ভেদ করে তার দৃষ্টি এখন জারের ভিতরে। ভিতরে নড়ে উঠল একটা ট্যারানটুলাটা, এক ধরনের কালো বিষাক্ত মাকড়সা। ঠান্ডায় অবশ হয়ে আছে এর বিশাল রোমশ শরীর। জারের মুখ খুলে নিল মিল্কম্যান স্পাইক। কার্টনের মুখের কাছে ধরে সমানে তা ঝাঁকাতে লাগল। ঝাঁকি খেয়ে মাকড়সা সেই কাঁচের দেয়ালে আটকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। সবটুকু শক্তি খাটিয়েও পেরে উঠতে সে যে ব্যর্থ হলো তা বলাই বাহুল্য। থপ করে পড়ল কার্টনের তলায়। কার্টনের মুখটা সাবধানে বন্ধ করে সে হাঁটা দিল ম্যাককার্থিদের বাড়ির দিকে। এই কিলবিলে মাকড়সা স্পাইকের সবচেয়ে বেশি পছন্দের। দিনে অন্তত একটা মাকড়সাও যদি সে কোথাও দিতে পারে দিনটা সার্থক মনে হয়।

এবার স্পাইক আবারো কালবারের দিকে ফিরছে। এতক্ষণে দিনের স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতা বেড়ে গেছে। পূর্বের ঝাপসা চাদর কেটে আকাশের রং প্রথমে গোলাপি হলো, এরপর তা চোখের পলকে মিশে যেতে লাগল গ্রীষ্মেও চনমনে নীলে। আর কিছুক্ষণ পরই ফালি ফালি রোদ চারপাশে সোনারং ছড়াবে।

কালবারে ফিরে ওয়েবারদের বাড়িতে রেখে এল অ্যাসিড জেল মেশানো একবোতল ক্রিম। জেনারদের বাড়িতে পৌঁছল পাঁচ কোয়ার্ট দুধ। নিজের চোখে না দেখলেও স্পাইকের ধারণা বাড়ন্ত ছেলেপুলে আছে ঐ বাড়িতে। কারণ বাড়ির পেছনে একটা ট্রিহাউজ আছে। আর প্রায়ই ব্যাট-বল, সাইকেল এসব আশপাশে পড়ে থাকতে দেখে সে। কলিন্সদের বাড়িতে রেখে এসেছে দুই কোয়ার্ট দুধ আর এক কার্টন দই। সবচেয়ে ভয়াবহ ডেলিভারিটা পড়ল আজ অরডওয়েদের ভাগ্যে। সেখানে স্পাইক দিয়েছে বিষকাঁটালির (এক ধরনের বিষাক্ত গাছ) কাঁটা মেশানো এক কার্টন এগ-নগ।

BanglaBook.org

এর মধ্যে পাশের ব্লক থেকে দরজা লাগানোর শব্দ পেল সে। তার মানে মিস্টার ওয়েবার বেরিয়েছে। শহরে যেতে হয় তাকে। স্পাইক দেখল ব্রিফকেস ঝোলাতে ঝোলাতে মিস্টার ওয়েবার গ্যারেজে ঢুকছে। কিছুক্ষণ পর মোটরের গুঞ্জন তার কানে পৌঁছল। এবার তার মুখ জুড়ে প্রশান্তিময় হাসি। *বিচিত্র জিনিসেই তো জীবনের আনন্দ* অথচ স্পাইকের মা– *আহা, বেচারির আত্মা শান্তি পাক !* - প্রায়ই কিনা বলত, *আমরা হলেম গিয়ে আইরিশ। আমরা আইরিশেরা সাদামাটা জীবন কাটাই। বাবা তুইও সেভাবেই চলিস, দেখবি তাতেই শান্তি।* অথচ তার জীবন কিনা এই ট্রাকে করেই পার হয়ে যাচ্ছে।

ইস ! আর মাত্র তিন বাড়ি। ভাবনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল সে।

কিনকেইডদের চিরকুটটা বলছে 'আজ আর কিছু নয়, ধন্যবাদ'। তা কী করে হয় ! স্পাইক ঠিকই দুধের একটা খালি কার্টন রেখে এল। আপাতখালি কার্টনে ভরা ছিল সায়ানাইডে মরণ-গ্যাস। এরপর ওয়াকারদের বাড়িতে দিল দুই কোয়ার্ট দুধ, এক পাইন্ট হুইপিং ক্রিম। মারটনদের বাড়ির সামনে যখন এসে পৌঁছল তখন গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। সেখানে এক্কাদোক্কা খেলার কোর্ট ছোপ ছোপ রোদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজের ফাঁকে স্পাইকের দৃষ্টি কাড়ল পাথর, এক্কাদোক্কার হবে, মসৃণ আর চ্যাপ্টা সেটা। পরখশেষে হাঁটাপথের একপাশে ছুড়ে মারল পাথরটা। পথের একপাশে তা অবহেলায় পড়ে রইল। তৃপ্ত স্পাইক মাথা ঝাঁকাল, বিচ্ছিরি দেঁতো হাসি দিয়েই হাঁটা শুরু করল, আপনমনে শিস দিতে দিতে এগিয়ে চলল সে।

বাতাসে ভেসে এল সাবানের গন্ধ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লন্ড্রি থেকে আসছে। ফলে রকির কথা আরেকবার মনে পড়ে গেল স্পাইকের। সে ঠিক করল রকির সঙ্গে সে দেখা করবেই। আর তা হবে আজ রাতে।

মারটনদের চিরকুটটা পত্রিকার হোল্ডারে পিন দিয়ে আটকানো, সেখানে লেখা

ক্যানসেল

এবার অন্য কিছু ঘটল। সদাই রেখে ফেরার বদলে স্পাইক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরটা প্রচণ্ড ঠান্ডা, ফাঁকা, সুনসান। আসবাবের বালাই নেই। রান্নাঘরের চুলোটা পর্যন্ত গায়েব। ফ্লোরম্যাটের জায়গায় উজ্জ্বল চৌকো দাগ হয়ে আছে।

BanglaBook.org

লিভিংরুমের প্রত্যেকটা দেয়াল থেকে ওয়ালপেপার খসানো। ঝাড়বাতির গ্লোবটা নেই। বাল্ব পুড়ে ফিউজ হয়ে আছে। এক দেয়ালের অনেকখানি জুড়ে রক্ত। শুকিয়ে আছে। দাগের মাঝ বরাবর দেয়ালের প্লাস্টার পর্যন্ত ভাঙা। গর্ত হয়ে আছে। সেই গর্তের জমাট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকগোছা চুল, ভাঙা হাড়গোড়ের টুকরো।

মিল্কম্যান অভ্যাসবশে মাথা ঝাঁকাল, যেন কিছুই না, সবকিছু ঠিকঠাক– স্বাভাবিক। আর দেরি করল না। বেরিয়ে সোজা পথে গিয়ে দাঁড়াল। আজ দিনটা ভালোই কাটবে তার। আকাশটা এখন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি নীল লাগছে তার কাছে, শিশুর চোখের চেয়েও ঘন আর চকচকে। ধবধবে মেঘের খেলা দেখতে লাগল সে... *এত সুন্দর বলেই বোধ হয় বেসবল প্লেয়ারদের কাছে এমন মেঘের আহ্লাদি নাম 'পরি'*– ভাবল সে।

পত্রিকার হোল্ডারটা চোখে পড়ল। তা থেকে চিরকুটটা নিয়ে দুমড়েমুচড়ে রেখে দিল মিল্কম্যান। দুমড়ানো কাগজটা তার ধবধবে সাদা প্যান্টের বাঁ পকেটে পুরে সে ট্রাকে ফিরে এল। মোটরের ঘড়ঘড় শব্দ তুলে মিল্কট্রাক অদৃশ্য হয়ে গেল চেনা রাস্তায় কালবারের।

রোদ বেড়ে গেছে। ধরাম করে দরজা খুলে কিশোরবয়সী এক ছেলে বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল। দুধের কার্টন তুলে নিয়ে সেও অদৃশ্য হলো বাড়ির ভিতরে।

BanglaBook.org

অনুবাদ : সাদীয়াহ শামস

বিগ হুইলস এ টেল অব দ্য লন্ড্রি গেম
(মিল্কম্যান # ২)

মদে চুর হয়ে ফিরছে দুজন। রকি আর লিও। কালভার পেরিয়ে ব্যালফোর অ্যাভেন্যুতে উঠল রকির ১৯৫৭ ক্রিসলার। গন্তব্য ক্রিসেন্ট। দুজনের মাঝে কেসভর্তি আইরন সিটি বিয়ার। এই বেসামাল মুহূর্তেও যথাসাধ্য নৈপুণ্যে বিয়ার কেস ঠিকই ব্যালেন্স করে নিচ্ছে। এই নিয়ে দুই কেস হবে। কারণ সন্ধ্যার মধ্যেই দুই বন্ধুতে মিলে এক কেস শেষ করে এসেছে। আজকে অবশ্য তাদের সন্ধ্যা শুরু হয়েছে সেই বিকেল চারটায়। লন্ড্রির কাজ শেষে।

'ধুশ্‌শালা !', রকির চোখেমুখে বিরক্তি, ব্যালফোর অ্যাভেন্যু আর হাইওয়ে ৯৯ এর মধ্যে দাঁড়ান সিগন্যালে লালবাতি। অবশ্য ডানে-বাঁয়ে কোনোদিকেই ট্রাফিক দেখা গেল না। তাও নিশ্চিত হতে চোরাচোখে আশপাশ দেখে নিল। হাতে তখনো আধখাওয়া বিয়ারক্যান, টেরি ব্র্যাডশ'র রংচঙে ছবি তাতে। সুযোগ পেয়ে গলায় তারই খানিকটা ঢেলে সোজা হাইওয়ে ৯৯ এর দিকে গাড়ি টান দিল। সেকেন্ড গিয়ারে এভাবে আচমকা মোড় ঘোরায় কঁকিয়ে উঠল গাড়িটা। এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। কারণ ফার্স্ট গিয়ারের বারোটা বেজেছে প্রায় মাসদুয়েক হলো।

'শালা ! তোর মুখে পেশাব করি,' বেশ ভদ্রস্বরে বলল লিও।

'কয়টা বাজে ?'

সিগারেটের গোড়া অব্দি ঘড়ি তুলে সময় দেখার চেষ্টা করল লিও। মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে বলল,'প্রায় আটটা।'

BanglaBook.org

'ধ্যাত !' তারা পিটসবার্গ ৪৪ লেখা সাইনবোর্ডটাও পেরুল।

'এ সময়ে কার ঠ্যাকা লেগেছে যে দেখতে আসবে ?' লিও বলল, 'অন্তত সুস্থ মাথার কেউ এ কাজ করবে না।'

গাড়ি থার্ড গিয়ারে উঠল আর তাতেই সাধের ক্রিসলারখানা থরথরিয়ে মৃগী রোগীর মতো থেকে থেকে কাঁপতে শুরু করেছে। বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে স্বাভাবিক হলেও স্পিড কোনোমতেই চল্লিশের উপরে নেওয়া গেল না। টলমল করে একঘেয়ে স্পিডে গাড়ি চলতে লাগল।

হাইওয়ে ৯৯ আর ডেভন স্ট্রিম রোডে (ক্রিসেন্ট আর ডেভনের মাঝে প্রায় মাইল আষ্টেক সীমানা টেনেছে এই রাস্তা) এসে হঠাৎ করেই রকির পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। মনটা হুহু করে উঠল তার পুরনো বন্ধু, 'ঝাঁজালো মোজা'র জন্য।

কাজ শেষ হতেই দুজন পাল্টাপাল্টি করে এতক্ষণ ধরে গাড়িটা চালাচ্ছে। জুনের শেষ দিন। আর ঠিক চার ঘণ্টা পর রাত বারোটা এক মিনিটে রকির গাড়ির ইন্সপেকশান স্টিকারের মেয়াদ শেষ। তাই দুশ্চিন্তার কাঁটাটা একটু পর পরই রকিকে খোঁচাচ্ছে। অন্যদিকে লিও নির্বিকার। তার চিন্তা না লাগারই কথা। গাড়ি তো আর ও ব্যাটার নয়। তাছাড়া সন্ধ্যায় যে পরিমাণ গিলেছে তাতে ওর বোধবুদ্ধি যে কতটুকু ঠিক আছে তা নিয়ে রকির সন্দেহ আছে। ব্যাটা নির্ঘাত স্ট্রোক করে বসতে পারে।

ডেভন থেকে ক্রিসেন্টে যাবার একটামাত্র যুৎসই রাস্তা। তাও ঘন জঙ্গল দিয়ে। নাম ডেভন উডস। দক্ষিণ-পশ্চিম পেনসিলভেনিয়ার বিস্তীর্ণ এই এলাকাজুড়ে ওক আর এলমের ছড়াছড়ি। রাস্তার দুইপাশে এসব গাছের মোটা মোটা ডালপালা ছায়া ফেলে রাখে। সন্ধ্যার পর তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পুরোটা এলাকা কেমন গা ছমছমে হয়ে ওঠে। পারত পক্ষে এদিকে আসে না কেউ। তার সঙ্গে ষাটের দশকে পত্রপত্রিকায় ডেভন উডসের ঘটনা যেভাবে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল তার পর থেকে তো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে রাস্তাটা। এই অঞ্চলের নামটা সে সময়ে বেশ চাউর হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল '৬৮তে। বনে ১৯৫৯

BanglaBook.org

মডেলের একটা মারকারি গাড়ি পাওয়া যায়। চামড়ায় মোড়ানো গদি, ক্রোমের বড় অরনামেন্ট হুড দেখে যে কেউই বুঝবে কোনো পয়সাওয়ালার গাড়ি হবে। এর পেছনের সিট থেকে জোড়া লাশ পড়ে ছিল। বেচারি ছেলেমেয়ে দুটোর সারা শরীর ছিল ক্ষত-বিক্ষত। শরীরের বিচ্ছিন্ন অংশের কোনোটা ছিল সামনের সিটে তো কোনোটা ট্রাঙ্কে, এমনকি গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টও বাদ যায়নি। এ পর্যন্ত খুনির কোনো হদিসই মেলেনি।

'আর যাই হোক, এখানে অন্তত থামা যাবে না,' রকি বলল, 'নব্বই মাইলের মধ্যে আমরা কোনো মানুষের দেখা পাব না।'

'যত্তোসব ফালতু কথা।' *যত্তোসব* শব্দটা লিও ইদানীং খুব বেশি ব্যবহার করছে, তার কথায় নতুন সংযোজন। 'দেখ, ঐখানেই তো একটা এলাকা দেখা যাচ্ছে।'

রকি ভালো করেই জানে লিও ভুল বকছে। ওদিকে কোনো জনবসতি নেই। নতুন একটা শপিং সেন্টার হয়েছে মাত্র। তাও বেশ দূরে সেটা। সোডিয়ামের জ্বলজ্বলে আলো দেখে লিও ভুল করছে। কিন্তু কে বোঝাবে কাকে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল রকি। আরেক ঢোক বিয়ারে গলা ভেজাল।

লিওর কথা শুনতে গিয়ে ডানে হা করে থাকা গর্তে গাড়ি পড়ল গিয়ে। তবে সামলাতে সময় লাগল না। মুহূর্তেই পিছনে নিয়ে বাঁয়ে কেটে সোজা টান দিল গাড়িটা। সোজা রাস্তায় উঠে গেল রকি।
'বাঁচা গেল,'বলল সে।

ঘড়ঘড় করে বিচ্ছিরি ঢেঁকুর তুলল লিও।

নিউ অ্যাডমস লন্ড্রিতে রকির সঙ্গে লিওর পরিচয়। গত সেপ্টেম্বরে। রকির ওয়াশরুম হেলপার হিসেবে যোগ দিয়েছিল। বয়স খুব বেশি না, বাইশ। ওর ছুঁচোর মতো মুখটা দেখলে যে কারো মনে হবে ভবিষ্যতে জেলখাটা ছাড়া ওর গতি নেই। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড কাওয়াসাকি মোটর সাইকেল নাকি পছন্দ করে রেখেছে। ওটার জন্যই

BanglaBook.org

প্রতি সপ্তাহে নাকি আবার বিশ ডলার করেও জমায়। আর আসছে শীতকালে বাইক নিয়ে সোজা পশ্চিমে চলে যাবে। সত্য-মিথ্যা যাই হোক বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলো রকিকে বলে রেখেছে। লেখাপড়া গোল্লায় গেছে সেই বারো না পেরোতেই। চাকরি ছাড়ার বাতিকও আছে। এই নিয়ে মোট বারোবার সে পেশা বদলেছে। তবে এবার নাকি লন্ড্রির কাজটাই তার কাছে সবচেয়ে যুৎসই লাগছে। কারণ কাজটা ঠিকমতো শিখতে পারলে ফ্ল্যাগস্টাফে গিয়ে অন্তত ভাতকাপড় জোটাতে পারবে। তার উৎসাহ দেখে রকিও খুশি। কাপড় ধোওয়ার সব কলাকৌশল সাধ্যমতো শেখাচ্ছে লিওকে।

রকি হলো নিউ অ্যাডামসের পুরনো লোক। চোদ্দ বছর তার কাজের বয়স। সে যে কতটা পুরনো এই লাইনে সেটা তার হাত দেখলেই বোঝা যায়। ব্লিচিং পাওডারের কারণে হাত দুটো হয়ে উঠেছে সাদাটে, রক্তশূন্য ভুতুড়ে। কাজের বাইরে আরেকটা অভিজ্ঞতা অবশ্য আছে তার। এরই মধ্যে চার মাসের জন্য জেল খেটেছে সে। সঙ্গে বন্দুক রাখার দায়ে তার শাস্তি হয়েছিল। ১৯৭০এর ঘটনা। দুঃখজনক হলো এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনার হোতা তারই বউ। সেবার তার স্ত্রী তৃতীয়বারের মতো সন্তানসম্ভবা ছিল। কী মনে করে একদিন দুটো বেফাস কথা বলে বসেছিল, ১) তার আসন্ন সন্তানের বাবা অবশ্যই রকি নয়, বরং রকির বন্ধু মিল্কম্যান আর ২) সে মানসিক অত্যাচার আর কোনভাবেই মেনে নেবে না তাই রকি যেন তাকে খুব শিগগিরই ডিভোর্স দেয়।

এমন দাবিদাওয়া শুনে রকি বরং বন্দুক সঙ্গে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। দুটো ব্যাপার তাকে বিরক্ত করে তুলেছিল ১) বউয়ের অসতীপনা আর ২) বন্ধুরূপী মিল্কম্যানের বেইমানি। ট্রাউটমাছের মতো খুঁতখুঁতে চোখের দীর্ঘকেশী মিল্কম্যান, স্পাইক মিলিগ্যান, তার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। শালা ক্রেমার ডেইরিতে কাজ করে।

রকি অত্যন্ত পরিশ্রমী আর ধৈর্যশীল মানুষ। অসুরের মতো খাটা-খাটুনির বাইরে বাবলগাম চিবানো আর মাঝেমধ্যে জোকস পড়া ছাড়া তার অন্য কোনো বিনোদন ছিল না। সেই মানুষটাও এই ঘটনায় কেমন

BanglaBook.org

ক্ষেপে উঠেছিল। বউয়ের চেয়ে মিল্কম্যানের উপরেই তার ক্ষোভটা ছিল বেশি। হারামজাদা মরেও না ! যা, নর্দমায় পড়ে মরগে'– প্রতি মুহূর্ত শাপ-শাপান্ত করে ছাড়ত।

এক সময়ে ধৈর্যেরও বাঁধ ভাঙল তার। সে এত সহজে হার মানতে চাচ্ছিল না। ফলে বোকার মতো বউকে সাবধান করতে গিয়েছিল ১) ডিভোর্স সে কোনো মূল্যেই দেবে না আর ২) স্পাইক মিলিগ্যানকে ঝাঁঝরা করে তবেই বাড়ি ফিরবে। এই সাবধানবাণীই তার কাল হয়েছিল। আগে থেকেই তার কাছে একটা .৩২ক্যালিবার পিস্তল ছিল। শখের বশে কেনা, তাও বছর দশেক আগে। মাঝেমাঝে বোতল, কৌটা, আর কুকুরের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর দিকে তাক টার্গেট প্র্যাক্টিস ছাড়া তা আর কোনো কাজে লাগেনি। রাগের মাথায় বউয়ের সামনে দিয়ে সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ডেইরির দিকে যাবে। কাজ শেষ করে ফেরামাত্রই হারামজাদা স্পাইককে ধরবে।

ওদিকে পথে পড়ল ফোর করনারস ট্যাভার্ন। আগপিছু না ভেবে ঢুকে গেল। সেদিন পাবে বসে সে যে কতগুলো বিয়ার খেয়েছিল তা এখন আর মনে করতে পারে না– ছয়টা, আটটা এমনকি বিশটাও হতে পারে। ওই বিয়ার গেলার ফাঁকেই ওর বউ পুলিশে খবর দিয়েছিল। খবর পেয়ে শালার ঠোলাগুলোও আর দেরি করেনি। ওঁৎ পেতে বসে ছিল ওক আর ব্যালফোরের কোণে। রকিকে ধরতে তাদের খুব একটা বেগ যে পেতে হয়নি তা বলাই বাহুল্য। তল্লাশিশেষে কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে নিল ওদেরই একজন।

'কিছুদিনের জন্য মনে হয় তোমাকে একটু সরিয়ে রাখতে হবে চান্দু,' পিস্তল বের করা পুলিশটা বলে উঠল, আর তার কথামতো রকির কপালে জুটলও তাই। পরের চারটা মাস বেচারাকে আর পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের কোনো চাদর বা বালিশের কাভার ধুতে হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যে অবশ্য তার বউ অনেকগুলো জরুরি কাজ সেরে ফেলেছিল। রকিকে ডিভোর্স দিল, ডাকিন স্ট্রিটে গোলাপি ফ্লেমিংগোশোভিত লনওয়ালা অ্যাপার্টমেন্টে স্পাইকের সঙ্গে থাকতে শুরু করল। আগের বাচ্চাগুলোর (যে দুটোকে রকি এখনো কম-বেশি নিজের

BanglaBook.org

বলে ধারণা করে) সঙ্গে নতুন আরেকটা যোগ হলো, যেটার চোখজোড়া ছিল ট্রাউটমাছের মতো খুঁতখুঁতে। উপড়ি পাওনা হিসেবে যোগ হয়েছিল ডিভোর্স পরবর্তী খোরপোষ বাবদ সাপ্তাহিক পনেরো ডলার।

'রকি, গাড়িতে আমার গা গুলোচ্ছে,' লিও বলল। 'কোথাও থেমে গলায় আরেকটু ঢেলে নিলে হতো না ?'

'গাড়িতে স্টিকার লাগানোটা বেশি জরুরি,' রকির উত্তর, 'গাড়ি ছাড়া চলা যাবে না।'

'এখন কার দায় পড়েছে এগুলো পরীক্ষা করার ? এর টার্ন সিগন্যালও তো কাজ করে না।'

'ব্রেক চেপে ধরলেই ওগুলো জ্বলে। টার্ন নেবার সময় যদি ব্রেক না কর তবেই হলো, গাড়ি উল্টে যাবে।'

'এপাশের জানালা যে ভাঙা।'

'কেউ পরীক্ষা করতে আসলে আগেই নামিয়ে ফেলব।'

'ইন্সপেক্টর যদি তুলে দেখাতে বলে ?'

'শালার নাকটাই উড়িয়ে দেব।' ঠান্ডা গলায় রকির উত্তর। বিয়ারের খালি ক্যান বাইরে ছুড়ে আরেকটা হাতে নিল সে। এবারেরটার উপরে ফ্র্যাঙ্কো ভ্যারিসের ছবি। স্টিলারের এবারকার সামার হিট দিয়ে ক্যানগুলো সাজিয়েছে আয়রন সিটি কোম্পানি। ফট করে ক্যান খোলার শব্দ হলো। সেই সঙ্গে বুদ্বুদসহ খানিকটা বিয়ার উপচে পড়ল।

'একটা মেয়েমানুষ যদি থাকত আমার,' অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে বলল লিও। মুখে ঝুলে আছে রহস্যময় হাসি।

'কী হতো তাহলে ? জীবনে তোমার আর পশ্চিমে যাওয়া হতো না। মেয়েদের কাজই হলো পথ আটকানো। এটাই ওদরে স্বভাব। সবকিছুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চাইই তাদের। তুমিই না পশ্চিমে যেতে চাও ?'

'হ্যাঁ। যাবই তো।'

'কোনোদিনই আর পারবে না,' রকি বলল। 'মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছ তো শেষ। মামলা মোকদ্দমা, একাকিত্ব, খোরপোষ– একে একে

BanglaBook.org

নানা ভেজাল এসে ঘাড়ে চাপবে। মেয়েমানুষের শেষকথা হলো খোরপোষ। তার চেয়ে গাড়ি অনেক ভালো। গাড়ি নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন পার করা যায়।'

'গাড়ি ঠিক আমার সঙ্গে যায় না।'

'ঠকবে না অন্তত,' খিকখিক করে হেসে উঠল রকি ।

বনের এদিকটায় নতুন ঘরবাড়ি উঠছে। বাঁয়ে তারই একটা থেকে টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছিল। এখানে এসে রকি হঠাৎ করে কষে ব্রেক করল। টার্নলাইটসহ ব্রেকলাইটও জ্বলছে, দুই লাইটের এমন একাত্মতার পেছনে রকির কাঁচা হাতের ওয়াইরিং দায়ী। আর এ ধাক্কা সামলাতে গিয়ে লিওর হাত থেকে বিয়ার ছিটকে পড়ল সিটের উপরে। 'কী ? কী হলো ?'

'দেখ,' রকি বলল, ' ওকে আমার চেনা চেনা লাগছে।'

একটা গাড়ি সারাইয়ের দোকান। বাঁয়ে সিটগো ফিলিং স্টেশন। টিউমারের মতো বাড়তি অস্তিত্ব নিয়ে ওটার পাশে কোনোরকমে গ্যারেজটা দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সাইনবোর্ড

বব'স গ্যাস অ্যান্ড সার্ভিস

প্রপ্রাইটর বব ড্রিসকল

ফ্রন্ট অ্যান্ড অ্যালাইনমেন্টে দক্ষ

অস্ত্র বহনের ঈশ্বরপ্রদত্ত স্পর্ধা থেকে সাবধান !

একবারে নিচে লেখা

স্টেট ইন্সপেকশন স্টেশন ৭২

'সুস্থ মাথার কেউ কিন্তু এখন–' লিও আবারো সেই একঘেয়ে প্যাচাল শুরু করল।

'আরে এ তো ববি ড্রিসকল !' রকির চিৎকার। 'একসঙ্গে স্কুলে ছিলাম আমরা ! তার সামনেই এসে পড়লাম ! জট্টিল !'

BanglaBook.org

রকি কোনোরকমে গাড়ি নিয়ে এগুল। হেডলাইটের ঝাপসা আলোয় গ্যারেজের দরজা তখনো খোলা দেখা যাচ্ছে। ক্লাচ টেনে পাগলের মতো সেদিকে গাড়ি ছোটাল রকি। অসময়ে হৈচৈ শুনে কুঁজোধরনের এক লোক দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে। তখনো তার গায়ে সবুজ কাভারঅল। গাড়ি থামানোর জন্য শূন্যে দুহাত ছুড়ে ছুড়ে সংকেত দিতে লাগল।

'এইত্তো বব !' আহ্লাদি গলায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে রকি,'এই শ্‌শালা ! ঝাঁজাল মোজা !'

কোনোরকমে গ্যারেজের পাশে গিয়ে গাড়ি রাখল ওরা। থামার সময় পুরো গাড়ি আরেকবার থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। হলদেটে আগুনের ফুলকি দেখা গেল টেইলপাইপের শেষপ্রান্তে। ফট শব্দে খানিকটা নীল ধোঁয়া বেরুবার পর গাড়ি স্থির হলো। ধাক্কা সামলাতে গিয়ে লিওর হাত থেকে আবারো বিয়ার পড়ল সিটে। গাড়ি স্টার্ট দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে থেমে গেল রকি।

দৌড়ে কাছে এল বব। গুষ্টি উদ্ধার করে যাচ্ছে যাচ্ছেতাই ভাষায়। উত্তেজনায় সমানে দুহাত ছুড়ছে তখনও। 'কী করছিলিরে শালা, কুত্তার বাচ্চা–'

'ববি !' কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই রকির, 'ঝাঁজাল মোজা ! খবর কী তোমার ?'

জানালায় উঁকি দিল বব। তার ক্লান্ত মুখের অনেকটাই টুপির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। 'এই নামে কে ডাকল ?'

'আমি !' রকি উল্লাসে ফেটে পড়েছে। 'আরে আমি, তোমার সেই পুরনো বন্ধু !'

'কে রে তুই ?'

'কে আবার ? জনি রকওয়েল ! গবেট তো ছিলেই এখন তো দেখি কানাও হয়ে গেছ !'

সন্দেহ নিয়ে : 'রকি ?'

'হ্যাঁরে হারামজাদা !'

BanglaBook.org

'খোদা !' ক্রমশ ববের চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। 'অনেক বছর পর। কতদিন হবে...শেষবার ক্যাটামাউন্টস গেমে বোধহয় দেখা হয়েছিল, তাই না, সে যাকগে –'

'ওফ ! যা একটা খেলা হয়েছিল সেবার,' উরু চাপড়ে বলল, তার আচরণে তখনো আয়রন সিটির রেশ। পাশেই ঢেঁকুর তুলল লিও।

'তা ছিল। শুধু সেবারই বোধ হয় আমাদের ক্লাস জিতেছিল। এর পরে আর কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ আমাদের কপালে জোটেনি। সে যাকগে রকি, তুমি তো আর একটু হলেই আমার গ্যারেজ উড়িয়ে দিচ্ছিলে। তুমি–'

'যাই বল ঝাঁজাল মোজা, তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি। এক চুলও না। আগের মতোই আছ দোস্ত।' বলেই ববের বেসবল ক্যাপের আড়ালে পড়া চেহারাটা কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করল। যেন কথার সত্যতা যাচাই করছে। বাস্তবে ববের মাথায় টাক পড়ে গেছে। একপাশে না পুরোটা জুড়ে তা অবশ্য বোঝা গেল না।

'এ কী ! তোমার এই অবস্থা ! আচ্ছা বল তো, শেষ পর্যন্ত মারসি ড্রিউর সাথে বিয়েটা সেরেছিলে ?'

'হুম ! সেই' ৭০এ। তুমি কই ছিলে ?'

'খুব সম্ভব জেলে ! শোন দোস্ত, আমার জার্নিটাকে একটু দেখে দাও না।'

আবারো সন্দেহ নিয়ে 'কী ? গাড়ি ?'

খ্যাকখ্যাক করে উঠল রকি। 'না, আমার মাথা ! অবশ্যই, আমার গাড়ি ! দেখে দিতে পারবে ?'

বব না বলার জন্য মুখটা খুলল মাত্র।

'দেখ, এ হলো আমার বন্ধু। লিও এডওয়ার্ডস। আর লিও এ হলো আমাদের ক্রিসেন্ট হাইয়ের একমাত্র বাস্কেটবল প্লেয়ার, যে তার ঘামে ভেজা মোজা চার বছরেও পাল্টায়নি।'

'পরিচিত হয়ে ভালো লাগল,' লিও ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিল, মায়ের শেখানো ভদ্রতা।

রকি আবার খেঁকাল। 'বিয়ার খাবে দোস্ত ?'

BanglaBook.org

বব না বলার জন্য মুখটা খুলছিল।

'ধর !' রকি বলল। ক্যানের মুখ খুলতেই ভুশ করে একগাদা তরল উপরে উঠে আবার রকির হাতে ফিরে এল। জোর করে ববের হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। হাত ভেজার ভয়ে ববি তাতে দ্রুত চুমুক বসাল।

'রকি, আমরা দোকান বন্ধ–'

'এক সেকেন্ড, শুধু একটা সেকেন্ড দাঁড়াও। গাড়িটা ঠিকমত রেখে নিই। যা কাণ্ড করে এটা।'

রকি দ্রুত গিয়ারশিফট লিভার রিভার্সে দিল, ক্লাচ চাপল, গর্জন তুলে কাঁপতে কাঁপতে ক্রিসলার ঢোকাল গ্যারেজে। এরপর বাইরে বেরিয়ে এসেই দক্ষ পলিটিশিয়ানের মতো ববের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে তার কাণ্ড দেখছিল বব। লিওও আরেকটা ক্যান খুলে নিয়েছে। বিয়ার খাওয়া আর পাদ দেওয়া ছাড়া ঐ মুহূর্তে আর কিছু করার ছিল না। এসব ছাইভস্ম পেটে একটু বেশি পড়লেই তার আবার ওসব শুরু হয়ে যায়।

'আচ্ছা !' রকি টলোমলো পায়ে মরচে ধরা একগাদা হাবক্যাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'ডায়না রাকলহাউজের কথা মনে আছে ?'

'থাকবে না আবার,' বব বলল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিচ্ছিরি হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'ও তো ছিল–' হাতের পাঞ্জা দুটো ব্লাউজের মতো করে বুকে রেখে কিছু একটার ইঙ্গিত করল বব।

রকির গলায়ও টিটকিরি। 'হ্যাঁ ও-ই ! ঠিক ধরেছ ! ও এখনো আছে নাকি এদিকে ?'

'না মনে হয়। আমার জানামতে ও কবেই–'

'আমারো তাই মনে হয়েছিল,' সবজান্তার মতো বলল রকি। 'এদের ধাতই ঘুরে বেড়ানোর। একজায়গায় থিতু হতেই পারে না। এই একটা স্টিকার লাগিয়ে দাও না শালিটার গায়ে।'

'একসাথে রাতে খাব বলে বউটা অপেক্ষা করছেরে। তাছাড়া অনেকক্ষণ আগেই দোকান–'

BanglaBook.org

'দোহাই লাগে দোস্ত, কাজটা সেরে দিলে খুব উপকার হয় আমার। এর বদলে তোমার বউয়ের লন্ড্রির কাজগুলো আমি করে দেব। সত্যি। ধুয়ে দেব। তাও নিউ অ্যাডামসে।'

'আমিও শিখছি,' বলল লিও, আবারো পাদল।

'ওর সবকিছু ধুয়ে দেব, যেকোনো কিছু। কী বল বব ?'

'ঠি-ক আছে, দেখি। কী সমস্যা এটার ?'

'সাব্বাশ,'ববের পিঠ চাপড়ে লিওর দিকে চোখ টিপল রকি। 'এই না হলে আমার ঝাঁজাল মোজা। সত্যি, চমৎকার লোক তুমি !'

'থাক,' বলল বব, দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেচারা। কাজটা যেহেতু করতেই হবে তাই বিয়ারে আরেকটা টান দিল। তার তেলচিটে আঙুলের নিচে ক্যানের মিন জো গ্রিনের মুখ ঢেকে আছে। 'ইস ! বাম্পারের তো বারোটা বাজিয়ে ফেলেছ, রকি।'

'দাওনা একটু সাইজ করে । গাড়িটা জাতে তোলা দরকার। আর যাই বল, শালি কিন্তু জট্টিল জিনিস। তাই না ?'

'হুম, আমার মনে হয়–'

'এই ওর সাথে তো পরিচয়ই করালাম না। আমরা একসাথে কাজ করি ! লিও, এ হলো আমাদের একমাত্র বাস্কেটবল প্লেয়ার–'

'আমাদের পরিচয় পর্ব একবার সারা হয়ে গেছে, রকি,' নরম আর হতাশ গলায় বলল বব।

'কেমন আছ ?' বলল লিও। আরেকটা আয়রন সিটি খোলার পাঁয়তারা করছিল সে।

'ক্রিসেন্ট হাইয়ের লোক যে চার বছরেও–'

'হেডলাইটগুলো জ্বাল তো রকি,' বব অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'আব্বার, জট্টিল ওগুলো। হ্যালোজেন, না নাইট্রোজেন- শশালার কোনো একটা জেন হবে। খুব ভালো জাতের। ডানের ঐ ক্র্যাবক্যাচারগুলোয় টান দাও তো লিও।'

পাঁড় মাতাল লিও উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার চালু করে দিল।

'খুব ভালো,' মাথা ঠান্ডা রেখে বলল বব। বড় এক ঢোক বিয়ার গিলল সে। 'এবার হেডলাইটগুলো দেখি ?'

BanglaBook.org

এবার ঠিকমতোই হেডলাইট জ্বালাল।

'হাই বিম ?'

কোনোভাবেই পা দিয়ে ডিমার সুইচ খুঁজে পেল না সে। কিন্তু জিনিসটা যে ঐখানেই কোথাও আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত। হাতড়ে-টাতড়ে বের করল। কড়া আলো পড়ল বব আর রকির উপরে। হাই বিমের আলোয় দুজনকেই মনে হলো তল্লাশির জন্য পুলিশের লাইনআপে দাঁড়িয়েছে তারা।

'কেমন জটিল নাইট্রোজেন লাইট। বলেছিলাম না ?' খ্যাকখ্যাক করে উঠল রকি। 'ভাগ্যিস তোমাকে পাওয়া গেছে, ববি ! সত্যি লটারি লাগলেও মনে হয় এত্ত খুশি হতাম না।'

'টার্ন সিগন্যালের কী অবস্থা ?' জানতে চাইল বব।

ববের দিকে শূন্য হাসি দিয়ে বসে রইল লিও। কিছু করার দরকার মনে করল না সে।

'এগুলো বরং আমিই দেখাই,' রকি বলল। মাথায় শক্ত গাঁট্টা খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।'বেচারির অবস্থা খুব সুবিধার না, উঁহু।' ব্রেক চেপে টার্ন লাইট জ্বালাল।

'ঠিক আছে,' বব বলল, 'ব্রেক ছাড়া জ্বলে এগুলো ?'

'মোটর-ভেইকেল-ইন্সপেকশনের কোথাও কি লেখা আছে যে এগুলো আপনাআপনি কাজ করবে ?' ঘুরিয়ে উত্তর দিল রকি।

বব আবারো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাড়িতে তার বউ অপেক্ষা করছে। ববের বউ একটা জিনিস বটে। শরীরটা থলথলে, মাথাভর্তি সোনালি চুলের গোড়ায় কালোর আভাস। ডোনাট বাই ডজনের একাংশের মালিক ঐ মহিলা। স্থানীয় জায়ান্ট ঈগল স্টোরে নিয়মিত মালামাল দেয়। তারপরেও প্রত্যেক বিষ্যুদবার রাতে গ্যারেজে তার হানা দেওয়া চাইই, চাই। জুয়ার পয়সা নিতে আসে সে। আসার সময় তার চুলে বড় বড় সবুজ রোলার প্যাঁচানো থাকে। মাথাটা দেখতে ফিউচারিস্টিক এ.এম/এফ.এম রেডিওর মতো লাগে। এরই মধ্যে একদিন, তিনটার দিকে ববের ঘুম ভেঙে যায়। বেডরুমের জানালা গলে রাস্তার আলো

BanglaBook.org

ঢুকছিল তার শোবার ঘরে। সে আলোয় ঘুমন্ত বউয়ের মুখ কেমন মরা মানুষের মতো কেমন সাদা আর বিচ্ছিরি লাগছিল তার। হঠাৎ মনে হলো ইস ! একটা ছুরি যদি বসিয়ে দেওয়া যেত– হাঁটু দিয়ে পেট আর হাত দিয়ে গলা কোনোরকমে পেঁচিয়ে ধরলেই হলো ! এরপরে টাবে টেনে নিয়ে ইচ্ছেমতো টুকরা কর তারপর ডাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিলেই কাজ শেষ, ঠিকানা– রবার্ট ড্রিসকল, প্রযত্নে জেনারেল ডেলিভরি। যে কোনো জায়গায় পাঠালেই হলো, যেথায় ইচ্ছা। লিমা, ইন্ডিয়ানা। উত্তর মেরু, নিউ হ্যাম্পশায়ার। ইন্টারকোর্স, পেনসিলভেনিয়া। কাঙ্কল, আইওয়া। যেখানে ইচ্ছা। কোনো ব্যাপারই না। আগে এমন ঘটনা কত ঘটেছে না।

'নাহ,' রকিকে বলল, 'আমাদের বইয়ের কোথাও এমন লেখা নেই যে, এগুলো একা একাই কাজ করবে।' ক্যান উপুড় করে বাকি বিয়ারটুকু গলায় ঢেলে দিল বব। গ্যারেজের ভেতরটা এমনিতেই গরম, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে দুনিয়ার খিদে। মুহূর্তেই নেশাটা চড়ে গেল।

'দেখ, ঝাঁজালর ক্যান খালি হয়ে গেছে !' রকি বলল। 'লিও, আরেকটা দাও এদিকে।'

'আরে না, না। আমি আসলে–'

লিওর তখন একবারেই বেহাল দশা। তবুও এরই মধ্যেই একটা ক্যান রকির দিকে ছুড়ে মারল। হাতে ক্যানের ঠান্ডা ছোঁয়া পেয়ে তা ফিরিয়ে দেবার আর কোনো আগ্রহ দেখাল না বব। এবারেরটায় ছিল লিন সোয়ানের হাসি হাসি মুখ। খুলতে দেরি হলো না।

দম নেবার ফাঁকে সবাই মিলে একপ্রস্ত বিয়ার শেষ করল।

'হর্ন কাজ করে ?' বব আবার শুরু করল।

'অবশ্যই করে।' কনুই দিয়ে রিং চেপে দেখাল রকি। কোনোরকমে ওটা কিচকিচ করে উঠল।

নীরবে আরেকদফা পানপর্ব সারল তিনজনই।

BanglaBook.org

'বুঝেছ, বিশাল সাইজের স্প্যানিয়েলের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না শব্দটা।' রকির কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন লিও সাক্ষ্য দিল।

'বেচারির উপর দিয়ে যা ধকল গেছে,' রকি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করল।

রকি না বললেও হতো। গাড়ির দশা দেখে এমনিতেই বোঝা যায়। 'হুম,' ববও একমত।

রকি এমন বিচ্ছিরি করে হেসে উঠল যে অনেকখানি বিয়ার ছিটে বের হলো তার নাক-মুখ থেকে। ওর অবস্থা দেখে ববের হাসি পেল।

আরও কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করল তারা বিয়ারের পেছনে।

'ডায়না রাকলহাউস,' ধ্যানমগ্ন শোনা গেল ববের গলা।

ও কথায় রকির মুখেও দুষ্ট হাসি খেলে গেল।

বব আবারো হাত দুটো বুকের উপরে ধরে কী একটা বোঝাল, সঙ্গে জুড়ল খিকখিক হাসি।

ববের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রকিও একই ভাবে বুকে হাত রাখল, তবে আরও প্রশস্তভাবে। জোরে জোরে হাসছে সে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বব। 'তোমার টিঙ্কার জনসনের কথা মনে আছে ? ঐ যে একবার ফ্রিম্যান্টলের বুলেটিন বোর্ডে আরসালা এন্ডারসনের ছবি সেঁটেছিল !'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল রকি। 'আব্বার বলে ! সেই ছবির বুকের উপরে দুটো বড় বড় গোল্লা এঁকেছিল না ?'

'সেটা দেখে বেচারি ডায়নার হার্টঅ্যাটাক হবার জোগাড়–'

'তোমরা দুটো হাসতেও পার।' বিরক্ত হয়ে গেছে লিও।

বব চোখ টিপে বলল, 'কী বললে ?'

'কী আবার ? হাসো,' লিও বলেই গেল, 'যত ইচ্ছা হাসো। কোন হুঁশ-জ্ঞান নেই। যত্তোসব !'

'দুর ! ওর কথা বাদ দাও তো।' খুব অস্বস্তি নিয়ে বলল রকি। 'নাকমুখ ডুবিয়ে মাল টেনেছে।'

BanglaBook.org

'ক্যান্নরে ! শালা ! তোর খুব হুঁশ-জ্ঞান আছে, নারে ?' লিওকে পাল্টা জবাব দিল বব।

'না থাকলে লন্ড্রিতে কাজ করি কেমনে ?' লিওর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। 'এই বড় বড় মেশিন আমাদের, এই অ্যাত্ত বড় বড়, বুঝেছ ? ওগুলোকে বলে ওয়াশিং মেশিন। আর আমরা বলি মেশিন। ওগুলো লোড করি, খালি করি, আবার লোড করি। ভিতরে নোংরা জিনিস ঢুকাই, আর বেরিয়ে আসে পরিষ্কার হয়ে। এই কাজ করি আমি। কোনো ছেলেখেলা না। একটা মান-সম্মান আছে আমার।' উন্মাদের মতো দম্ভ নিয়ে একনাগাড়ে বলে গেল লিও। 'তাতেই বোঝা যায় আমার কত্ত হুঁশ-জ্ঞান, বুঝেছ ?'

'তাই, না ?' কেমন ঘোরলাগা দৃষ্টি ববের। অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে রকি আস্তে সরে গেল। অস্বস্তি লাগছে তার।

'লন্ড্রির ছাদে বড় বড় ফুটো আছে।' লিও বলেই চলল। 'ঠিক তিন নম্বর মেশিনের উপরে। গোল গোল। এজন্যই আমরা ওগুলোকে মেশিন বলি। যখন বৃষ্টি আসে, পানি ঢুকে পড়ে। টপ, টপ, টপ। বৃষ্টির প্রত্যেকটা ফোঁটা আমার উপরে এসে পড়ে– ঝপাং !– ঠিক আমার পাছায়। তখন ঐখানেও একটা ফুটো হয়ে যায়। এরকম।' হাত মুঠ করে সাইজটা বোঝানোর চেষ্টা করল লিও। 'দেখতে চাও ?'

'না তোমাকে অত কষ্ট করে কিছু দেখাতে হবে না।' ধমকাল রকি। 'কী সুন্দর পুরনো কথা মনে করছিলাম ! এর মধ্যে তোমার আঙুল ঢোকানোর কী আছে !'

'আমি দেখতে চাই,' ববের জেদ চেপে গেছে।

'ওগুলো গোল গোল, এ জন্যই নাম লন্ড্রি।' লিও বলেই চলল।

হেসে লিওর কাঁধ চাপড়ে দিল রকি। 'এ ব্যাপারে আর কোন কথা না। নয়ত সোজা হাঁটাপথে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিয়ার আছে নাকি আর ? থাকলে একটা দাও দেখি।'

বিয়ারের খোঁজে কার্টনে উঁকি দিল লিও। একটু পরই রকি ব্লাইয়ারের ছবিওয়ালা ক্যান হাতে পেয়ে এগিয়ে দিল সে।

'বাপ্পের ব্যাটা !' উৎফুল্ল শোনা গেল রকিকে।

BanglaBook.org

এভাবে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুরো এক কেস বিয়ার খতম। তাতে কী ! লিওকে ধরেবেঁধে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো পলিন'স সাপারেটে, আরেক কেস আনার জন্য। লিওর চোখ দুটো তখন টকটকে লাল, শার্টের বোতাম খোলা। দুমড়ানো শার্টের ভিতর দিয়ে সিগারেট বের করায় মন দিল সে। আর বব তখন বাথরুমে। হালকা হতে হতে জোরে গান গাইছে।

'আমি হেঁটে যেতে পারব না।' লিও বিড়বিড়িয়ে বলল ।

'এই অবস্থায় তোমার হাতে গাড়ি ছাড়া যাবে না।'

টাল সামলে সামলে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরছে লিও। তখনো সিগারেট বের করায় ব্যস্ত। 'দেখছ না কেমন অন্ধকার ! আবার ঠান্ডাও তো।'

'গাড়িতে স্টিকার লাগাই, চাও কি না ?' হিসহিসিয়ে উঠল রকি। উল্টোপাল্টা দেখতে শুরু করেছে সে। কোনকিছুই পরিষ্কার লাগছে না। দেখতে পেল একটা বড় পোকা মাকড়সার জালে আটকা পড়েছে।

টকটকে চোখ মেলে রকিকে বোঝার চেষ্টা করল লিও। 'গাড়ি কি আমার ?' ধূর্তের মতো শোনা গেল।

'কোনো সমস্যা নেই। বিয়ার আনতে না পারলে আমার গাড়িতে এ জন্মে উঠে দেখ।' হুমকি দিল রকি। তার ভয়ার্ত চোখ তখনো জালে আটকানো মরা পোকার দিকে। 'পরীক্ষা করে দেখতে পার।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিও রাজি হয়েছে। 'এ নিয়ে তোমার বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই।'

দুবার রাস্তা পার হতে হলো লিওকে। একবার ওদিকে, আরেকবার এদিকে– উল্টোপথে। গ্যারেজের আলোয় ফিরে শান্তি লাগল তার। ততক্ষণে দুজন স্কুলের সময়কার পুরনো গান ধরেছে একসঙ্গে। বহু কষ্টে ক্রিসলারটাকে পথে এনেছে বব। এখন নিচে শুয়ে মরচেধরা একজস্ট সিস্টেম পরীক্ষায় ব্যস্ত।

'তোমার স্ট্রে পাইপে কতগুলো ফুটো দেখা যাচ্ছে,' বব বলল।

'তা তো থাকার কথা না,' রকি জানাল।

BanglaBook.org

'এই যে বিয়ার !' বলতে বলতে হাত থেকে বিয়ার কেস নামাল লিও। একটা হুইল রিমের উপরে কোনোরকমে বসেই প্রায় অচেতন হয়ে গেল সে। আর কত, ফেরার পথেই তিনটা বিয়ার সাবাড় করেছে এসেছে।

ববের হাতে একটা দিয়ে নিজের জন্য একটা খুলল রকি।

'একটা রেস হবে নাকি ? আগের মতো ?'

'অবশ্যই,' বব রাজি। মুখ শক্ত করে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনে হলো ফরমুলা ওয়ান রেসার। মাটি ঘেঁষা '৫৯ মারকারির ককপিটে বসে আছে। ফিনিশিং লাইনের ফ্ল্যাগ পড়ল বলে। বব কয়েক মুহূর্তের জন্য পাশে দাঁড়ান রকি আর তার একজস্ট পাইপের কথা ভুলে গেল, ভুলে গেল ট্রানজিস্টারের মতো মাথাওয়ালা বদখৎ বউয়ের কথা।

ক্যান খুলে একটানে বিয়ার শেষ করল তারা। ভয়াবহ গরম পড়েছে : দুজনই ফাটা কংক্রিটের উপরে ক্যান ছুড়ে মারল, একই সঙ্গে দুজন আঙুল তুলে মুখ দিয়ে গুলির মতো শব্দ করল।

'পুরনো দিনের মতো,' হতাশ গলায় বলল বব। 'আসলে ঐ দিনগুলোর কোনো তুলনা হয় না।'

'আমি জানি,' রকিও একমত। বিজ্ঞের মতো বলল, 'দিনকে দিন আমাদের বয়স বাড়ছে।'

দম ফেলে বব আরেকবার ফাঁকা গুলি করল। কোণে বসা লিও সমানে পাদ দিচ্ছে। 'দূর হ আমার কাছ থেকে।'

'আরেকটা ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে রকি আরেকটা ক্যান এগিয়ে দিল।

'অবশ্যই,' বব উত্তর দিল 'রকি, আমার দোস্ত।'

লিওর আনা কেস মধ্যরাতেই শেষ। টাল অবস্থাতেই তখন গাড়ির বাঁদিকের উইন্ডশিল্ড পরীক্ষা করতে লাগল বব। স্টিকার লাগাবার আগে রকির কাছ থেকে জরুরি তথ্য নিয়ে নিল। রেজিস্ট্রেশন নম্বরপ্লেট পাওয়া গেল গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে। ভাঙাচোরা, তেল চটচটে অবস্থায়। নম্বরগুলো কোনোরকমে উদ্ধার করা গেছে। সময় নিয়ে খুব সাবধানে

BanglaBook.org

কাজ করতে হচ্ছে ববকে। কারণ সবকিছু তিনটা করে দেখছিল সে। যোগাসনের সময় ধ্যানে বসার মতো করে বসে ছিল বব, তার সামনে আধখাওয়া আয়রন সিটির ক্যান। সে কোনোদিকেই স্থিরদৃষ্টি দিতে পারছে না।

'বব, বাঁচালে দোস্ত,' রকি বলল। লিওর পাঁজরে লাথি মেরে জাগানোর চেষ্টা করল। গুঁতো খেয়ে বিরক্তিতে উফ ! আহ ! করে উঠল কেবল। লাথি-গুঁতো শেষ হতেই চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তার।

'বাড়ি পৌঁছেছি রকি ? আমরা–'

'ববি, একটু জাগাও তো ওকে,' উল্লসিত হয়ে উঠল রকি। ববের অপেক্ষা না করেই লিওর বগলে সুড়সুড়ি দিতে লাগল সে। তাতে কাজ হলো। এক চিৎকারে লিও এসে তার পায়ের কাছে পড়ল। রকি তাকে আধঝোলা করে কোনোরকমে গাড়িতে তুলে ঠেলে ঢুকাল।

'কী দিন ছিল আমাদের,' বব বলল। তার চোখ ভিজে উঠেছে। 'এর পর থেকে দিনকে দিন সব কিছু কেবল খারাপের দিকেই যাচ্ছে, জান ?'

'জানি,' রকিও একমত। 'সবখানে কেবল তাল দাও, নিজেকে বদলাও। কেবল বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাও, তবেই হলো, আর এমন কিচ্ছু করবে না, আমিও–'

'বছর দেড়েক হবে, বউয়ের সঙ্গে কোনো শোয়াশুয়ি নেই।' বলে চলল বব। কিন্তু কথাকয়টা রকির ইঞ্জিনের বিচ্ছিরি কাশির তলে ঢাকা পড়ে গেল। বব দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রিসলার। যাওয়ার সময় দরজার বাঁদিকের একটুকরো কাঠ উড়িয়ে দিয়ে গেল।

'জানালা দিয়ে লিও বেরিয়ে আছে। বেকুবের মতো হাসছে।

'সময় পেলে লন্ড্রিতে এসো কিন্তু। আমার পাছা দেখাব সেদিন। আমার মেশিনও দেখাব। দেখবে–' রকির হাত দেখা গেল। হ্যাঁচকা টানে ভিতরে ঢোকাল গর্ধভটাকে। গাড়ির অন্ধকারে লিওকে আর বোঝা গেল না।

BanglaBook.org

'যাইরে দোস্ত !' রকির চিৎকার শোনা গেল।

ক্রিসলারটাও মাতালের মতো করছিল। গ্যাসপাম্পের আইল্যান্ড তিনটায় বারকয়েক বাড়ি খেয়ে রাতের অন্ধকারে মিশে গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, সেদিকে চেয়ে রইল বব। এরপর ঢুকে গেল গ্যারেজে। ওয়ার্কবেঞ্চের উপরে দুনিয়ার জঞ্জাল। পুরনো গাড়ির কতগুলো ক্রোম অরনামেন্ট স্তূপ করে রাখা ছিল। তারই একটা দিয়ে খেলতে শুরু করল বব। পুরনো দিনের কথা মনে করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বেচারা। এভাবে কাটল কিছুক্ষণ। তারপর ভোর তিনটার দিকে সে বাড়ি ফিরেছিল। বাড়িতে ঢুকে বউকে সে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। প্রমাণ নষ্ট করতে বাড়িতে ধরিয়ে দিয়েছে আগুন। মানুষ জানল দুর্ঘটনায় মারা গেছে ববের বউ।

'খোদা,' লিওকে বলল রকি। তখন গ্যারেজটা ছোট্ট একটা আলোর বিন্দুতে পরিণত হয়েছে মাত্র। 'কেমন দেখলে ঝাঁজালোকে ?' চারদিকে এমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার যে নিজের শরীরও আড়াল হয়ে আছে।

লিও কোনো উত্তর দিল না। ড্যাসবোর্ডের মরা সবুজ আলোয় ওর মুখটা অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের টি পার্টির ইঁদুরটার মতো লাগছে।

'ও কিন্তু সত্যি ক্ষেপেছিল।' রকি নিজের মনে বলে চলল। রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। 'ভাগ্যিস– যা বলেছ তা ওর মাথায় নেই। নয়ত কী যে হতো। তোমাকে আর কতবার বলতে হবে ? শালা ! তোমার পাছা নিয়ে এই সব ছাইপাঁশ কথা বাদ দাও বলে দিচ্ছি।'

'আমার পাছায় ফুটো তো আছেই।'

'তাতে কার কী ?'

'এটা আমার ফুটো, আমার যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা–'

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে দেখল সে।

'পেছনের ট্রাকটা দেখ। আমাদের পাশ দিয়ে গেল। কোনো লাইটই জ্বলছে না যে।'

BanglaBook.org

রিয়ারভিউ মিররে দৃষ্টি গেল রকির। বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে। একটা মিল্ক ট্রাক। রকির বুঝতে বাকি রইল না যে ট্রাকটার দুপাশে লেখা ক্রেমার'স ডেইরি।

'এ তো স্পাইক,' রকি আঁতকে উঠল। 'স্পাইক মিলিগ্যান ! হায় খোদা, আমি তো জানতাম সে কেবল ভোরের মালামাল ডেলিভারি দেয় !'

'কে ?'

রকি কোনো কথা বলল না। তার ঠোঁটে কঠিন, মাতাল হাসি দেখা গেল। অথচ বড় বড় আর লাল চোখ দুটো নির্বিকার, স্পিরিট ল্যাম্পের মতো জ্বলছিল।

হঠাৎই ক্রিসলারের গতি বাড়িয়ে দিল রকি। এক দমক নীল ধোঁয়া ছেড়ে মুহূর্তে ষাটে উঠে গেল স্পিড।

'মাথা খারাপ নাকি, তোমার যে অবস্থা তাতে এই স্পিডে গাড়ি। তুমি... লিওর জ্ঞান হারানোর অবস্থা। বাতাসের গতিতে ঘরবাড়ি, গাছপালা তাদের পাশ কেটে যাচ্ছে। টুয়েলভ-ফিফটিনের কবরস্থানটাও গেল। প্রায় উড়ে গিয়ে গাড়ি গিয়ে পড়ল এসটা স্টপ সাইনের সামনে। হোঁচট খেয়ে তাল সামলাতে না পেরে গাড়িটা ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশে। পিচের ঘষায় ঝুলে থাকা সাইলেন্সার স্পার্ক করে উঠল। বোতল আর ক্যানগুলো ঝনঝন করে উঠল। পিটসবার্গ স্টিলার প্লেয়ারদের মুখ দোল খেতে লাগল আলো-আঁধারিতে।

'আরে, আমি তো মশকরা করছিলাম !' পাগলের মতো বলল লিও। 'কোথাও কোনো ট্রাক নেই !'

'আমি জানি ওটা ওই। ও খুন করে বেড়ায় !' রকিও চেঁচাতে লাগল। 'আমি ঐ গ্যারেজে থাকতেই ওর মাকড়সাটা দেখেছি !'

গর্জন তুলে ভুল পথ ধরে সাউদার্ন হিলের দিকে গাড়ি ছোটাল রকি। মুখোমুখি আসছিল একটা স্টেশন ওয়াগন। সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে রাস্তা ছেড়ে গর্তে গিয়ে পড়ল সেটা। লিও পেছন ফিরে দেখল। রাস্তা ফাঁকা।

BanglaBook.org

'রকি–'

'আয় শালা স্পাইক ! পারলে ধর,' রকি চিৎকার করেই যাচ্ছে। 'সাহস থাকলে কাছে আয় ব্যাটা !'

ক্রিসলার তখন আশিতে। রকির বেলায় যা একেবারেই অবিশ্বাস্য। জনসন ফ্ল্যাট রোডের মোড়ে এসে ভোঁতা টায়ার থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। ভৌতিক শব্দে চলছিল ক্রিসলারটা, লাইটের আলো রাস্তার উপর দিয়ে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বলা নেই কওয়া নেই কোত্থেকে একটা ১৯৫৯ মারকারি ধেয়ে আসল ওদের দিকে, ঠিক মাঝরাস্তা বরাবর। আতঙ্কে রকি হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। ক্র্যাশের ঠিক আগ মুহূর্তে লিও দেখতে পেল যে গাড়িটার হুডে কোনো অরনামেন্ট নেই।

আধমাইল পেছনে রাস্তার একপাশে তালে তালে লাইট জ্বলছে-নিভছে, দুপাশে ক্রেমার্স ডেইরি লেখা একটা মিল্ক ট্রাক চলতে শুরু করল। জ্বলন্ত গাড়িটা পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাঝরাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে। ট্রাকটা চলছে ধীরে। মাংসের আংটায় ঝোলানো স্ট্র্যাপের ট্রানজিস্টার থেকে মৃদু গান শোনা গেল।

'যাকগে,' স্পাইক বলল। 'এবার বব ড্রিসকলের বাড়ি। গ্যাসোলিন কি কেবল ওর গ্যারেজেই পাওয়া যায় ? নারে। অনেক ধকল গেল আজ, কী বল ?' কিন্তু ও যখন ফিরল ওর ট্রাকের পেছনটা পুরোপুরি খালি। এমনকি পোকাটাও নেই।

অনুবাদ : সাদীয়াহ শামস

BanglaBook.org

হেয়ার দেয়ার বি টাইগার্স

চার্লসের বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। খুবই খারাপ অবস্থা। বেগটা চলে যাবে– এ আশায় চুপ করে বসে থেকে নিজেকে বোকা বানানোর কোনো মানে হয় না। তীব্র ব্যথা জানান দিচ্ছে মূত্র থলিতে, মিস বার্ড দেখে ফেললেন ওর মোচড়ামুচড়ি।

অ্যাকর্ন স্ট্রিট গ্রামার স্কুলে থার্ড-গ্রেড শিক্ষক রয়েছে তিনজন। স্বর্গকেশী মিস কিনি বয়সে তরুণী। একজন বয়ফ্রেন্ড আছে তার। স্কুল ছুটির পর সে তাকে একটা নীল কামারোতে তুলে নিয়ে যায়। মিসেস ট্রাস্ক দেখতে মুরিশ বালিশের মতো। বিনুনি করা চুল। হঠাৎ ফেটে পড়ার ভঙ্গিতে হাসেন। এখন ক্লাসে রয়েছেন মিস বার্ড।

চার্লস জানে, মিস বার্ডের সঙ্গে আজ ওর একটা কিছু হবে। এটা আগে থেকেই জানা আছে ওর। অবশ্যম্ভাবী। কারণ মিস বার্ড ওকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ক্লাসের কারো বেসমেন্টে যাওয়াটা পছন্দ নয় তার। মিস বার্ড বলেন, বয়েলার রয়েছে বেসমেন্টে। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা ওখানে যায় না। ঝুলকালিতে ভরা নোংরা জায়গা বেসমেন্ট। এর বদলে সবাই বাথরুমে যায়।

চার্লস মোচড়াতে লাগল আবার।

মিস বার্ডের ছবি এসে পড়ল ওর ওপর। 'চার্লস,' পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন তিনি। তার হাতে পয়েন্টার এখনো বলিভিয়ার ওপর স্থির। ' তোমার কি বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন ?'

BanglaBook.org

চার্লসের সামনে বসা ক্যাথি স্কট মুখ চেপে ধরে হাসতে লাগল খিক খিক করে।

কেনি গ্রিফিন ফাজিল হাসি হেসে ডেস্কের নিচ দিয়ে লাথি মারল চার্লসকে।

লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেল চার্লস।

'বলো, চার্লস', স্পষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিস বার্ড। ' তোমার কি –'

কথাটা শেষ করলেন না তিনি। শেষ করলে বলতেন, তোমার কি প্রস্রাব করা প্রয়োজন ? সব সময় এভাবেই বলেন তিনি।

'জি, মিস বার্ড।'

'জি বললে কী কারণে ?'

'আমাকে বেসমেন্টে – না, বাথরুমে যেতে হবে।'

হাসলেন মিস বার্ড। 'ঠিক আছে, চার্লস। বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করে আসতে পারো তুমি। তোমার কি তাই প্রয়োজন ? বাথরুম করবে ?'

মাথা নিচু করল চার্লস, অপরাধী মনে হলো নিজেকে।

'খুব ভালো, চার্লস। তুমি তা করতে পারো। এরপর থেকে একাজে আর অনুমতির অপেক্ষায় থাকবে না।'

খিক খিক করে হেসে উঠল ক্লাসের সবাই। মিস বার্ড তার পয়েন্টার দিয়ে শব্দ করলেন বোর্ডের ওপর।

চার্লস সহপাঠীদের সারির মাঝ দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে হেঁটে দরজার দিকে এগোল। ক্লাসের তিরিশ জোড়া চোখ ওর পিঠের ওপর স্থির। অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। ক্যাথি স্কটসহ ওরা সবাই জানে বাথরুমে প্রস্রাব করতে যাচ্ছে ও। দরজাটার দূরত্ব কমপক্ষে একটা ফুটবল মাঠের সমান। চার্লস দরজা না পেরোনো পর্যন্ত পড়ায় ফিরে গেলেন না মিস বার্ড। নীরব রইলেন। দরজা খুলে ফাঁকা হলঘরে ঢুকে হাঁফ ছাড়ল চার্লস।

এই নির্জনতা ওর জন্য যেন আশীর্বাদ। পেছনে ক্লাসের দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল ও।

ছেলেদের বাথরুমের দিকে এগোল চার্লস।

(বেসমেন্ট বেসমেন্ট বেসমন্ট আমার যদি দরকার পড়ে)

BanglaBook.org

যেতে যেতে দেয়ালের ঠাণ্ডা টাইলসের ওপর হাতের আঙুলগুলো হিঁচড়ে নিচ্ছে ও। দেয়ালে আটা বুলেটিন বোর্ডের ওপর লাফিয়ে উঠল আঙুলগুলো। নেমে গেল। লালের ওপর।

(জরুরি হলে কাচটা ভাঙা।)

ফায়ার-আর্ম বক্স।

মিস বার্ডের পছন্দ এটা। ওর মুখটাকে এভাবে লাল করে দিতে পছন্দ করেন তিনি। তা আবার ক্যাথি স্কটের সামনে– যে কখনো বেসমেন্টে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। ঠিক কাজ হলো এটা ? আর বাকিরাই বা বলবে কী ?

বাড়ি একটা কুত্তি, মনে মনে তাকে গালি দিল ও। তবে গালিটা সরাসরি দিল না। 'কুত্তি' শব্দটাকে বানান করে ভেঙে ভেঙে বলল। কারণ ওর ধারণা, সরাসরি কাউকে গালি না দিয়ে বানান করে দিলে সৃষ্টিকর্তা তার নামে পাপ লেখেন না।

ছেলেদের রাথরুমে ঢুকে পড়ল ও।

ভেতরটা ঠাণ্ডা। ক্লোরিনের মৃদু একটা অস্বস্তিকর কটু গন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে। এখন, সকালের এই মাঝামাঝি সময়ে, পরিষ্কার এবং ফাঁকা বাথরুমটা। শান্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ ভালো লাগার মতো একটা পরিবেশ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে সে স্টার থিয়েটার রয়েছে। স্টোর ধোয়াটে পূতিগন্ধময় চিপা বাথরুমের মতো নয় এটা।

বাথরুম (বেসমেন্ট)

ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আদলে গড়ে উঠেছে বাথরুমটা। বাথরুমের সংক্ষিপ্ত পাশটাতে এক সারি বর্গাকার ছোট আয়না রয়েছে। রয়েছে পোরসেলিন ওয়াসবাউল এবং একটা পেপার টাওয়েল ডিসপেনসার।

(এন আই বি আরওসি)

লম্বা অংশে রয়েছে প্রস্রাবের দুটো ইউরিনাল এবং তিনটে টয়লেট।

একটা আয়নার দিকে তাকাল চার্লস। বিরক্তির সঙ্গে এক নজর দেখে নিল নিজের পাতলা ফ্যাকাসে মুখ। তারপর কোণের বাঁকটার দিকে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

বাঘটা শুয়ে আছে দূরে, নুড়ি পাথরের সাদা জানালাটার ঠিক নিচে। বিশাল একটা বাঘ। ওটার তামাটে ত্বকে কলো কালো ডোরা। বাঘটা যখন সতর্ক দৃষ্টিতে চার্লসের দিকে তাকাল, সরু হয়ে এল ওটার সবুজ চোখ। এক ধরনের মৃদু গর-গর শব্দ বেরোচ্ছে ওটার মুখ থেকে। বাঘটার মসৃণ পেশিগুলো বেঁকে গেল, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ওটা। চাবুকের মতো লেজ নড়ছে ওটার, শেষ ইউরিনালের পোরসেলিনে বাড়ি খেয়ে মৃদু একটা শব্দ তুলেছে লেজটা।

বাঘটাকে ক্ষুধার্ত এবং খুব ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

চার্লস যে পথে এসেছে, দ্রুত ফিরে গেল সে পথ ধরে। দরজাটা পেরুনে বন্ধ করতে গিয়ে নিউমোনিয়ার রোগীর মতো শ্বাসকষ্ট হলো ওর। কিন্তু যখন দরজাটা আটকাতে পারল, নিরাপদ মনে হলো নিজেকে। এ দরজা শুধু ভেতরের দিকে খোলে। তবে বাঘ দরজা খোলার মতো চালাক নয়। এমন কথা চার্লস কখনো কোথাও পড়েনি বা শোনেনি।

নাকের ওপর হাতের পিঠ ঘষল চার্ল। তার বুকটা এত জোরে ধক ধক করছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ কেন শুনতে পাচ্ছে ও। এখনো বেসমেন্টে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছে চার্লস। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে চরমে পৌঁছেছে অবস্থা।

চার্লস মোচড়ামুচড়ি করল, সঙ্কুচিত হলো এবং একটা হাত চেপে ধরল পেটে। সত্যিই বেসমেন্টে যেতে হবে তাকে। কেউ আসবে না এমন নিশ্চয়তা থাকলে মেয়েদের বাথরুমটা ব্যবহার করতে পারত ও। লালঘরের ঠিক ওপারেই বাথরুমটা। চার্লস ব্যাকুল দৃষ্টিতে ওই বাথরুমের দিকে তাকাল। তবে ও জানে, এ সাহস ওর কোনো দিনই হবে না। ক্যাথি স্কট যদি এসে পড়ে, তখন ? কিংবা ব্ল্যাক হরর ! – আর মিস বার্ড যদি আসেন, কী হবে তখন ?

হয়ত ওই বাঘটা নিছক তার কল্পনা। মনে মনে নিজেকে সাহস দেয় চার্লস।

দরজাটা ও এমনভাবে ফাঁক করে যাতে একটা চোখ রাখা যায় ফোকরে। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে।

'এল' আকারের বাঁকটার কোণে রয়েছে বাঘটা। উঁকি দিচ্ছে পেছন ফিরে। জ্বলজ্বল করছে ওটায় সবুজ চোখ। চার্লসের মনে হলো, এই গভীর ঔজ্জ্বল্যের মাঝে অতিক্ষুদ্র একটি নীল কণা দেখতে পাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

যেন বাঘের ওই চোখ তার নিজের একটা চোখ গিলে ফেলেছে। যেন–

একটা হাত মসৃণভাবে নেমে এল ওর ঘাড়ে।

চিৎকার দিয়ে উঠল চার্লস। শ্বাসরুদ্ধ চিৎকার। মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ড আর পাকস্থলি একসঙ্গে উঠে এসেছে গলার ভেতর। ভয়ংকর এক মুহূর্ত। একেবারে প্যান্ট বিজিয়ে ফেলার অবস্থা।

আর কেউ নয়, কোনো গ্রিফেন। বিউলামোতে মজা পেয়ে হাসছে সে। 'মিস বার্ড আমাকে তোর খোঁজে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, তুই নাকি এর মধ্যে ছ'বছর কাটিয়ে দিয়েছিস। কোনো সমস্যা ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বেসমেন্টে যেতে পারছি না,' বলল চার্লস। কেনি ওকে এত ভড়কে দিয়েছে, আরেকটু হলে মূর্ছা যেত ও।

' তোর পেছাব আটকে গেছে,' খলখল করে হাসল কেনি। 'দাঁড়া, ক্যাথিকে বলব !'

'কাজটা ভালো হবে না,' উদগ্রীব কণ্ঠে বলল বার্লস। 'তাছাড়া, এটা আমার দোষ নয়। ভেতরে বাঘ আছে একটা।'

'তা– করছে কী বাঘটা ?' জিজ্ঞেস করল কেনি। 'হিসু করছে নাকি ?'

'জানি না,' দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল চার্লস।' 'আমার শুধু কামনা চলে যাক বাঘটা।' কাঁদতে শুরু করল সে।

'এই', বলল কেনি। হতবুদ্ধি সে, খানিকটা বিচলিতও। 'আরে– এই।'

'আমাকে যদি ওখানে যেতে হয়, কী হবে তখন ? আমি যদি তার কথা রাখতে না পারি, তাহলে ? মিস বার্ড বলবেন –'

'আরে, আয়,' বলল কেনি। এক হাতে আঁকড়ে ধরল চার্লসের বাহু। আরেক হাতে ঠেলা মেরে খুলল বাথরুমের দরজা। 'কাজটা এখন সেরে ফেলছিস তুই।'

ওরা ভেতরে ঢুকল ঠিকই, কিন্তু চার্লস কেনির হাত থেকে ছুটে আবার ফিরে এল দরজার কাছে। সেই ভয়।

'বাঘ', বিরক্তির সঙ্গে বলল কেনি। 'আরে ভাই, মিস নির্ঘাত তোকে মেনে ফেলবে।'

'ওটা ওই পাশটাতে আছে।'

BanglaBook.org

হাতমুখ ধোয়ার ওয়াসবোলগুলোকে পাশ কাটিয়ে ভেতরের দিকে এগোতে লাগল কেনি। মুখে শব্দ করতে লাগল, 'কিটি কিটি কিটি ? কিটি ?'

'যাস-নে !' ফিসফিস করে বলল চার্লস।

ওপাশের কোণটাতে হারিয়ে গেল কেনি। 'কিটি-কিটি ? কিটি-কিটি ? কিটি–'

সবেগে ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে এল চার্লস। পিঠ ঠেকাল দেয়ালে। হাত দুটো মুখের ওপর রেখে অপেক্ষা করতে লাগল ও। কুঁচকে গেছে ভয়ে ওর বন্ধ চোখ দুটো। অপেক্ষা করছে ও। একটা চিৎকারের জন্যে অপেক্ষা।

কিন্তু কোনো চিৎকার হলো না।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, বলতে পারবে না চার্লস। একেবারে জমে গেছে বেচারা। এদিকে ওর মূত্রাশয় ফেটে পড়ার যোগাড়। ছেলেদের বেসমেন্ট দরজাটার দিকে তাকাল ও। কিন্তু ওই দরজায় আতঙ্কের কোনো আভাস নেই। ওটা স্রেফ একটা দরজা।

এ বাথরুমে যাবে না ও।

যেতে পারবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার ঢুকল চার্লস।

ওয়াসবোল আর আয়নাগুলো পরিষ্কার। ক্লোরিনের মৃদু গন্ধটাও আছে। কিন্তু এরপরও চাপা একটা গন্ধ যেন পাচ্ছে ও। মৃদু একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। সদ্য তামা কাটালে যে রকম গন্ধ বেরোয় ঠিক সে রকম।

চাপা একটা গোঙানি– এগোল ও। আসলে কোনো শব্দ হলো না। চার্লস টায় টায় গিয়ে পৌঁছল 'এর'-এর কোণটাতে, উঁকি দিল ভেতরে।

মেঝেতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে বাঘটা। বিশাল থাবাগুলো চাটছে লম্বা গোলাপি জিভ দিয়ে। চার্লসের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকাল বাঘটা। ওটার কয়েকটা নখরের মাঝে আটকে আছে সার্টের একটা ছেঁড়া টুকরো।

কিন্তু চার্লসের প্রস্রাবের বেগ এখন স্রেফ একটা যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। আর সইতে পারল না ও। বাধ্য হলো কাজ সারতে। পা টিপে টিপে দরজার সব চেয়ে কাছের পোরসেলিন বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

কাজ সেরে চার্লস প্যান্টের জিপার লাগাচ্ছে, এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন মিস বার্ড।

'এ কাজ কেন করলি রে, নোংরা, জঘন্য ছেলে !'

চার্লস কোণটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলল, 'আমি দুঃখিত, মিস বার্ড.... বাঘটা সিংকটা পরিষ্কার করছি আমি... আমি সাবান দিয়ে ধোব.... দিব্যি করে বলছি আমি করব...'

' কেনেথ কোথায় ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিস বার্ড।

'জানি না।'

সত্যি জানে না ও।

'পেছনে নাকি ?'

'না !' কেঁদে উঠল চার্লস।

ঘরটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেদিকে এগোলেন মিস বার্ড। 'চলে এসো কেনেথ। এক্ষুনি বেরোও।'

'মিস বার্ড–'

মিস বার্ড ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন কোণটাতে। তার ভাবগতিকে মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তবে পুরো ঘটনার পেছনে সত্যিকারে কে দায়ী, এতক্ষণে তার টের পাওয়ার কথা।

চার্লস আবার বেরিয়ে এল বাইরে। ড্রিংকিং ফাইনটেন থেকে পানি পান করল ও। জিমনেসিয়ামের প্রবেশ দ্বারের ওপর উড়তে থাকা আমেরিকান পতাকার দিকে তাকাল। তারপর তাকাল বুলেটিন বোর্ডের দিকে। সেখানে কাঠের ওপর আঁকা একটা পেঁচা বলছে, 'হর্ন দাও, তবে পরিবেশ দূষিত কোরো না।' বন্ধুসুলভ এক অফিসার বলছে। অপরিচিত লোকদের সঙ্গে গাড়িতে উঠো না। প্রতিটি লেখা দু'বার করে পড়ল চার্লস।

তারপর ফিরে গেল ক্লাসে। মেঝের ওপর চোখ রেখে বসল গিয়ে নিজের সিটে। পৌনে এগারোটা বাজে। ' রোডস টু এভরিহোয়ার' বইটা বের করল ও। পড়তে শুরু করল 'বিল অ্যাট দ্য রোডিও'।

অনুবাদ শরিকুল ইসলাম ভূঁইয়া

BanglaBook.org

দ্য রিচ

'তখনকার দিনে রিচটা আরো প্রশস্ত ছিল', স্টেলা ফ্ল্যান্ডার্স তার জীবনের শেষ গ্রীষ্মের কথা বলছিল তার তার প্রোপৌত্রদের, যে গ্রীষ্মের আগে সে ভুত দেখতে শুরু করেছিল, ছেলেমেয়েগুলো তার প্রশস্ত এবং নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং তার ছেলে অলডেন যে বারান্দায় বসে কাঠ চাঁচছিল সেও ঘুরে বসেছিল, তখন ছিল রবিবার এবং অলডেন তার নৌকা নিয়ে বের হয়নি চিৎতির দাম যতই উঠুক।

'তুমি কী বোঝাতে চাইছ, সীমা ?' টমি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু বৃদ্ধা নিরুত্তর রইলেন। সে নিরুত্তাপ স্টোভের পাশে দোল চেয়ারে বসেছিল এবং তার চটি মেঝেতে মৃদু আঘাত করছিল।

টমি তার মাকে জিজ্ঞেস করল 'সে কী বোঝাতে চাইল ?'

লয়িস শুধু তার মাথা হালকা ঝাঁকিয়ে হাসল এবং তাদেরকে ঝুড়ি দিয়ে বেরি তুলতে পাঠিয়ে দিল।

স্টেলা ভাবল: সে ভুলে গেছে অথবা সে কখনো কি জানত ?

সেই দিনগুলোতে রিচ ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছিল। যদি কেউ এটা জেনে থাকে সে একমাত্র স্টেলা ফ্ল্যান্ডার্স। সে জন্মেছিল ১৮৮৪ তে। গোটা দ্বীপের সবচে পুরনো অধিবাসী এবং সে তার জীবনে কখনো মূল ভুখণ্ডে যায়নি।

তুমি কি ভালোবাস ? এই প্রশ্ন তাকে পীড়া দিতে শুরু করেছিল এবং সে এখনো জানে না আসলে এর মানে কী ?

BanglaBook.org

বসন্ত শুরু হয়েছে, কোনোরকম বৃষ্টি ছাড়াই শীত পড়েছে এবং গাছগুলোতে সত্যিই সুন্দর রং এসেছে। যেমন এসেছে গোটে অথবা রিচ বরাবর র‍্যাকুনের মাথাতে, দীর্ঘ ঠাণ্ডা বাতাস যা বোঝায় বসন্ত এসেছে এবং স্টেলা অনুভব করে প্রতিটি পরিবর্তনই তাকে হৃদয় আলোড়িত করে।

১৩ নভেম্বর যখন সাদা ক্রোমের মতো প্রথম ঘূর্ণি হাওয়া দেখা দিয়েছিল আকাশের কোণে তখন স্টেলা তার জন্মদিন উদ্‌যাপন করল। গ্রামের প্রায় সবাই এসেছিল। হেচি স্টোডার্ড এসেছিল, যার মা ব্লুরিসিতে মারা গিয়েছিল ১৯৫৪ সালে এবং বাবা ১৯৪১ সালেই এক নর্তকির সাথে চলে গিয়েছিল। রিচার্ড আর মেরি জজ এসেছিল, রিচার্ড তার ছড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে চলছিল তার আর্থ্রাইটিস তাকে অদৃশ্য সহযাত্রীর মতোই চালনা করছিল। সারা হেডলক এসেছিল, অবশ্যই তার মা এনাবেলি, স্টেলার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। তারা একসাথে স্কুলে গিয়েছে, আট গ্রেড পর্যন্ত। এনাবেলি বিয়ে করে টমি ফ্রাথকে যে পাঁচ সেডে থাকতে তার চুল টেনে তাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল। স্টেলার বিয়ে হয় বিল ফ্লান্ডসের সাথে যে ধাক্কা দিয়ে তার সব ওই কাদায় ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে কাঁদেনি। এনাবেলি আর টমি দুজনেই চলে গিয়েছে এবং তাদের সাত সন্তানের মধ্যে একমাত্র সুরোই তখনো দ্বীপে আছে। যার স্বামী জর্জ হেডলক যে সবার কাছে পরিচিত বড় জর্জ হিসেবে, সেও মারা গেছে ১৯৬৭ সালে মূল ভূখণ্ডে। বড় জর্জের হাত থেকে কুঠার ফসকে গিয়েছিল আর একটু বেশিই রক্তপাত হয়েছিল এবং তিন বছর পর দ্বীপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সারা যখন স্টেলার পার্টিতে আসল তখন চিৎকার করে উঠলে 'শুভ জন্মদিন, দাদিমা !'

স্টেলা তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল এবং তার চোখ বুজে আসল।

(তুমি কি ভালোবাস ?)

কিন্তু সে কাঁদল না।

জন্মদিনের কেকটাও বিশাল ছিল। হেটি তার বন্ধু ভেরা স্ট্রুসের সাথে সেটা তৈরি করেছে। উপস্থিত সবাই চিৎকার করে উঠল।

BanglaBook.org

'তোমাকে শুভ জন্মদিন' সবার সম্মিলিত চিৎকার এত জোরে ছিল যে কিছু সময়ের জন্য যেন বাতাস বয়ে গেল। এমনি অলডেনও গেয়ে উঠল যে সাধারণত গায় 'সামনে, খ্রিস্টান সৈন্যেরা' অথবা গির্জার প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন। সে তার মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছিল আর বড় বড় কান দুটি টমেটোর মতো লাল হয়ে গিয়েছিল, স্টেলার কেকে ৯৫টা মোমবাতি ছিল এবং সেই সমবেত সংগীতের মাঝেও সে বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল যদিও তার শ্রবণশক্তি আর আগের মতো ছিল না।

সে শুনল বাতাস তার নাম ধরে ডাকছে।

'আমিই একমাত্র ছিলাম না।' সে লয়িসের ছেলেমেয়েদের বলত যদি সে পারত। 'আমার সময়ে এই দ্বীপে অনেকেই বাস করত যারা এখানেই মারা গেছে, তখনকার দিনে কোনো বার্তাবাহী নৌকা ছিল না ; বুল মিসেস বার্তা আনার কাজ করত যদি কিছু থাকত। কোনো ফেরিও ছিল না, তোমার কোনো কাজ থাকলে তোমাকে গলদা চিংড়ির নৌকায়ই উঠতে হবে। আমি যদ্দুর জানি ১৯৪৬ এর আগে এখানে কোনো ফ্লাশ টয়লেটও ছিল না, বুলেক মাঠ হার্ট এটাকের পরের বছর ওর ছেলে হ্যারল্ডই ওটা প্রথম আনে। আমার মনে আছে যখন বুলকে বাড়িতে আনা হয়, তারা তাকে একটা তারপলিনে মুড়িয়ে এনেছিল এবং তার বেরিয়ে থাকা সবুজ বুটজোড়া কেমন ছিল, আমার সব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে...

তখন তারা বলল 'কী, দাদিমা ? তোমার কি মনে পড়ছে ?'

কীভাবে সে উত্তর দেবে ? সেখানে কি বেশি কিছু ছিল ?

শীতের প্রথম দিন, একমাস বা তার বেশি কিছু সময় পার হয়েছে জন্মদিন উৎসবের পর। স্টেলা পিছন দরজা খুলল কিছু স্টোভকাঠের জন্য এবং আবিষ্কার করল একটা মৃত চড়ুই পাখি পিছন দিকে বেঁকে পড়ে আছে। সে ধীরে নিচু হলো এবং এর এক পা ধরে টেনে তুলল এবং ভালোভাবে দেখতে লাগল।

BanglaBook.org

'জমে গেছে' সে ঘোষণা করল, কিন্তু তার ভিতরে কেউ অন্যকিছু বলে উঠল। প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে সে শেষ জমে যাওয়া পাখি দেখেছে– ১৯৩৮ সালে। যে বছর রিচও জমে গিয়েছিল। সে শীতে কাঁপছিল, তার কাপড় শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নিল। ময়লা ফেলার বাক্সের পাশ দিয়ে যাবার সময় চড়ুইটাকে তাতে ছুড়ে দিল যেন সেটা অন্য ময়লাগুলোর সাথে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খুব শীত পড়েছিল। আকাশ ছিল পরিষ্কার, গাঢ় নীল, তার জন্মদিনের রাতে চার ইঞ্চি পুরু তুষার পড়ল, গলে গেল ; এরপর আর পড়েনি।

'মনে হয় তাড়াতাড়ি এসে পড়বে', ল্যারি ম্যাক কেন বিজ্ঞের মতো বনে উঠল যেন ভয়ংকর শীত আসতে এখনো বাকি।

স্টেলা কাটপাইপের কাছে গেল এবং তার দুকাধে যতগুলো ধরল নিয়ে বাড়ি ফিরল। তার পাকানো, ক্ষীণ, পরিষ্কার ছায়া তাকে অনুসরণ করেছিল। যখন সে পিছন দরজায় পৌঁছে গেছে, যেখানে মৃত চড়ুই পড়েছিল, বিল তার সাথে কথা বলে উঠল– কিন্তু বিল তো আরো বারো বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছে। 'স্টেলা' বিল ডেকে উঠল এবং সে দেখল তার ছায়া তার পিছনে পড়ে গেছে, আরেকটু বড় কিন্তু একেবারে স্পষ্ট, বিলের ছায়া তার ছায়ার সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যেন সে বিলকে সবসময় গায়ে জড়িয়ে রাখত। একটা তীব্র চিৎকার স্টেলার গলায় এসে আটকে গেল। যেন সেটা তার অত ছোট চোট দিয়ে বেরোবে না।

'স্টেলা' সে আবার বলে উঠল, 'কখন তুমি মূল ভূখণ্ড অতিক্রম করে এসেছ ? আমরা নর্ম জলির পুরানো ফোউটা পেয়েছিলাম আর ফ্রিপোর্টের বিনের কাছে গিয়েছিলাম মজা করতে, তুমি কী বল ?

সে ঘুরে পড়ে গেল এবং তার হাতের সব কাঠ ফেলে দিল। সেখানে কেউই ছিল না। শুধু তার উঠানটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে, তারপর বুনো সাদা ঘাস আর সবকিছু ছাড়িয়ে ; সবকিছুর প্রান্তে পরিষ্কার কিছুটা উজ্জ্বল সেই রাত.... তারপর মূল ভূখণ্ড।

BanglaBook.org

'দাদিমা, রিচ কী ? লোনা হয়ত জিজ্ঞেস করত... যদিও সে কখনো জিজ্ঞেস করেনি এবং সে সেই উত্তরই দিত যা জেলেরা মুখে মুখে শুনে জেনে এসেছে: রিচ হচ্ছে দুটি মাটির দেহের মাঝে একটা পানিদেহ যা যেকোনো দিক থেকেই খোলা হতে পারে। পুরনো চিংড়ি শিকারিদের কৌতুকটা এমন বালকেরা জেনে রাখো কীভাবে কম্পাস পড়তে হয় যখন কুয়াশা আসে ; জোনস্পোর্টস আর লন্ডনের মাঝে একটা লম্বা শক্তিশালী রিচ আছে।

সে হয়ত চিনি মেশানো গরম চা আর গুড়ের বিস্কুট দিতে দিতে আরেকটু সহজ করে দিত, 'রিচ হচ্ছে মূল ভূখণ্ড আর দ্বীপের মাঝে পানিপূর্ণ অংশ।'

'আমি এটা খুব ভালোভাবে জানি, যেমন জানি আমার স্বামীর দাম... আর সে কীভাবে তার হ্যাট ব্যবহার করত।'

লোনা হয়ত বলত, 'দাদিমা ? কীভাবে তুমি কখনো রিচ অতিক্রম না করে থাকতে পারলে ?' সে হয়ত বলত, 'লোনা, আমার কখনো প্রয়োজন পড়েনি।'

BanglaBook.org

জানুয়ারিতে, জন্মদিনের পার্টির দুমাস পর, ১৯৩৮ সালের পর এই প্রথম রিচটা জমে গেল। রেডিওতে দ্বীপবাসীকে বরফের উপর সাবধানে চলতে বলছে যেমন বলছে মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে, কিন্তু স্টিউ ম্যাক ক্লিল্যান্ড আর রাসেল বোয়ে স্টিউয়ের 'বোম্বাবর্ডার স্কিতু' নিয়ে রিচের দিকে ছুটে চলল। তারা সেখানে বিকাল পর্যন্ত থাকবে এবং পর্যাপ্ত আপেল জ্যালের মদও তাদের সাথে ছিল, রিচ তাদের টেনে নিল। স্টিউ কোনোমতে হেঁচড়ে উঠল (যদিও সে এক পা হারিয়েছিল তুষারপাতে) রিচ রাসেল বোয়েকে নিয়ে বয়ে চলল।

২৫ জানুয়ারি রাসেল বোয়ের জন্য স্মরণীয় দিন। স্টেলা তার ছেলে অলডেনের হাতের কাছেই ছিল এবং অলডেন খুব গুরুগম্ভীর স্বরে উপস্থিত জনতার সামনে ঈশ্বরবন্দনার, আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করছিল। স্টেলা সারাহ হেডলক, হেটি স্টুডার্ড আর ডেরা স্ট্রুরের পরেই টাউন

হল পাটাতনের কাছে শিখাহীন তপ্ত কাঠগুলোর পাশে বসেছিল। রাসেলের জন্য একটি স্মরণসভা হচ্ছিল, যেখানে পানীয় হিসেবে ছিল 'জা-রেক্স' মদ এবং সুন্দর ত্রিকোণ করে কাটা ক্রিম– পনিরের স্যাওউইচ।

উপস্থিত জনতা অবশ্যই চমৎকৃত হচ্ছিল কিন্তু 'জা-রেক্স ছাড়া অবশ্যই অন্য কোনো কারণে। রাসেল বোয়ের সদ্য বিধবা স্ত্রী ইয়েন ম্যাক্সকেনের যিনি একজন মন্ত্রী তার লাল করে প্রায় মূর্ছিতের মতো বসেছিল। সে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং যেটা ছিল তার পঞ্চমবারের মতো গর্ভধারণ। আর স্টেলা– প্রায় ঢুলুঢুলু চোখে স্টোভের পাশে ভাবছিল *'আমার মনে হয় সে শিগগিরই রিচ অতিক্রম করতে যাচ্ছে। সে হয়ত ক্লিলার্ট বা লিউস্টোনে যাবে একজন পরিচারিকার কাজ করতে।*

সে ডেরা আর হেইতির দিকে তাকাচ্ছিল কী আলোচনা চলছে বোঝার জন্য। 'না, আমি শুনিনি', হেইতি বলছিল, 'ফ্রেডি কী বলছে ?'

তারা ফ্রেডি ডিন্সমোর সম্পর্কে কথা বলছিল, সবচেয়ে বৃদ্ধ পুরুষ এই দ্বীপে আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট ; স্টেলা বেশ তৃপ্তির সাথেই ডাকছিল। সে তার দোকান ১৯৬০ সালেই ল্যারি ম্যাককিনের কাছে চেয়ে এখন অবসর যাপন করছে।

ডেরা তার কাপড় বুনতে বুনতে বলল, 'বলেছে, সে কখনোই এমন শীত দেখেনি।' 'এটা মানুষকে অসুস্থ করে ফেলবে।'

সারা হ্যাডলক স্টেলার দিকে তাকাল, সে কিছু বলে কি না। প্রথম দিকে কোনো তুষারপাত ছিল না, মাঠগুলো খোলা পড়ে পড়ে বাদামি হয়ে গিয়েছিল। আগের দিন স্টেলা পিছনের মাঠে প্রায় তিরিশ পা হেঁটেছে, তার হাত ছিল তার উরু বরাবর আর পরিপাটি ঘাসগুলো সেখানে ঝরে পড়ছিল কাচভাঙার মতো শব্দে।

'না' স্টেলা বলল, রিচ ৩৮ সালে একবার জমেছিল কিন্তু তখন তুষারপাতও ছিল। তুমি কি বুল সিমেসকে মনে করতে পার হেইতি ?

BanglaBook.org

হেইতি হাসল। আমার মনে হয় ৫৩ সালের নববর্ষের পার্টিতে সে আমাকে যে ছোট আঘাতগুলো করেছিল তা এখনো আছে। সে সেল জোরেই করেছিল। তার খবর কী ?'

'বুল আর আমার স্বামী মিলে সেই বছরই মূল ভূখণ্ডে গিয়েছিল, 'স্টেলা বলল, '১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি। পায়ে বরফজুতা জড়িয়ে কিছুটা হুইস্কি খেয়ে ঘুরে এসেছিল। তারা আমাকেও সাথে যেতে বলেছিল। তাদের দুটি ছোট ছেলের মতো মনে হচ্ছিল।

সবাই স্টেলার দিকে তাকিয়েছিল। ঘটনা শুনে বিস্মিতও হচ্ছিল। ডেরা তাকিয়েছিল তার প্রশস্ত দৃষ্টির চোখের দিকে এবং সম্ভবত সে এটা আগে শুনেছে, যদি তোমরা বিশ্বাস করো যে ডেরা আর বুল একসময় কোনো বাড়িতে একসাথে খেলেছে, যদিও এখন ডেরার দিকে তাকিয়ে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে সে এতটা তরুণ ছিল।

'এবং তুমি যাওনি ?' সারাই জিজ্ঞেস করল, সে তার মনে ভাবার চেষ্টা করছিল সেই সময়টা। সেই সাদা প্রায় নীল উত্তাপহীন শীতের সূর্যকিরণ, তুষারকণায় আলোর ঝিকিমিকি। যখন মূল ভূখণ্ড একেবারে কাছে চলে আসে, দ্বীপ থেকে বের হওয়া যায় খালি পায়েই–

'না', হঠাৎ করে স্টেলা বলে উঠল 'আমি তাদের সাথে যাইনি।'

'কিন্তু কেন ?' বেইতি প্রায় নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করল।

'এটা ছিল কাপড় ধোয়ার দিন', স্টেলা সাথে সাথেই উত্তর দিল এবং তখনই মিনি বোয়ে, রাসেলের বিধবা স্ত্রী ভয়ে আর্তনাদ করে ফুঁপিয়ে উঠল।

স্টেলা যেদিকে তাকাল এবং দেখল বিল ফ্ল্যান্ডার্স সেখানে বসে আছে। পরনে লাল-কালো চেক জ্যাকেট, হ্যাট একদিকে ঝোলানো, সিগারেট খাচ্ছিল আর পরে খাবার জন্য অন্য একটা কানে গোঁজাচ্ছিল, সে বুঝতে পারছিল তার হৃৎপিণ্ড অনেকখানি উঠে এসেছে এবং প্রতিবারই শ্বাসরোধ হতে চাইছে।

সে একটা শব্দ করল এবং তখনই একটা গিট রাইফেলের গুলির মতো স্টোভের দিকে ছুটে গেল, অন্য মহিলারা এটা শুনল না।

'বাজে ব্যাপার', সারাহ্ বিদ্রূপ করল।

'ঠিক আছে মুখ বন্ধ কর' হেইতি প্রত্যুত্তর করল, সে রাসেলের চলে যাবার পেছনে নির্দয় সত্যটা উদঘাটনের চেষ্টা করেছে আর যা পেয়েছে তা হলো 'একটি পদশেপের জন্য খুব বেশি হারিয়েছে।'

স্টেলা শুধু শুনে যাচ্ছিল এগুলো। যেখানে ম্যাক ব্ল্যাকেনের খুব কাছেই বিল বসেছিল যা সে কিছু মনে করে না মুড়ে দিতে পারে। তাকে চল্লিশের বেশি মনে হচ্ছে। তার চোখগুলো আরো গভীর ছিল এবং সে তার ফ্লানেল প্যাট পরেছিল যেটা তার বাবার বুটের মাঝে মোড়া ছিল। ধূসর উলের মোজাগুলো তাই বেরিয়ে ছিল।

'আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি স্টেলা।' সে বলল, 'তুমি চলে আস এবং দেখ মূল ভূখণ্ড। তোমাদের এবার কোনো বরফজুতা লাগবে না।'

সে বসেছিল টাউন হলের পাটাতনে এবং আরেকটা নট স্টোভে যাবার পরই সে বিদায় নিল। এরপর ম্যাক ক্লকেন আবার আরামদায়ক মিসি বোয়ের কাছে গিয়ে বসল যেন কিছুই ঘটেনি।

সেই রাতে ডেরা এনি পিলিপকে ফোন করল এবং কথপোকথনের একপর্যায়ে সে জানাল স্টেলাকে খুব সুস্থ মনে হচ্ছে না, একেবারেই না।

'যদি সে অসুস্থ হয় তবে তো অনডেলের কাজে সমস্যা হয়ে পড়বে' 'এনি বলল, এনি অলডেনকে পছন্দ করত কারণ তার ছেলে টবি তাকে বলেছে অলডেন চিরারের বেশি কিছুই খায় না। এটি খুব খুশিই ছিল।

'তাকে কি কোমার আগ পর্যন্ত এখান থেকে নেয়াই যাবে না।' ডেরা বলল ঠিক মিচের মতো করে 'যখন স্টেলা বলে ব্যাঙ তখনই অলডেন লাফ দেয়। তুমি জান অলডেন বেশ মেধাবী। স্টেলা তাকে বেশি দৌড়ে বেড়ায়।'

'হ্যাঁ তাই' এনি বলল।

ঠিক তখনই একটা ধাতব ভাঙার শব্দ হলো লাইনে।

ডেরা এনির কথা আরো কিছুক্ষণ শুনতে পারত– কিছু শব্দগুলো না শুধু ধাতব শব্দ ছাপিয়ে তার গলার স্বর, এরপর কিছুই না। বাতাস

BanglaBook.org

বাড়ছিল এবং ফোন লাইন সম্ভবত ভেঙে পড়েছিল। হয়ত গোল্ডিনের পুকুরে অথবা বোরোর খাড়িতে। যেখানে তারা রাবারে মুড়ে রিচে পৌঁছে যাবে। এটাও হতে পারে সেগুলো অন্য প্রান্তে চলে যাবে, শুরুর কাছাকাছি... এমনকি কেউ এত বলে যে (মজা করে অবশ্যই) রাসেল বোয়ের একটা ঠাণ্ডা হাত সেগুলো নিয়ে নেয় সেগুলোকে নরকে পাঠাবে বলে।

স্টেলা তার কম্বলের নিচে শুয়েও অলডেনের ভয়ংকর নাক-ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সে অন্য রুম থেকে অলডেনের নাক ডাকার শব্দই শুনতে চাচ্ছিল কারণ সে বাতাসের শব্দ শুনতে চাচ্ছিল না.... তবুও শব্দগুলো কীভাবে জানি কানে আসছিল। প্রায় দেড় মাইল পথ আর পানি পাড়ি দিয়ে শব্দগুলো আসছিল কারণ সব জমে গিয়ে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। সবকিছু বরফে ঢেকে গেছে, যার নিচে আছে চিংড়ি মাছেরা, দল বেঁধে আর সম্ভবত পাকানো, নৃত্যরত রাসেল বোয়ের দেহ, যে প্রতি বছর এপ্রিলে রজারের রটোটিলার দিয়ে তার বাগান পরিষ্কার করত।

এ বছর এপ্রিলে পৃথিবীকে কে সাজাবে। সে চমকিত হয়ে উঠছিল তার ঠাণ্ডার লেপের নিচে এবং স্বপ্নের মাঝে স্বপ্নের মতো তার স্বরই তার উত্তর দিচ্ছিল, '*তুমি কি ভালোবাস ?*'

বাতাস বাড়ছে, জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে। যেন বাতাস জানালায় এসে তার সাথে কথা বলছে। কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং একটুও কাঁদল না।

'কিন্তু দাদিমা' লোনা জোর দিয়ে বলল (যে তার মায়ের মতো দমে যায় না।)

তুমি এখনো বলোনি কেন তুমি রিচ অতিক্রম করোনি ?

'কেন, সোনা আমি এখানের, গোটে আমার যা দরকার সব পেয়েছি।

'কিন্তু এটা তো খুব ছোট। আমরা পোর্টল্যান্ডে থাকি। সেখানে বাস আছে !'

BanglaBook.org

'আমি কী হচ্ছে চারপাশে টিভিতেই দেখতে পাই এবং আমি সেখানেই থাকব এখন যেখানে আছি।'

হল ছোট ছিল কিন্তু এত আগ্রহী নয়। সে তার বোনকে এতটা চাপ দিত না কিন্তু তার প্রশ্ন মূল বিষয়ের খুব কাছাকাছি ছিল।

'কখনো যাবার প্রয়োজন হয়নি, কখনো না ?'

তখন স্টেলা তার ছোট দুটি হাত নিজের কাছে টেনে নিল এবং বলতে শুরু করল কীভাবে তার বাবা-মা বিয়ের কিছুদিন পরেই দ্বীপে এসেছিল এবং কীভাবে বুল সিমেসের দাদা স্টেলার বাবাকে তার নৌকায় সাহায্যকারী হিসেবে নিয়েছিল। সে বলতে চাইছিল কীভাবে তার মা চারবার গর্ভধারণ করেছিল এবং তার মাঝে একজন গর্ভাবস্থায়ই মারা গিয়েছিল এবং আরেকজন জন্মের মাত্র এ সপ্তাহের মাথায় সে হয়ত দ্বীপে থাকত না যদি না তার বাবা মা তাদের বাঁচানোর জন্য মূল ভুখণ্ডের হাসপাতালে যেতেন কিন্তু ভাবার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সে তাদের বলতে চাইছিল যে বিলের হাতে তাদের দাদি জেনকে তুলে দেয়া হয়েছিল এবং সেই দুষ্টুমি ভরা দিনগুলো। যেন চৌদ্দ বছর বয়সেই দ্বীপ ত্যাগ করে হাই স্কুলে যাবার জন্য। মেয়েদের চৌদ্দতে কখনোই বিয়ে হতো না। সে তাকে নৌকায় তুলে দিতে যেত সাথে থাকত ব্রাডলি ম্যাক্সওয়েল যার কাজই দিল সারা মাস করে ছেলেমেয়েদের আনা নেয়া করা। তার মনে হতো জেন ভালো কিছুর জন্যই যাচ্ছে যদিও কিছুক্ষণ পরেই জেন ফিরে আসত, এর দশ বছর পর অলডেন আসল যে তার কুঁড়েমির জন্য বিয়েই করতে পারল না, সারাজীবন অবিবাহিতই থেকে গেল। স্টেলা একদিকে এতে খুশিই ছিল কারণ অলডেন খুব মেধাবী ছিল না এবং অনেক মহিলাই এরকম খাটো বুদ্ধির কিন্তু মহৎ হৃদয়ের মানুষের সুবিধা নিতে চেয়েছিল (যদিও শেষ পর্যন্ত যে এটা ছেলেমেয়েদের বলেনি)।

সে আরো বলত 'লরিস আর মারগারেট গোল্ডিন জন্ম দিল স্টেলা গোল্ডিনকে যে পরে হয়ে গেল স্টেলা ফ্ল্যাভার্স ; বিল আর স্টেলা

BanglaBook.org

ফ্ল্যান্ডার্স জন্ম দিল জেন আর অলডেন ফ্ল্যান্ডার্সকে আর জেন ফ্ল্যান্ডার্স পরে হয়ে গেল জেন ওয়েকফিল্ড ; রিচার্ড আর জেন ওয়েফিল্ড জন্ম দিল লোরিস কয়েক ফিল্টকে যে পরে হলো লোরিস পেরাল্ট ; ডেজিড আর লোরিস পেরাল্ট থেকে লোনা আর হাল। যেগুলো তোমাদের নাম, বাছা তোমরা হচ্ছ গোল্ডিন ফ্যান্ডার্স ওয়েকফিল্ড পেরাল্ট, এই দ্বীপের পাথরে তোমাদের রক্ত লেগে আছে, আর আমি এখানে আছি কারণ মূল ভূখণ্ড আমলে অনেক চুর মনে হয় হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি, হয়ত ভালোবাসতাম, অথবা ভালোবাসার চেষ্টা করি। কিন্তু স্মৃতি এত তীব্র আর বিস্তৃত যে আমি যেতে পারি না। গোল্ডিন ফ্যান্ডার্স ওয়েকফিল্ড প্যারল্ট...'

যেখান থেকে জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর রেকর্ড রাখতে শুরু করেছে তার মাঝে তীব্রতম শীত ছিল এ ফেব্রুয়ারিতে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা ঘোষণা করল বরফ প্রাঙ্গণ নিরাপদ। বরফের উপর দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল এবং বরফ চাইয়ে বাধা পেয়ে মাঝে মাঝে উল্টেও যেত। ছেলেমেয়েরা চাইত স্কেটিং করতে কিন্তু বরফ বেশি স্ফীত ছিল কোনো মজা করার জন্য। শেষমেশ তারা গেগনির পুকুরেই যেত যেটা ছিল পাহাড়ের পাশে কিন্তু যে পর্যন্ত না যতক্ষণ মন্ত্রীপুত্র ছোট জাস্টিন বরফে পড়ে গিয়ে হাঁটু না ভাঙল। তারা তাকে মূল ভূখণ্ডের হাসপাতালে নিয়ে গেল সেখানে ডাক্তার তাকে বলল 'বাছা, তোমার এটা একদম নতুনের মতো হয়ে যাবে।'

ফ্রেডি কিন্সমোর হঠাৎ করেই জাস্টিনের হাঁটু ভাঙার তিনদিনের মাথায় মারা গেল। তার জানুয়ারিতে ফ্লু'তে ধরেছিল, ডাক্তারও দেখায়নি সবাইকে বলে বেড়িয়েছে। 'শুধু একটু শীত পড়েছে নতুন একটা খবর তৈরির জন্য।' যে বিছানা নিল আর রিচ অতিক্রম করার আগেই মারা গেল। তার ছেলে জর্জ আটষট্টি বছর বয়সে *ব্যাঙ্গার ডেইলি নিউজ* হাতে নিয়ে তার বাবার মৃত্যুর খবর জানতে পারল। জর্জ অবশ্য চাইছিল ঝামেলা ঝেড়ে ফেলতে। এরপর সে বেরিয়ে পড়ল কারণ

BanglaBook.org

ততক্ষণে বাবার ইন্সুরেন্সের টাকা তার হাতে এসে গেছে। হেইতি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিল তো জর্জ ডিন্সমোরের মতো ভবঘুরেকে এই অর্থ দেবার কোনো মানেই হয় না। যা দিয়ে সে শুধু পাপ করে অধিপতি এই হবে।

চারদিকে খুব ফ্লু হচ্ছে। স্কুল সাধারণত নিয়ম এক সপ্তাহের চেয়ে দুই সপ্তাহ ছুটি হয়ে গেছে কারণ অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। 'কোনো বরফই জীবাণুর জন্ম দেয় না' সবাই বলছিল।

মাসের শেষের দিকে যখন মানুষ মার্চের মিথ্যা আরামের দিকে চেয়ে আছে তখন অলডন ফ্লুতে আক্রান্ত হলো। সে এ অবস্থায় কিছুদিন ঘোরাঘুরি করল তারপর একশো এক জ্বর নিয়ে বিছানা নিল। ফ্রেডির মতো সেও ডাক্তার দেখাতে অঙ্গীকার করল এবং এতে স্টেলা বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল। অলডেন প্রেডির মতো এত বয়স্ক ছিল না কিন্তু এই মে'তে সে ষাটে পা দেবে।

অবশেষে তুষার পড়া শুরু হলো। ভ্যালেন্টাইন ডেতে ছয় ইঞ্চি, ২০ তারিখে। আরো ছয় এবং ২৯ তারিখ এক ফুট। তুষারগুলো মূল ভূখণ্ড আর খাড়ির মাঝে পড়েছিল এবং লাগছিল একেবারে ভেড়া চারণভূমির মতো যেখানে অন্যান্য বছর শুধুমাত্র ধূসর পানি থাকে। কিছু মানুষ হেঁটে মূল ভূখণ্ডে গিয়েছে আবার ফিরেও এসেছে। কোনো বরফজুতা এ বছর লাগেনি কারণ বরফ খুব শক্তভাবেই জমেছিল। স্টেলা ভাবল তাদের কিছু হুইস্কি খাওয়া দরকার কিন্তু অবশ্যই ভরিত এর মতো নয়। ভরিতকে ১৯৫৮ সালে কবর দেয়া হয়েছিল।

এবং সে বিলকে চারবারের মতো দেখল। একবার সে তাকে বলল, 'তুমিও তাড়াতাড়ি চলে আস, স্টেলা, আমরা তৃণ প্রধান জমিতে যাচ্ছি, তুমি কী বলছ ?'

সে কিছু বলতে পারল না। তার হাত মুখের ভেতর একেবারে আটকে ছিল।

সে হয়ত তাদের বলত, 'আমার যা দরকার সবই এখানে আছে। আমাদের রেডিও ছিল, এখন টেলিভিশনও আছে এবং এগুলোই সব যা

BanglaBook.org

রিচের বাইরে আমার দরকার। আমার সারা বছরই বাগান আছে আর চিংড়ি মাছ ? আমরা সব সময়ই পাত্রে চিংড়ি সিদ্ধ করতে থাকি স্টোভের উপরে এবং যখন কেউ আমাদের ডাকতে আসে আমরা সেটাকে রান্না ঘরে দরজার পেছনে রেখে দিই যেন কেউ বুঝতে না পারে আমরা 'গরিবের স্যুপ' খাচ্ছি।'

আমি ভালো, খারাপ দুই আবহাওয়াই দেখেছি। সেয়ার্স স্টোরে কী আছে তা দেখে আমি সত্যিই চমৎকৃত হই। আমার ক্যাটালগ দেখে অর্ডার করার চেয়ে অথবা টিভিতে যেমন দেখি শ'স মার্কেটগুলোকে এটাই ভালো লাগে। আর কোনো বিশেষ কারণ যেমন ক্রিসমাসে, ইস্টারে অলডেনকে মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া... অথবা আমি সব সময় চেয়েছি শুধুমাত্র একবার কংগ্রেস স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং মানুষ এবং তাদের গাড়িগুলো দেখতে যাতে দ্বীপের সব লোকের চেয়ে বেশি লোককে একবার দেখা যায়... যদি আমি এগুলো একবার পেতাম তবে আরো চাইতাম। আমি অসাধারণ নই। অন্যরকম নই, অথবা এই বয়সের তুলনায় আমি বেশি কর্মক্ষম নই। আমার মা আমাকে প্রায়ই বলতেন 'পৃথিবীর সব পরিবর্তনগুলো চাওয়া আর কাজের মধ্যেই আছে।' আমি এটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি অনেক জায়গা চাষ করার চেয়ে গভীর করে চাষ করা ভালো।

'এটা আমার স্থান এবং আমি এটাকে ভালোবাসি।'

মাঠের মাঝামাঝি কোনো একদিনে, যখন আকাশ ছিল সাদা আর বিক্ষিপ্ত হারানো স্মৃতির মতো, স্টেলা তার রান্নাঘরে শেষবারের মতো বসেছিল, তার চামড়া সর্বস্ব পায়ে শেষবারের মতো বুট বাঁধছিল, এবং তার উজ্জ্বল লাল স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়েছিল (তিন ক্রিসমাস আগে এটা হেইতির দেয়া ক্রিসমাস উপহার) তার ঘাড় শেষবারের মতো। সে তার কাপড়ের নিচে অলডেনের লম্বা অন্তর্বাসের একটা পরে নিয়েছিল। তার পায়জামার কোমর তার নরম শুকনো বুকের কিছুটা নিচে উঠে এসেছিল আর জামা প্রায় হাঁটু অতিক্রম করে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

বাইরে, আবারো বাতাস চড়েছিল এবং রেডিওতে বলা হচ্ছিল যে বিকেল নাগাদ তুষারপাত শুরু হতে পারে। সে তার গ্লাভস এবং কোট পরে নিল। কিছুক্ষণ দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর সে অলডেনের এক জোড়া গ্লাভসও তার গ্লাভসের উপর পরে নিল। অলডিন ফ্লু থেকে সেরে উঠেছে এবং আজ সকাল থেকে হারলে ব্লাডের সাথে মিসি বোথের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে যে একটা মেয়ে পেয়েছে। স্টেলা এটা দেখেছে এবং এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা তার বাবার সাথে মিলে যাচ্ছে।

সে জানালার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াল এবং রিচের দিকে তাকাল। সেখানে বিল দাঁড়িয়ে ছিল দ্বীপে এবং এর রিচের মাঝে এমনভাবে যেন তা স্টেলাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে এখনই যদি তুমি রিচ অতিক্রম করে মূল ভূখণ্ডের দিকে পা না বাড়াও তবে বেশ দেরি হয়ে যাবে।

'যদি তাই হয় তবে তুমি কী চাও বিল' সে নিঃশব্দে আউড়াল।

'ঈশ্বরই জানে আমি জানি না।'

কিন্তু বাতাস অন্য কথা বলছিল। সে করতে চাইছিল। সে চাইছিল এই অ্যাডভেঞ্চার হোক। এটা তার জন্য কষ্টদায়ক শীতকাল ছিল–তার আঙ্গাইটি যেটা অনিয়মিতভাবে যায় আসে তা পুরোদমে ফিরে এসেছিল প্রতিটি আঙুলের গিঁটে, হাঁটুতে যেন লাল আগুন আর নীল বরফ। আর এক চোখ ঝাপসা আর অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল (যা আরেকদিন সারাহ বলেছিল– সেই আগুন চিহ্নগুলো যেগুলো আট বছর বয়সে শুরু হয়েছিল আর এখন ক্রমাগত বাড়ছেই), সবচেয়ে সমস্যা তার পাকস্থলিতে গভীর মোচড়ানো ব্যথা ফিরে এসেছিল, এছাড়া গত দুই সকাল আগে সে যখন ভোর পাঁচটার দিকে বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে কাজ করছিল তখন এক গাল থুথু ফেলেছে যা ছিল টাটকা গাঢ় রক্ত ছাড়া কিছুই না, আজ সকালেও এ ব্যাপার ঘটেছে যা তাকে ভয়ে কুঁকড়ে দিয়েছে।

পাকস্থলির ব্যথাটা গত পাঁচ বছর যাবতই আছে। কখনো আসে কখনো যায়। এবং সে জানে এটা অবশ্যই ক্যান্সার হবে। এটা তার মা-বাবা এবং নানাকেও কেড়ে নিয়েছে। তারা কেউই সত্তর বছরের বেশি বাঁচেনি। তাই সে মনে করে সে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করেছে এবং তার ইন্সুরেন্স প্রাপকদেরকেও হতাশ করেছে।

BanglaBook.org

'তুমি ঘোড়ার মতো খাও' অলডেন তাকে বলেছিল তার ব্যথা শুরু হবার কিছুদিন পরে এবং সে সকালের মলে রক্ত আবিষ্কার করেছিল।

'তুমি কি জান না যে তোমাকে পুরনোরা পছন্দ করে এবং তারা চায় যে তুমি অল্পাহারী হও ?'

'উঠে পড় নইলে আমি তোকে থাপড়াবো !' স্টেলা এক হাত তার বাদামি চুলের ছেলের দিকে উঠিয়ে বলত যে মুখ গুঁজে, মাথা বাঁচিয়ে আর্তনাদ করে উঠত।

'না মা ! আমি এটা ফিরিয়ে নিচ্ছি !'

হ্যাঁ, সে খেতে পছন্দ করত, এ জন্য না যে সে চাইত, কিন্তু সে বিশ্বাস করত (তার প্রজন্মের অনেকের মতো) যে বেশি খাওয়া-দাওয়া করলে ক্যান্সার তাকে ছেড়ে যেতেও পারে। সম্ভবত এটা কাজও করত। মাঝে মাঝে মলে রক্ত দেখা যেত না এবং অনেকদিন ধরেই দেখা যেত না। অলডেন তাকে দ্বিতীয় পন্থায় (এবং তৃতীয় যখন ব্যথা চরমে উঠত) সাহায্য করত কিন্তু কখনো যে এক পাউন্ডও বাড়তে পারেনি।

এখন সবশেষে সম্ভবত ক্যান্সার তার সবটুকু দখল করে ফেলেছে যেটুকুকে লোকে '*প্রতিরোধের উৎস*' বলে।

সে দরজা খুলে বাইরে আসার সময় অলডেনের হ্যাট চোখে পড়ল, সেই তার উলের হ্যাট যেটা দরজার মুখেই ঝুলছে। সে এটা পরে নিল এবং শেষমেশ সবকিছু এক দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল যে সে কোথাও কিছু ফেলে গেছে কি না যদিও তার চোখের পাতা তখন কাঁপছিল। স্টোভে আগুন কমানো ছিল এবং যে অলডেন এটা অনেকবার বলে কিন্তু এই একটা ব্যাপারই অলডেন কখনো ঠিকঠাক করে করতে পারে না, সে এটা বাড়িয়ে দেয়।

'আমি জানি, আমি চলে গেলে তুমি অতিরিক্ত কোয়াটার বর্ড জ্বালাবে।' সে বিড়বিড় করেই বলল এবং স্টোভ চালু করে দিল। তাকে শক্ত এবং কঠোর দেখা যাচ্ছিল। সে দরজা বন্ধ করল এবং শেষবারের মতো। তার প্রিয় বন্ধু অ্যানা বেলি ফ্রেনকে দেখে নিল কয়লার আগুনে। যদিও সে তার জীবদ্দশায় এমনই ছিল।

BanglaBook.org

অ্যানবেলিও কি তার দিকে তাকিয়েছিল ?

সে ভাবল অলডেনের জন্য কিছু লিখে যাবে যে সে কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু সে ভাবল হয়ত অলডেন তার স্বল্প বুদ্ধি দিয়েই বুঝে নেবে।

তখনো মাথায় লেখা চলছে– *যখন শীতের প্রথম দিনে তোমার বাবার সাথে আমার দেখা হয় এবং সে বলেছিল মৃত্যু খারাপ জিনিস না ; অন্তত আমি তাই মনে করি– স্টেলা তার সাদা দিনগুলোতে চলে গিয়েছিল।*

বাতাস তাকে নাড়িয়ে দিল এবং অলডেনের হ্যাটটা মাথা থেকে ফেলে চাকার মতো ঘুরিয়ে ফেলে দেবার আগেই সে এটা শক্ত করে পরে নিল। মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডা তার কাপড়ের প্রতিটি ছিদ্র খুঁজে ঢুকে পড়ছে, ভেজা মাঠের ঠাণ্ডা সাথে ভেজা তুষার।

সে খাড়ির দিকে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। সতর্ক ছিল কোনো ফাটল বা গর্তের ব্যাপারে যা জর্জ ডিন্সমোরকে ভুগিয়েছে। জর্জ র‍্যাকন শহরে হাল চালানো একটা কাজ পেয়েছিল' ৭৭ সালে কিন্তু সে সব ভেস্তে দিয়েছে মাড়াই করা রাইয়ের মাঝে একবার, আ দুইবার না তিনবার লাঙল চালিয়ে দিয়েছে। গত পাঁচ বছর যাবৎ রিচের ওপারে আলো জ্বলছিল না। স্টেলা ভাবল এটা কত বিস্ময়কর হতে পারে শুধু রিচের দ্বীপে তাকিয়ে থাকা আর গাঢ় কালো দেখা, শুধুমাত্র একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর ছোট আলো দেখছে।

যখন সে রাসেলের ঘর অতিক্রম করল সে মিসিকে দেখতে পেল। বিবর্ণ, দুধের মতোই বিবর্ণ, মিসি হাত নাড়ল সেও হাত নাড়ল।

হয়ত সে তাদের বলত *'দ্বীপে আমরা সবাই নিজের খেয়াল রাখি। যখন গ্রেড হেনরিড বুকের শিরা ছিঁড়ে ফেলল তখন আমরা সবাই মিলে পুরো গ্রীষ্মে তার খরচ জুগিয়েছি এবং সে বোস্টনে অপারেশনের পর জীবিত বাড়ি ফিরেছে। খোদাকে ধন্যবাদ, যখন জর্জ জিন্সমোর কাজ শেষে বাড়ি ফিরল হাতে এক পয়সাও ছিল না এবং হাইড্রোর বাড়িতে থাকত, এটা এমন ছিল যে সারাদিন ও খাটবে আর ওকে শুধু সিগারেট আর বোজ দেয়া হার--- কেন নয় ? যখন কাজের দিনগুলো*

BanglaBook.org

শেষ হয়েছে তখন তার মূল্য ছিল না কিন্তু সে আগে ঘোড়ার মতো সারাদিন খেটেছে। একদিন সে বিপদে পড়ল কারণ এটা রাত দিন এবং রাত জর্জের পান করার সময়। তার বাবা তাকে অন্তত খাইয়ে রাখত, এখন মিসি বোয়ে অন্য একটা শিশুকে নিয়ে একা আছে। সম্ভবত সে এখানেই থাকবে এবং দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য নেবে কিন্তু সম্ভবত তা কখনোই পর্যাপ্ত হবে না। সম্ভবত সে চলে যাবে কিন্তু সে থাকলে অবশ্যই না খেয়ে থাকবে না, সবার সাহায্য পাবে... এবং শোন লোনা আর হল যদি সে থাকে তবে সে একটা ছোট পৃথিবীকে অবশ্যই কিছু দিতে পারবে। একটা ব্যাপারকে নষ্ট বা ধ্বংস করে হারিয়ে ফেলা খুব সহজ। এবং আমি যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছি চারপাশের সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে যা হতে পারে একটা কিছু হওয়ার রাস্তা, বাঁচার রাস্তা– একটা অনুভূতি।'

তারা নিজেদের প্রতি অন্যভাবেও খেয়াল রাখতে পারে, কিন্তু সে তাদেরকে সেটা বলবে না। শিশুরা বুঝে না, ফ্লোরিস ও ডেভিডও না যদিও জেন জানে সত্যটা কী। নরম্যান আর ইটি উইলসনেরও একটা মঙ্গোলীয় শিশু জন্মেছিল, এর ছোট পায়ের পাতা ভিতরে ঢুকে ছিল, মাথাটা তখনো খুব শক্ত হয়নি। নখগুলো সব একত্রে মিশে ছিল যেন সে রিচের ভেতর সাঁতার কাটছে।

ম্যাক ক্রাকেন এসে তাকে দীক্ষা দিয়েছিল এবং একদিন পরেই ম্যারি জর্জও এসেছিল যে সে সময়ই শত শত বাচ্চার ধাত্রী ছিল। নরম্যান হেইতিকে পাহাড়ের নিচে নিয়ে গিয়েছিল যদিও সে হাঁটতে পারছিল না। সে দেখতে গিয়েছিল ফ্লাঙ্ক চাইডের নতুন নৌকা যে যাবার সময় ম্যারি জর্জের দিকে তাকিয়েছিল এবং সেই বাচ্চাদের নিয়ে বসেছিল। ম্যারি তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং যখন দুচোখে চোখ পড়ল তখন ইটি কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, 'চলে এসো' নরম্যান বিষাদ ভরা সুরে বলছিল। 'চলে এসো ইটি, চলে এসো' তারা চলে আসার এক ঘণ্টা পর শিশুটি মারা যায়, সেই ইচ্ছা মৃত্যুগুলোর একটি দয়ামায়াহীন।

BanglaBook.org

এবং এর বহু বছর আগে, যুদ্ধের আগে, তিনজন মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে উত্ত্যক্ত হতো, খুব খারাপভাবে না, এখন যেমন কোনো দেখা গায়ে ক্ষতের চিহ্ন, তারা একজন মানুষ সম্পর্কে বলেছিল যে তাদেরকে একতাড়া কার্ড দেখাতে চেয়েছিল যেগুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা কুকুরের ছবি ছিল, মানুষটি বলত সে ছবিগুলো দেখাবে যদি মেয়েরা তার সাথে ঝোপের পেছনে যায় এবং একদিন লোকটি বলল 'কিন্তু তোমাদের প্রথমে এগুলো স্পর্শ করতে হবে।' তাদের মধ্য একজন ছিল গ্রিট সিমেস, যে কড়া শিক্ষক হিসেবে ১৯৭৮ সালে নির্বাচিত হয়েছিল। তখন সে ছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়সী। তার বাবাকে বলেছিল লোকটির এক হাতে কয়েকটি আঙুল নেই। আরেকজন মেয়েও একমত হয়েছিল তৃতীয় জন কিছুই মনে করতে পারেনি। সেটলা মনে করল একদিন ঝড়ের দিনে অলডেন বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। সে জিজ্ঞেস করার পরও তাকে কিছু বলেনি। জানালায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছিল অলডেন পথের প্রান্তে ভুল সিমেসের সাথে দেখা করেছিল। তারপর ফ্রেডি ডিন্সমোর তাদের সাথে ক্লিশল এবং শেষে তার নিজের স্বামীকেও দেখল যাকে সে সকালে সামান্য কাজে পাঠিয়েছিল। আরো মানুষ তাদের সাথে মিশেছিল যখন তারা চলতে শুরু করল তখন তারা প্রায় বারোজন ছিল। ম্যাকক্রেনও তাদের সাথে ছিল। যেদিন বিকেলে একজন শিষ্য ডেনিয়েলকে পাওয়া গিয়েছিল স্লাইডার পয়েন্টের পাদদেশে যেখানে কিছু ড্রাগনের দাঁতের মতো মুগ্ধ হা করা পাথর বেরিয়েছিল। ডেনিয়েল বিগ জর্জের শিষ্য ছিল যাকে ভাড়া করা হয়েছিল তার বাড়িতে চৌকাঠ সারাই আর এ মডেলের ট্রাকের ইঞ্জিন বসাতে সাহায্য করার জন্য। সে এসেছিল নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে, মিচাষী ছিল। ওকে আরো বাজে কাজ করতে হয়েছিল যখন হ্যাভলকের কাজ শেষ হয়েছিল... এছাড়া চার্চে সে একটা সুর ধরতে পারত ! যদিও তারা বসেছিল ডেনিয়েল হেঁটে উপরে উঠেছিল এবং পা ফসকে পড়ে গিয়েছে এবং সবশেষে নিচে এসে পড়েছে তার ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল আর মাথা দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল যেহেতু তার পরিচিত কোনো মানুষ ছিল না তাই

BanglaBook.org

তাকে দ্বীপে কবর দেয়া হয়েছিল এবং ম্যাকক্র্যাকেনই তার কবরে শেষ বাক্য দিয়েছিল যে ডেনিয়েল কত পরিশ্রমী ছিল যদিও তার হাতে আঙুল দুটি কম ছিল। এরপর তারা শহরে চলে গিয়েছিল এবং 'জা-রেক্স' মদ আর পনির ক্রিমের স্যান্ডউইচ খেয়েছিল। স্টেলা কখনো তাদের জিজ্ঞেস করেনি যেদিন ডেনিয়েল মারা গেল তখন তারা কোথায় গিয়েছিল।

'সে হয়ত তাদের বলত 'বাছারা, আমরা সব সময় নিজেদেরটা দেখি। যখন রিচ আরো প্রশস্ত হয়, আকাশে মেঘ জমে বাতাস শুরু হয় তখন কেন আমরা নিজেদের ছোট ভাবি– খোদার কাছে আমরা তো ধূলি ছাড়া কিছুই না। আমাদের প্রাকৃতিক কারণেই হাতে হাত রেখে একত্রিত হতে হবে।'

'আমরা হাত একত্রি করেছি, ছেলেমেয়েরা এবং যদি কখনো আমরা কী করেছি এ জন্য বিস্মিত হই এবং ভাবি আমরা যা ভালোবাসি সে সম্পর্কে সেটা হবে শুধু সেই কারণে যে আমরা শীতের লম্বা রাতে বাতাসের শব্দ আর পানির শব্দ শুনে ভয় পাই।

'না, আমি কখনো দ্বীপ ছেড়ে যাবার প্রয়োজনবোধ করিনি, আমার জীবন এখানেই কেটেছে। তখনকার দিনে রিচ আরো প্রশস্ত ছিল।'

BanglaBook.org

স্টেলা খাড়িতে পৌঁছল। সে ডানে বাঁয়ে তাকাল, বাতাস তার পোশাককে পতাকার মতো ওড়াচ্ছে, যদি সেখানে কেউ থাকত তবে সে হয়ত আরো নেমে যেত এবং পাথরে হোঁচট খাবার সুযোগ নিত যদিও বরফ পড়ে সেগুলো চকমক করছিল। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না, সে একাই বুড়ো সিমেসের নৌকা ঘরে সিঁড়ি পেছনে ফেলে দিয়ে নামছিল। সে প্রান্তে পৌঁছল এবং সেখানে কিছু সময় দাঁড়াল তার উঁচু মাথার উপর দিয়ে অলডেনের হ্যাটকে নাড়িয়ে দিয়ে বাতাস বইছিল।

বিল সেখানে ছিল যে ইশারায় ডাকছিল, তাকে ছাপিয়ে, রিচকে ছাপিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল সাদা আকাশের সাথে মিশে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া রিচের প্রান্তের কঙ্গো চার্চ দেখা যাচ্ছিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে পড়ল এবং পা বরফে ছড়িয়ে দিল। তার বুট কিছুটা দেবে গেল, তবে বেশি নয়। সে অলডেনের হ্যাটটি আবার ভালো করে পরে নিল– বাতাস যেন সেটিকে ছিঁড়ে-খুড়ে ফেলতে চাইছে ! এরপর সে বিলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সে একবার ভাবল পেছনে তাকাবে কিন্তু না। সে বিশ্বাস করে তার হৃদয় এটা সইতে পারবে না।

সে হাঁটতে থাকল। তার বুট বরফকে মাড়িয়ে সামনে চলছিল আর সে শুনতে পাচ্ছিল মৃদু শব্দ। বিল এখন বেশ পেছনে কিন্তু সে এখনো ইশারা করে চলেছে। সে কাশল এবং বরফে জমে থাকা তুষারে রক্তমাখা থু থু ফেলল। এখন রিচ অনেক প্রশস্ত এবং 'জীবনে প্রথমবারের মতো পড়তে পারছে সেখানে 'স্টেটনের নৌকা" লেখা বিলবোর্ড অলডেনের বাইনোকুলার ছাড়াই। সে দেখতে পাচ্ছে ও প্রান্তে এদিক সেদিক গাড়ি চলছে এবং প্রকৃতি বিস্ময়ের ব্যাপার, 'তারা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে... *পোর্টল্যান্ড... বোস্টন... নিউইয়র্ক, চিন্তা কর,*' এবং সে চিন্তা করছিল একটা রাস্তা যেটা যেতে যেতে চলে গেছে পৃথিবীর প্রান্তে।

একটা তুষার কণা তার চোখে পড়ল। আরেকটা, তৃতীয়টা, দ্রুতই হালকা তুষার পড়তে শুরু করল এবং সে আনন্দময় উজ্জ্বল সাদা পৃথিবীর মধ্য দিয়ে যেতে থাকল। সে ঘন সাদা জালের মধ্যে দিয়ে র‍্যাক্কন হেড দেখতে পাচ্ছিল, কখনো বা একদম পরিষ্কার, সে অলডেনের হ্যাট থেকে তুষার ঝাড়তে থাকল, তার চোখেও কিছু পড়েছিল। বাতাসে তুষারকণা পাকিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল যেগুলোর একটার মধ্যে সে কাল এবারসামকে যে হেইতি যুজর্ডেবের স্বামীর সাথে চলে গিয়েছিল।

দ্রুতই তুষারের উজ্জ্বলতা কমে এল এবং সেগুলো বেশি বেশি পড়তে লাগল। ছেড়ের প্রধান সড়কটা ঝাপসা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল এরপর সে কিছুক্ষণ চাটের ক্রস দেখতে পেল এরপর তাও দেখা গেল না, মিথ্যা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। শেষে হলুদ কালোতে লেখা স্টেটনের নৌকা' লেখাটাও মুছে গেল যেখানে পাওয়া যায় গাড়ির তেল, মাছি ধরার ফ্লাই পেপার, ইতালিয়ান স্যান্ডউইচ।

BanglaBook.org

স্টেলা হাঁটতে লাগল একটা বর্ণহীন জগতের মাঝ দিয়ে ধূসর সাদা স্বপ্নময় তুষারপাতের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ তার কী মনে হলে সে শেষ পর্যন্ত পেছনে তাকাল কিন্তু দ্বীপ আর দেখা যাচ্ছিল না। সে দেখতে পাচ্ছিল তার পথ পেছন দিকে চলে গেছে এবং যেতে যেতে হারিয়ে গেছে শুধুমাত্র তার হিলের অর্ধবৃত্তের দাগগুলো ছাড়া এরপর আর কিছুই নেই। কিছুই না।

সে ভাবল *এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। মোতাকে আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল স্টেলা, নতুবা কখনোই তুমি মূল ভূখণ্ডে যেতে পারবে না। তুমি শুধু ঘুরতেই থাকবে যতক্ষণ না জমে বরফ হয়ে মারা না পড়।*

তার মনে আছে বিল একবার তাকে বলেছিল যখন তুমি বনে হারিয়ে যাবে তখন ভাববে তোমার এক পাশে এক হাত ও এক পা অবশ হয়ে গেছে। নতুবা তোমার পা তোমাকে শুধু বৃত্তাকারে ঘোরাবে এবং একমাত্র তখনই তুমি সেটা বুঝবে যখন তুমি আবার শুরুতে ফিরে অসবে। স্টেলা বিশ্বাস করতে পারছিল না তাকেও এটা মেনে নিতে হবে। এই ক্রমাগত তুষারপাত চলতে থাকলে সে বুঝতেও পারবে না যে সে যাত্রা পথের শুরুতে ফিরে এসেছে কারণ শুভ্র তুষার তার সমস্ত পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলবে।

তার দুই জোড়া হাত মোজা থাকা সত্ত্বেও হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল এবং পাও কিছু সময় ধরে অবশ হয়ে আছে। অবশ্য এই অবশতা তাকে এক রকম মুক্তিও দিয়েছে। অবশতা যেন তার যন্ত্রণাদায়ক আর্থাইটিসের টুটি চেপে ধরেছে।

স্টেলা তখন দুর্বল হয়ে পড়ছে, তার বা পাকে আরো বেশি কাজ করতে হচ্ছে। তার হাঁটুতে ঘুমিয়ে থাকা আন্ট্রাইটিস আবার জেগে উঠেছে, এবং দ্রুতই সেগুলো তীব্র হচ্ছে, তার সাদা চুলগুলো উড়ছে, তার ঠোঁট দুটো দাঁতের সাথে লেগে গেছে (যদিও এখনো চারটি দাঁত সে বাঁচিয়ে রেখেছে) এবং সে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে হলুদ কালো নিশানা দেখার জন্য।

এটা ঘটতে পারে না।

কিছুক্ষণ পর সে দেখল দিনের আলোর উজ্জ্বলতা আরো কমে যাচ্ছে এবং চারপাশ আরো ধূসর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তুষারকে

BanglaBook.org

আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি ভারি এবং ঘন মনে হচ্ছে। তার পা এখনো বরফে ডুবে আছে যদিও সে হাঁটছে, পাঁচ ইঞ্চি তুষারের মধ্য দিয়ে। সে তার ঘড়ির দিকে তাকাল, যেটি থেমে আছে। স্টেলা বুঝতে পারল নির্ঘাত সে সকালে এতে চাবি দিতে ভুলে গেছে যা গত বিশ-তিরিশ বছরে একবারের জন্যও ঘটেনি। অথবা এটা ভালোর জন্যই থেমেছে ? এটা তার মায়ের ছিল যেটা সে দুবার অলডেনকে দিয়ে সারিয়ে এনেছে। মি. ডোসটি সেটা প্রথমবারের মতো পরিষ্কার করে ঠিক করে দিয়েছিল, থাক অন্তত তার হাতঘড়িটা মূল-ভূখণ্ডে গেছে।

দিনের আলো আরো ধূসর হয়ে যাওয়া শুরু করার পনেরো মিনিটের মধ্যে সে প্রথমবারের মতো পড়ে গেল। সে কিছুক্ষণ তার হাঁটুতে আর হাতে ভর দিয়ে বসে থাকল, ভাবল এভাবে বসে থাকাটাই মনে হয় সোজা। বেঁকে উঠতে গিয়ে সে বাতাসের শব্দ শুনল এবং সিদ্ধান্ত নিল সে অবশ্যই উঠে দাঁড়াবে। সে বাতাসের মাঝেই উঠে দাঁড়াল, সোজা সামনে তাকাল, কিছু দেখার চেষ্টা করল... কিন্তু চোখ দুটো কিছুই দেখতে পেল না।

তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হচ্ছে।

মনে হয় সে পথ হারিয়েছে। সে এদিক-সেদিক হোঁচট খাচ্ছিল। তা না হলে সে ততক্ষণ ওপারে পৌঁছে যেত। যদিও সে বিশ্বাস করে না সে এতক্ষণ গোট আর মূল ভূখণ্ডের সমান্তরালে হেঁটে চলেছে অবশ্যই সে যে কোনো একপাশে পৌঁছে যাবে। তার মনে কেউ ফিসফিসিয়ে বলে দিল যে সে কিছুটা বায়ে সরে গেছে। সে বিশ্বাস করে যে সে এখনো সোজাই যাচ্ছে তবে একটু বেশি মূল্য দিয়ে।

দৈব্য বেশি তাকে কিছুটা ডানে সরাতে চাচ্ছিল কিন্তু সে একটুও সরল না। তার পরিবর্তে সে সোজা সামনে এগোতে লাগল কিন্তু হঠাৎ তার চলা থমকে গেল। একটা কাশির ঝাঁকুনি তাকে থামিয়ে দিল এবং সে তুষারে এক মুখ গাঢ় লাল ঢেলে দিল।

দশ মিনিট পার হয়েছে (ধূসর অবশ্যই এরা গাঢ় হয়েছে এবং সে তো নিজেকে প্রচণ্ড অন্ধকারে তুষার ঝড়ের মাঝে আবিষ্কার করেছে)। সে আবার পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। প্রথমবার পারল না কিন্তু শেষমেশ তার পা-কে সোজা করতে পারল। সে বাতাসে দুলছিল

BanglaBook.org

এবং খুব কষ্টে নিজেকে খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল। তার পা-কে ভারি আবার হালকা দুই-ই মনে হচ্ছিল।

সে হয়ত বাতাসে সব শব্দ শোনেনি, সব গর্জন তার কানে যায়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতাস তার মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত অলডেনের হ্যাটটা খুলে নিল। সে সেটাকে খামচে ধরার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য সেটা দেখল তারপর গাঢ় ধূসরের মাঝে উজ্জ্বল কমলা রংটা বাতাসে দুলতে দুলতে হারিয়ে গেল। এখন তার চুলগুলো তার মাথার চারপাশে মুক্ত হয়ে উড়ছে।

'ঠিক আছে, স্টেলা।' বিল বলে উঠল। 'তুমি আমারটা পরতে পার।' সে চারপাশে সাদায় হাতড়াতে লাগল। তার মোজাবৃত হাত তৎক্ষণাৎ তার বুকের কাছে চলে গেল এবং সে তার হৃদয়ে তীব্র নখের আঁচড় অনুভব করল।

সে কিছুই দেখতে পারছিল না কিন্তু হাত দিয়ে তুষারের আবরণ সরাচ্ছিল– এবং তখনই ধূসর সন্ধ্যার কণ্ঠ ভেদ করে একটি কণ্ঠ শোনা গেল। সেটা ছিল তুষারাবৃত্ত সুড়ঙ্গের মাঝে ভয়ংকর একটা দানবীয় চিৎকারের মতো। এভাবেই তার স্বামী দেখা দিল। সে প্রথমে ছিল কিছু চলমান রং মাত্র ; লাল, কালো, গাঢ় সবুজ, হালকা সবুজ ; এরপর এই রংগুলো মিশে গিয়ে একটা লম্বা কলারের ফ্লানেল জ্যাকেট, ফ্ল্যানেল প্যান্ট আর সবুজ বুটে রূপ নিল। সে তার হ্যাটটি স্টেলার সামনে নতজানু হয়ে ধরেছিল যা চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ করে এবং তার মুখাবয়ব অবিকল বিলের মতো। যেখানে ক্যান্সারের কোনো চিহ্নই ছিল না যা তাকে নিয়ে গিয়েছিল (সে কি ভয় পেত যদি তার স্বামীর একটা বিধ্বস্ত ছায়ামূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়াত। কনমেনট্রেশন ক্যাম্পের হাড্ডিসার অবয়ব যার চামড়া ঝুলে গেছে, চোয়াল ভেঙে পড়েছে এবং চোখ গর্তে ঢুকে গেছে ?) এবং সে কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'বিল ? সত্যিই তুমি ?

'অবশ্যই।'

'বিল' সে আবার জিজ্ঞেস করল এবং তার দিকে উচ্ছ্বসিত এক কদম এগিয়ে গেল। তার পা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সে ভাবল যে সে পড়ে যাবে। তার উপরই পড়ে যাবে– যদিও সে প্রকৃতপক্ষে ছিল একটা ভূত– কিন্তু সে তার বাহু এমন শক্ত করে

BanglaBook.org

দক্ষতার সাথে ধরল যা কেবল পরবর্তী বছরগুলোতে শুধুমাত্র অলডেনের কাছ থেকে সে পেয়েছে। সে তাকে ধরে দাঁড়াল এবং কিছুক্ষণ পরেই বুঝল তার হ্যাটটি তার মাথায় শক্তভাবেই লেগে আছে।

'এটা কি সত্যিই তুমি ?' সে আবার জিজ্ঞেস করল। সে তার চোখের দিকে তাকাল চোখের চারপাশে তাকাল সেগুলো এখনো ভিতরে ঢুকে যায়নি, সে তাকাল তার কাঁধে জমে থাকা একটুকরো তুষারের দিকে আর সেই মায়াময় সুন্দর বাদামি চুলের দিকে।

'এটা আমি' সে বলল। 'এখানে আমরা সবাই।'

'সে তার সাথে খানিক ঘুরে দাঁড়াল এবং দেখল অন্যরাও তুষার সরিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং বাতাস বিচের মধ্য দিয়ে অন্ধকারের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। একটা কান্না, হাসি, ভয়ের মিশ্র অনুভূতি তার মনে এসে ভর করল যখন সে দেখল হেইতির মা মেডলাইল সুডার্ডকে নীল পোশাক যা বাতাসে তার শরীরের সাথে লেপ্টে রয়েছে, হেইতির বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কেউই রুগ্ন বা শীর্ণ ছিল না বরং সবাই ছিল তরুণ এবং সেখানে দুজনের পেছনে–

'এনাবেলি !' সে চিৎকার করে উঠল। 'এনাবেলি ফ্রাঙ্গ তুমি ?'

সে এনাবেলাই, তুষারাবৃত কুয়াশার মাঝে স্টেলা এনাবেলির সেই হলুদ পোশাক চিনতে পারল যেটা সে স্টেলার বিয়ের দিন পরেছিল। সে বিলের হাত ধরেই এনাবেলি, তার মৃত বন্ধুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে ভাবল হয়ত সে গোলাপের গন্ধ পাবে।

'*এনাবেলি !*'

'এখন আমরা সবাই এখানে, প্রিয়' এনাবেলি তার অন্য বাহু ধরে বলল। সেই হলুদ পোশাক সেটা তখনকার দিনেই আপত্তিকর ছিল (কিন্তু এনাবেলির জন্যই হোক বা অন্যদের জন্যই হোক সেটা শেষ পর্যন্ত কোনো মিথ্যা রানার জন্ম দেয়নি) যাতে তার কাঁধ উন্মুক্ত ছিল কিন্তু মনে হচ্ছিল এনাবেলির কোনো শীতই লাগছে না, তার লম্বা, নরম, মসৃণ চুল বাতাসে উড়ছিল। 'আরেকটু দূরে।'

সে স্টেলার অন্য বাহু ধরে তাকে আবারো সামনে নিয়ে গেল। অন্যান্য সবাই তুষারময় রাত ভেদ করে আসতে লাগল (এখন রাত হয়ে গেছে)। স্টেলা অনেককেই চিনতে পারল, কিন্তু সবাইকে না। টসি ফ্রান্স

BanglaBook.org

এনাবেলির সাথে যোগ দিল ; বড় জর্জ হেভলক যে বনে প্রায় কুকুরের মতোই মারা পড়েছিল বিলের পেছনে দাঁড়াল ; সেখানে সেই শিষ্য ছিল যে প্রায় বিশ বছর হেভের বাতিঘর দেখাশোনা করেছে এবং যে ফ্রেডি ডিন্সমোরের প্রতি বছরকার ক্রিবেজ টুর্নামেন্টের সময় কোনো এক ফেব্রুয়ারিতে দ্বীপে এসেছিল– স্টেলা কিছুতেই তার নাম মনে করতে পারল না। এখানে ক্লেডি স্বয়ং হাজির ! ফ্রেডির একপাশে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে রাসেল বোরে।

'দেখ স্টেলা', বিল বলল এবং সে দেখল তরল কুয়াশা ভেদ করে কালো কিছু উঠে আসছে যেন জাহাজের গলুই। সেগুলো জাহাজে ছিল না ভাঙা পাথরের টুকরো ছিল। তারা হেঁটে পৌঁছে গেছে। তারা রিচ অতিক্রম করেছে।

সে কিছু কণ্ঠ শুনতে পেল কিন্তু তারা কী বলছিল সে বুঝছিল না :

আমার হাত ধর স্টেলা–

(তুমি কি)

আমার হাত ধর বিল–

(ওই তুমি কী তুমি কী)

এনাবেলি– ফ্রোডি– রাসেল–জন–ইটি–ফ্রাঙ্ক– আমার হাত ধর, আমার হাত ধর– আমার হাত–

(তুমি কি ভালোবাস?)

'তুমি কি আমার হাত ধরবে স্টেলা ?' একটা নতুন কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল। যে চারদিকে তাকাল, সেখানে ছিল বুল সিমেস। সে মমতার সাথে তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল এবং তখন সে কিছুটা আতঙ্ক বোধ করল বিলের চোখে এমন কিছু ছিল। বিলের একটা হাত তার একপাশে আঁকড়ে ধরল আরো শক্ত করে।

'এটা কী–"

'সময় ?' বুল জিজ্ঞেস করল, 'ওহ, স্টেলা, আমার তাই ধারণা। কিন্তু এটা তোমাকে ব্যথা দেবে না। অন্তত আমি কখনো সে রকম শুনিনি। যা কিছু আছে সব সামনে।'

স্টেলা হঠাৎ করেই কান্নায় ভেঙে পড়ল– সব চোখের পানি যেগুলো সে কখনো মোছেনি– এবং বুলের হাতে তার হাত রাখল।

'হ্যাঁ' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি, হ্যাঁ বাসতাম, এখনো বাসি।'

BanglaBook.org

তারা ঝড়ের মাঝে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ছিল, মৃত দ্বীপ এবং বাতাস তাদের চারপাশে চিৎকার করছিল। তুষারের বর্ম বেধ করে গানের মতো কিছু শব্দ তার মুখ থেকে উৎসারিত হলো এবং বাতাস সেগুলো দূরে বয়ে নিয়ে চলল। যারা সবাই তখন গাইতে শুরু করল যেমন করে শিশুরা তাদের উচ্চস্বরে গায় গ্রীষ্মের দিনে গ্রীষ্মের রাতের জন্য। তারা গাইছিল এবং স্টেলা বুঝল সে তাদের সাথেই যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত রিচ অতিক্রম করেছে। যদিও কিছু ব্যথা ছিল কিন্তু সেগুলো ততটা বেশি নয় অন্তত তার কুমারীত্ব হারানোর চেয়ে বেশি নয়। সেটা আরো খারাপ ছিল। তারা রাতের বেলা একটা বৃত্তে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চারদিকে তুষার পড়ছিল এবং তার মাঝে তারা গাইছিল। তারা গাইছিল এবং–

–এবং অলডেন ডেভিড এবং লোয়িসকে বলতে পারেনি কিন্তু স্টেলার মৃত্যুর পর গ্রীষ্মে যখন ছেলেমেয়েরা বাৎসরিক দুই সপ্তাহের জন্য এসেছিল সে লোনা এবং হালকে বলল। সে তাদের বলল সে শীতে খুব ঝড় হয়েছিল এবং বাতাস মানুষের কণ্ঠের মতো করেই গাইছিল এবং মাঝে মাঝে মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে তার কিছু কথা : 'ঈশ্বরকে স্মরণ করে যেখান থেকে এইসব আশীর্বাদ আসে। তারই মহিমাকীর্তন কর, তার সৃষ্টি এখানেই ধরায়...”

কিন্তু সে তাদের বলল না (আস্তে চিন্তা কর, কল্পনা শক্তিহীন অলডেন ফ্ল্যান্ডার্স এরকম কথা উচ্চস্বরে বলেছে তাও বাচ্চাদের !) যে সে কখনো কখনো এই শব্দ শুনতে পায় এবং স্টোভের পাশে বসেও ঠাণ্ডা অনুভব করে। সেজন্য সে তার চাঁছার ছুরিটা পাশেই রাখে এবং সে ফাঁদটা মেরামত করে নিয়েছে যেটা তৈরি হয়েছে সেইসব মৃত্যু ও চলে যাওয়া মানুষের জন্য... যারা রিচের আশপাশে আছে এবং বাচ্চাদের মতোই গান গায়। সে প্রায়ই সেই কণ্ঠস্বরগুলো শুনতে পায় এবং এক রাতে সে স্বপ্ন দেখল সে তার নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিজেই ধর্মবাণী গাইছে যা সে কখনো দেখেনি, শোনেওনি।

কিছু কথা থাকে যা কখনো বলা হয় না, কিছু ব্যাপার থাকে যা আসলে গোপন নয় কিন্তু সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় না, তারা জমে যাওয়া স্টেলাকে খুঁজে পায় মূল-ভূখণ্ডে ঝড় থেমে যাবার একদিন পর। সে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি একটা পাথরের চেয়ারে বসেছিল, শহরের শেষ

BanglaBook.org

সীমানা র‍্যাক্কন হেড থেকে একশো গজ দক্ষিণে, জমেছিল এমন পরিচ্ছন্নভাবে যেমন তোমরা। যে ডাক্তার তাকে দেখছিল সে বলেছিল সে আসলেই বিস্মিত। সেটা ছিল প্রায় চার মাইল রাস্তা। এবং যে সকল অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক ঘটনার জন্য ময়না তদন্ত প্রয়োজন হয় ; এরকম পরিণত ক্যান্সার থাকা অবস্থায় সত্যিকার অর্থেই বৃদ্ধ মানুষটি কোনো প্রহেলিকার সাথে লরেছিল, অলডেন কি ডেড্ডি আর লোয়িঅঙ্কে বলতে পারবে স্টেলা যে টুপি পড়েছিল সেটা তার না ? ল্যারি ম্যাককিন টুপিটা চিনতে পেরেছিল। জন বেনসনও। সে তাদের চোখের দিকে তাকিয়েই এটা বুঝেছিল যেমন তারা নিজেরা অপরের চোখের দিকে চেয়েছিল। যে কীভাবে ভুলে যেতে পারে তার মৃত বাবার টুপি অথবা সে সামনের ভাঙা অংশ।

'এসব ব্যাপার খুব ধীরে ধীরে ভাবতে হয়' সে হয়ত একথা বাচ্চাদের বলত যদি সে জানত সেটা কীভাবে করে। হয়ত অবশেষে এককাপ গরম কফি পাশে নিয়ে হাতের কাজ শেষ করে তারা প্রশ্ন করত মৃতরা কি গান গাইতে পারে ? তারা কি জীবিতদের ভালোবাসে ?'

যে রাতে লোনা, হাল তার মা-বাবার সাথে অন কারির 'নৌকায় করে মূল-ভূখণ্ডে চলে গেল তারা নৌকার পিছনে দাঁড়িয়ে তার দিকে হাত নাড়ছিল। অলডেন ভাবছিল সেইসব পাখিগুলো সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে যেমন তার বাবার টুপি।

মৃতরা কি গান গাইতে পারে ? ভালোবাসতে পারে ?

সেইসব দীর্ঘ রাত্রি একাকী তার মা স্টেলা ফ্ল্যান্ডার্সের মতো চিরস্থায়ী কবরে থাকার মতো থাকতে থাকতে তার মাঝে মাঝে মনে হতো মৃতরা দুই-ই পারে।

অনুবাদ : আহমেদুর রহমান সবুজ

BanglaBook.org

দ্য ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট

বার্বিকিউ শেষ। এটা বেশ ভালো ছিল ; ড্রিংকস্, ঝলসানো মাংস, পাওয়াই যায় না, সবুজ একটা সালাদ আর মেগের স্পেশাল ড্রেসিং। তাঁরা শুরু করেছিলেন পাঁচটায়। এখন বাজে আট, অন্ধকার হয়ে আসছে–সাধারণ এই সময়টায় বিশাল কোনো পার্টির মজাটা কেমন যেন শুকিয়ে যেতে শুরু করে। তবে তাঁদের পার্টিটা বেশি বড় নয়। তাঁরা মোটে পাঁচজন এজেন্ট দম্পত্তি, বিখ্যাত তরুণ লেখক ও তাঁর স্ত্রী, আর ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সম্পাদকের বয়স সবেমাত্র ষাটের কোঠায়। দেখলে পরে মনে হয় তাঁর বয়সটা আরো বেশি। সম্পাদক সাহেব অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ফ্রেস্কায় চুমুক দিচ্ছেন। তিনি আসার আগেই এজেন্ট লোকটা লেখককে জানিয়ে দিয়েছেন যে মদ খেলে একসময় সম্পাদকের কিছু সমস্যা হতো। সে সমস্যা এখন আর নেই, সেই সাথে সম্পাদক সাহেবের স্ত্রীও আর নেই... এ কারণেই তাঁরা ছ'জনের বদলে পাঁচজন।

তরুণ লেখকের হ্রদ-ঘেঁষা বাড়ির উঠানে যখন আঁধার নামছে তখন পার্টির মজা শুকিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সবার মধ্যে একটা প্রাণবন্ত ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। তরুণ লেখকের প্রথম উপন্যাসটা বাজারে কেটেছে ভালোই আর প্রচুর প্রশংসাও জুটেছে তার কপালে। তিনি বেশ ভাগ্যবান এক তরুণ, আর তাঁর যোগ্যতার বলেই তিনি সেটা জানেন।

এটা-সেটা নানা কথায় আলোচনার বিষয়বস্তু যে কখন পাল্টে গেল, তরুণ লেখকের অভাবনীয় সাফল্য থেকে আরম্ভ করে আলোচনাটা যে

BanglaBook.org

কখন শুরুতে সফল বিভিন্ন লেখকের আত্মহত্যার প্রসঙ্গে এসে ঠেকল, সেটা বলা মুস্কিল। রস লকরিজের কথা আসল, আসল টম হ্যাজেনের কথাও। এজেন্টের স্ত্রী উল্লেখ করলেন সিলভিয়া প্ল্যাথ এবং অ্যান সেক্সটনের কথা, যদিও তরুণ লেখক সিলভিয়া প্ল্যাথকে লেখক হিসেবে সফল মনে করেন না। সিলভিয়া প্ল্যাথ তাঁর সাফল্যের জন্য আত্মহত্যা করেননি, আত্মহত্যা করেই তিনি সাফল্য লাভ করেছেন, লেখক এমনটাই ভাবেন। এজেন্ট হাসলেন।

'আচ্ছা, আমরা কি অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করতে পারি না ?' তরুণ লেখকের স্ত্রী একটু ভয়ে ভয়েই বললেন।

তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে এজেন্ট বললেন, 'পাগলামি। তাঁরা বোধহয় সাফল্যের চোটে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।' তাঁর কণ্ঠ কিছুটা হলেও মঞ্চের বাইরে অভিনেতাদের মতো শোনাল।

লেখকের স্ত্রী আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন–তিনি জানতেন তাঁর স্বামী এগুলো নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে শুধু এ কারণেই নয় যে এগুলো নিয়ে ও কৌতুক করতে পারবে, আসলে এগুলো নিয়ে কৌতুক করার জন্য ও উদগ্রীব হয়ে আছে কেননা এসব ব্যাপারেও বিস্তর চিন্তা করে–তখনই মুখ খুললেন সম্পাদক সাহেব। তাঁর কথা এত অদ্ভুত শোনাল যে লেখকের স্ত্রী প্রতিবাদ করার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেলেন।

'পাগলামি একটা ফ্লেক্সিবল বুলেট।'

এজেন্টের স্ত্রীকে দেখে মনে হলো তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। তরুণ লেখক কিছুটা কৌতূহলী ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'হুমম্, কথাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে–"

'লাগাটাই স্বাভাবিক', সম্পাদক বললেন। 'এই কথাটা, এই চিত্রকল্পটা, 'ফ্লেক্সিবল বুলেট', ম্যারিএন মুরের। তিনি গাড়ি না কী যেন একটা বোঝাতে একটা ব্যবহার করেছিলেন। আমার সবসময় মনে হয়েছে কথাটা পাগলামি বোঝাতেও বেশ ব্যবহার করা যায়। পাগলামি এক ধরনের মানসিক আত্মহত্যা। ঐ যে ডাক্তাররা আজকাল বলেন না, মনের মৃত্যুই হলো মৃত্যুর আসল মাপকাঠি। পাগলামি হলো মস্তিষ্কে একরকম ফেক্সিবল বুলেট।'

BanglaBook.org

লেখকের স্ত্রী সচকিত হয়ে বললেন, 'কারো ড্রিংকস্ লাগবে ?' নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া গেল না।

'ঠিক আছে, আমার লাগবে, যদি কথাবার্তা এই লাইনেই চলতে থাকে তাহলে', একথা বলে তিনি নিজের জন্য ড্রিংকসের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

সম্পাদক বলতে লাগলেন 'আমার কাছে একবার একটা গল্প জমা পড়েছিল, তখন আমি *লোগানস্*-এ কাজ করতাম। অবশ্য *কালিয়রস্* এবং *দি স্যাটার্ডে ইভনিং*-এর মতো এই পত্রিকাটাও এখন আর নেই, কিন্তু আমরা ঐ দুটোর চেয়ে অনেক বেশিদিন টিকে ছিলাম।' বেশ গর্বের সাথেই তিনি উল্লেখ করলেন। 'আমার বছরে ছত্রিশটা ছোটগল্প ছাপাতাম, তার বেশি ছাড়া কম নয়, আর সেগুলোর মধ্যে চার-পাঁচটা কোনো-না-কোনো কালেকশনে বর্ষ সেরা নির্বাচিত হতো। আর লোকে সেগুলো পড়তও বেশ। যাহোক, গল্পটার নাম ছিল দি ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট, রেগ থর্প নামে একজনের লেখা। (তরুণ লেখককে নির্দেশ করে) বয়সে এঁর মতোই হবে, প্রায় এঁর মতোই সফল বলা যায়।'

'*আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স*-ও তার তাঁর লেখা, তাই না ?' এজেন্টের স্ত্রীর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। প্রথম উপন্যাসের পক্ষে অসাধারণ। তুখোড় সমালোচনা, বিশাল কাটতি—হার্ডকাভার এবং পেপারব্যাক দুটোতেই, সাহিত্য-পদক, সবকিছুই। এমনকি সিনেমাটাও বেশ ভালো হয়েছিল, যদিও বইটার মতো অত ভালো হয়নি। এমনকি ধারে কাছেও নয়।'

'বইটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল', লেখকের স্ত্রীর মন্তব্য, কথোপকথনটাকে তাঁর অপছন্দের বিষয় থেকে সরিয়ে আনার একটা চেষ্টা আর কি। তাঁর চাহনিতে ছিল বিস্মিত, প্রশান্ত একটা ভাব, যেন বহুক্ষণের চেষ্টায় একটা কিছু মনে পড়েছে। 'ঐটার পর তিনি আর কিছু লিখেছিলেন কি ? আমার যদ্দুর মনে পড়ে, *আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স* বইটা আমি কলেজে থাকতে পড়েছিলাম, সে তো... অ-নে-ক আগের কথা।'

BanglaBook.org

'আপনার বয়স কিন্তু সেসময় থেকে একদিনও বাড়েনি', এজেন্টের স্ত্রীর উ' মন্তব্য, যদিও মনে মনে তিনি ভাবছেন যে ভদ্র মহিলার হোল্টার বেশ ছোট এবং তিনি অত্যন্ত আঁটসাঁট সর্টস পরে আছেন।

'না, তারপর থেকে তিনি আর কিছুই লেখেননি', সম্পাদক বললেন। 'অবশ্য একটু আগে যে ছোটগল্পটার কথা আপনাদের বলেছি সেটা বাদে। তিনি আত্মহত্যা করলেন। তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'ও', তরুণ লেখকের স্ত্রী একটু হোঁচট খেলেন। আবার সেই কথা।

'ছোটগল্পটা কি প্রকাশিত হয়েছিল ?' তরুণ লেখকের প্রশ্ন।

'না, কিন্তু সেটা এ কারণে নয় যে লেখক মাথা খারাপ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে। এটা ছাপানো হয়নি কেননা *সম্পাদক* মাথা খারাপ হয়ে নিজেকে *প্রায়* মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন।'

এজেন্ট আরেক প্রস্থ ড্রিংকস্ নেয়ার জন্য উঠলেন, যদিও তার কোনো দরকার ছিল না। তিনি জানতেন যে ১৯৬৯-এর গ্রীষ্মে সম্পাদকের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল, *লোগানস্*-এর যখন গণেশ উল্টাল তখন থেকে বেশিদিন আগের কথা নয়।

'আমিই সেই সম্পাদক', সম্পাদক সাহেব ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দিলেন। 'এদিক দিয়ে দেখলে আমরা একসাথে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, রেগ থর্প আর আমি, যদিও আমি ছিলাম নিউ ইয়র্কে, সে ছিল ওমাহায়, এমনকি আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। তার বইটা বের হওয়ার ছ'মাসের মাথায় সে ওখানে চলে গিয়েছিল এবং তারপর সেখানেই... আর আমি গল্পের এদিকটা জানি কারণ তার স্ত্রীর সাথে আমার প্রায়ই দেখা হয় যখন সেই নিউ ইয়র্কে আসে। সে ছবি আঁকে, আর তার আঁকাটা বেশ ভালোই। মেয়েটার ভাগ্য খুব ভালো। আর একটু হলেই রেগ তাকে শেষ করে দিত।'

এজেন্ট ফিরে এসে বসে পড়লেন। 'আচ্ছা, আমার এখন একটু একটু মনে পড়ছে', তিনি বললেন। 'তার স্ত্রী-ই শুধু নয়, তাই না ? সে আরো দুজনকে গুলি করেছিল, তার মধ্যে একটা বাচ্চাও ছিল।'

'ঠিক', সম্পাদক সায় দিলেন। 'আসলে বাচ্চাটাই শেষে তাকে উস্কে দিয়েছিল।'

BanglaBook.org

'বাচ্চাটা তাকে উস্কে দিয়েছিল মানে ?' এজেন্টের স্ত্রী প্রশ্ন করলেন। 'কী বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি ?'

কিন্তু সম্পাদক সাহেবের মুখ দেখে মনে হলো তিনি যেন প্রশ্নটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না ; তিনি সব বলবেন ঠিকই, তবে প্রশ্ন শুনতে আগ্রহী নন।

'আমি আমার দিক্‌কার গল্পটা জানি কারণ আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী', ম্যাগাজিনের সম্পাদক বললেন। 'আমি ভাগ্যবানও বটে। শুধু ভাগ্যবান নয়, অত্যন্ত ভাগ্যবান। যারা নিজের মাথায় গুলি করে মরতে চায় তাদের ক্ষেত্রে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। আপনি হয়ত বলবেন যে এই পদ্ধতি একদম ত্রুটিহীন, ঘুমের বড়ি খাওয়া বা কব্জিতে ছুরি চালানোর চেয়ে অনেক ভালো এবং নিশ্চিত, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। যখন আপনি নিজের মাথায় গুলি চালাবেন তখন আপনি জানেন না যে কী ঘটতে যাচ্ছে। গুলিটা আপনার খুলি ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে আর কাউকে মেরে বসতে পারে। এটা খুলির পুরোটা বাঁক ঘুরে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কিংবা, এটা আপনার মগজের ভেতরেই থেকে যেতে পারে, হতে পারে আপনি বেঁচে থাকলেন কিন্তু অন্ধ হয়ে গেলেন। কেউ ৩৮ দিয়ে নিজের কপালে একটা গুলি চালানোর পরও নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করতে পারে। আবার কেউ ২২ দিয়ে কাজ সেরে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে নরকের মাঝখানে... যদি তেমন কোনো জায়গা আসলেই থাকে আর কি। আমি বিশ্বাস করি জায়গাটা পৃথিবীর কোথাও হবে, সম্ভবতঃ নিউজার্সিতে।'

লেখকের স্ত্রী প্রায় কান ফাটানো একটা হাসি উপহার দিলেন।

'আত্মহত্যার সবচেয়ে ত্রুটিমুক্ত এবং নিশ্চিত পদ্ধতি হলো অনেক উঁচু একটা বিল্ডিঙের ছাদ থেকে লাফ দেয়া, তবে তার জন্য বুকের পাটা থাকা দরকার। ভাবা যায় না, কী বলেন ?'

'কিন্তু আমার সহজ কথাটা হলো যখন আপনি একটা ফ্লেক্সিবল বুলেট দিয়ে নিজেকে শ্যুট করবেন, তখন ফলাফলটা কী দাঁড়াবে সে ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি অনিশ্চিত। আমার ক্ষেত্রে, আমি ব্রিজ থেকে

BanglaBook.org

পড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে আবিষ্কার করলাম নদীর পাশে আবর্জনার স্তূপে। একটা ফেরিওয়ালা গোছের লোক আমার পিঠে ভয়ংকরভাবে কিল মারছিল। সেই সাথে, আমার হাত ধরে এমনভাবে উপর-নিচে ঝাঁকাচ্ছিল যেন আমি ব্যায়াম করার কোনো যন্ত্র আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে ব্যায়াম বীর পালোয়ান হতে চায়। রেগের জন্য বুলেটটা ছিল প্রাণঘাতী। সে... ওহো, আমি আপনাদেরকে একটা গল্প বলছি অথচ আমি জানিই না যে গল্পটা আপনারা শুনতে চান কি না।'

তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিরস মুখগুলোর দিকে তাকালেন। এজেন্ট ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একবার চোখাচোখি হলো, এবং লেখকের স্ত্রী বলতে যাচ্ছিলেন যে তাঁর মতে মন-খারাপ-করা কথা যথেষ্ট হয়েছে, তখনই তাঁর স্বামী বললেন, 'গল্পটা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য বলতে যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে। মানে, ব্যক্তিগত সমস্যা তো থাকতেই পারে, তাই বলছিলাম।'

'গল্পটা আমি আগে কখনো বলিনি', সম্পাদক বললেন, 'কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য নয়। আসলে, উপযুক্ত শ্রোতা পাইনি বলে।'

'তাহলে শুরু করুন', লেখকের বললেন।

'পল–' তাঁর স্ত্রী তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। 'তোমার মনে হয় না–'

'এখন নয়, মেগ।'

সম্পাদক বলতে লাগলেন 'কোনোরকম চুক্তি বা বায়না ছাড়াই গল্পটা এসেছিল, আর সেসময় *লোগানস*-এ বায়না-বিহীন কোনো লেখা পড়া হতো না। যখন এরকম কোনো লেখা আসত, একটা মেয়ে সেগুলোকে ফিরতি খামে ভরে একটা নোটসহ ফেরত পাঠিয়ে দিত, নোটটি এরকম, 'ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং লেখা জমা পড়ার ক্রমবর্ধমান হারের তুলনায় সম্পাদকীয় বিভাগের অপ্রতুল জনবল হেতু ক্রমবর্ধমান অপারগতার কারণে বর্তমানে লোগনাস কোনো চুক্তি-বহির্ভূত পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে আর আগ্রহ প্রকাশ করছে না। আপনার লেখাটি অন্যত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা আপনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।' আগডুম-বাগডুমের বহরটা দেখেছেন ? একই বাক্যে তিন তিনবার

BanglaBook.org

'ক্রমবর্ধমান' শব্দটা ব্যবহার করা সোজা কথা নয়, কিন্তু তারা সেটা করে দেখিয়েছে।'

'আর ফিরতি খাম সাথে না থাকলে লেখাটার ঠিকানা হতো সোজা ওয়েস্ট বাস্কেটে', লেখক বললেন। 'তাই না ?'

'একদম ঠিক। এই ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দয়ামায়ার কোনো স্থান নেই।'

লেখকের চেহারায় অস্বস্তির একটা ছায়া লক্ষ করা গেল। ছায়াটা দেখে মনে হয় যেন তিনি একটা বাঘের গর্তে আটকা পড়েছেন যেখানে তাঁর চেয়েও বড় বড় বীরপুরুষের ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে আছে। লেখক সাহেব এখন পর্যন্ত একটা বাঘেরও মুখোমুখি হননি। কিন্তু তিনি পরিষ্কার অনুভব করতে পারলেন যে বাঘের দল তাঁকে ঘিরে ধরেছে এবং সেগুলোর থাবার ধার একটুও কমেনি।

'যাহোক', সিগারেট কেসটা বের করে সম্পাদক বললেন, 'গল্পটা হলো, আর সেই মেয়েটা যা করার তাই করল, বাতিল হয়ে যাওয়া লেখাটার প্রথম পাতায় পেপার ক্লিপ দিয়ে ঐ নোটটা আটকালো, তারপর সে যখন কাগজটা ফিরতি খামে ঢোকাতে যাবে তখন লেখকের নামে তার চোখ আটকে গেল। তার আসলে *অন্যারওয়ার্ল্ড ফিগার্স* বইটা পড়া ছিল। সেই শরতে সবাই বইটা পড়ে ফেলেছিল, নয়ত পড়ছিল, অথবা কেনার জন্য লাইন দিচ্ছিল।'

লেখকের স্ত্রী, স্বামীর আকস্মিক অস্বস্তির ভাবটা বুঝতে পেরে তাঁর হাতটা ধরলেন। লেখক সামান্য হাসলেন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। সম্পাদক সাহেব একটা সিগারেট বের করলেন। ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকা অন্ধকারের মধ্যে তার মুখের বন্য ভাবটা কারোর চোখ এড়াল না–চোখের নিচে ঝুলে পড়া চামড়া, অনেকটা কুমিরের মতো, চাপা দুটো গাল, প্রৌঢ় মুখমণ্ডল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সুঁচালো চিবুক, ঠিক যেন জাহাজের মাস্তুল। জাহাজটার নাম বার্ধক্য, লেখক ভাবলেন। কেউই এই জাহাজের সওয়ারী হতে চায় না, কিন্তু তারপরেও এটার প্রতিটি কামরা কানায় কানায় ভরতি। এমনকি গলুই-ও খালি নেই।

BanglaBook.org

সম্পাদক সাহেব সিগারেট ধরালেন, তারপর বেশ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে একটা টান দিলেন।

'সেদিন মেইলরুমের যে মেয়েটা গল্প ফেরত না পাঠিয়ে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল, এখন সে জি. পি. পুটনামস্ সন্সের ফুল এডিটর। তার নামে কিছু আসে যায় না ; যেটা আসে যায় সেটা হলো, জীবন নামের বিরাট অঙ্কখাতায় মেটোর জীবন-রেখা *লোগানস্* ম্যাগাজিনের মেইলরুমে সেদিন রেগ থর্পকে ছেদ করেছিল। তার রেখাটা ছিল ঊর্ধ্বগামী আর রেগের রেখাটা নামছিল নিচের দিকে। মেয়েটা তার বসের কাছে লেখাটা পাঠিয়ে দিল আর তার বস সেটা পাঠাল আমার কাছে। পড়ার পর মনে হলো অসাধারণ। গল্পটা ছিল আসলে বেশ বড়, কিন্তু খানিকটা চোখ বুলিয়ে আমি বুঝলাম এটার গোটা পাঁচশো শব্দ অনায়াসে খরচের খাতায় ফেলে দেয়া যেতে পারে। আর পাঁচশো শব্দ একেবারে কম নয়।'

'গল্পটা কী সম্পর্কে ?' লেখকের জিজ্ঞাসা।

'আপনার সেটা জিজ্ঞাসা না করলেও চলবে', সম্পাদক বললেন। 'পুরো ঘটনার সাথে এটা চমৎকারভাবে মিলে যায়।'

'মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ?'

'ঠিক তাই। কলেজ ক্রিয়েটিভ-রাইটিং কোর্সে সবার আগে কী শেখায় ? যা জান তাই নিয়ে লেখো। মাথা খারাপ হওয়ার ব্যাপারটা রেগ থর্পের জানা ছিল। এখানে একটা কথা আছে—আমেরিকা পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই চায় না একই বিষয়বস্তু ঘুরেফিরে বারবার আসুক, কারণ আমেরিকায় পাগল হওয়া সংক্রান্ত লেখা বিস্তর বেরিয়েছে। এটা বিশ-শতকের একটা জনপ্রিয় থিম। সব বড় বড় লেখক এই বিষয়টা নিয়ে একবার হলেও ঢুঁ মেরেছেন আর পাঠকেরাও যেসব লেখার একটা বড় অংশ পানিতে ফেলে দিতে আপত্তি করেননি। কিন্তু এই গল্পটা ছিল বেশ মজার। মানে, একেবারে দম ফাটানো হাসি যাকে বলে।'

'আমি ওরকম কোনোকিছু আগে কখনো পড়িনি, এখন পর্যন্ত পাইনি। সেটার সবচেয়ে কাছাকাছি কোনো কিছুর নাম করতে গেলে

BanglaBook.org

বলতে হয় এফ. স্কট ফিটজজেরল্ডের ছোটগল্পগুলোর কথা... আর গ্যাটস্‌বি। থর্পের গল্পটা যতই আগায়, তার মূল চরিত্রটার মাথা ততই খারাপ হতে থাকে, তবে পুরো ব্যাপারটায় হাস্যরসের কোনো অভাব নেই। আপনি অধিকাংশ সময় দাঁত বের করেই রাখবেন, আর এমন দুটো জায়গা আছে ঐ গল্পে–বিশেষ করে ঐখানটায় যেখানে নায়ক মোটা মেয়েটার মাথার উপর লেবুর জেলি ঢেলে দেয়–এক কথায় মারাত্মক, আপনি শব্দ করে হাসতে বাধ্য। কিন্তু হাসিটা একটু ভয় মেশানো, বুঝতেই পারছেন। হাসার পরপরই আপনার মনে হবে হাসিটাকে কেউ যেন অস্বস্তিকরভাবে লক্ষ করছে। হাসি এবং ভয়–এদুয়ের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে গল্পটাতে। আপনি যত হাসবেন, তত ভয় পাবেন। আর যত বেশি ভয় পাবেন, তত বেশি হাসবেন... যতক্ষণ না পর্যন্ত নায়ক তার সম্মানে দেয়া পার্টি থেকে বাসায় ফিরে স্ত্রী এবং শিশুকন্যাকে মেরে ফেলছে।'

'গল্পের প্লটটা কী ?' এজেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

'বললাম তো', সম্পাদকের জবাব, 'তাতে কিছু আসে যায় না। এটা শুধু এক তরুণের গল্প যে কি না তার সাফল্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। এরচেয়ে স্পষ্ট করে না বলাই ভালো। বিস্তারিত ব্যাখা-বিশ্লেষণ কখনোই খুব একটা আকর্ষণীয় হয় না।'

'যা বলছিলাম, আমি তাকে একটা চিঠি লিখলাম। 'প্রিয় রেগ থর্প, আমি কেবল দি ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট পড়লাম। আমার কাছে গল্পটা অসাধারণ মনে হয়েছে। সম্ভব হলে আগামী বছরের প্রথমদিকে এটা প্রকাশ করব বলে ঠিক করেছি। ৮০০ ডলার চলবে ? চুক্তি অনুসারে অর্থ পরিশোধ করা হবে। কম বা বেশি। এই প্যারা শেষ।'

সন্ধ্যার বাতাসটা সম্পাদক সাহেবের সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারি হয়ে আছে।

'নতুন প্যারা। 'গল্পটা একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে, আপনি যদি এটা থেকে পাঁচশোর মতো শব্দ বাদ দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো

BanglaBook.org

হয়। নাহলে অন্তত পক্ষে দুশো, যদি নিতান্তই কঠিন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে না হয় একটা কার্টুন কমিয়ে দেয়া যাবে।' প্যারা। 'চাইলে ফোন করতে পারেন।' আমার স্বাক্ষর। তারপর চিঠিটা গেল ওমাহায়।'

'আপনার তো দেখি দাড়ি-কমা-সুদ্ধ মনে আছে ; কীভাবে ?' লেখকের স্ত্রীর জিজ্ঞাসা।

'চিঠিপত্র আদান-প্রদানের যাবতীয় রেকর্ড রাখার জন্য আমার একটা আলাদা ফাইল ছিল', সম্পাদক বললেন। 'তার লেখা চিঠিগুলো, আমার গুলোর কার্বন–কপি-সব মিলিয়ে এই এতখানি হবে, সেগুলোর মধ্যে আবার তিন-চারটা ছিল তার স্ত্রী জেন থর্পের। আমি মাঝেমাঝে ফাইলটায় চোখ বুলিয়েছি। কোনো লাভ হয়নি অবশ্য। ফ্লেক্সিবল বুলেট বোঝার ব্যাপারটা অনেকটা মবিয়াস স্ট্রিপের কেন একটাই তল থাকতে পারে–সেইটা বোঝার মতো। কথাগুলো বলার জন্য এরচেয়ে ভালো শব্দ আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমার প্রায় সবই মনে আছে, দাড়ি-কমা-সুদ্ধ। মনে থাকতেই পারে। এমন অনেকেই আছে যারা স্বাধীনতার ঘোষণা অক্ষরে-অক্ষরে বলে দিতে পারবে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি পরদিনই সে আপনাকে ফোন করেছিল', এজেন্ট হাসতে হাসতে বললেন। 'ঠিক ?'

'না, সে ফোন করেনি। *আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স* বেরোনোর কিছুদিন পর থেকেই সে টেলিফোন ব্যবহার পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। তার স্ত্রী আমাকে বলেছে। তারা যখন নিউ ইয়র্ক থেকে ওমাহায় চলে যায়, তখন নতুন বাড়িতে একটা ফোনও ছিল না। তার মনে হয়েছিল, বুঝলেন, যে টেলিফোন সিস্টেম কারেন্টে চলে না বরং রেডিয়ামে চলে। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে যে দু-তিনটে ব্যাপার অত্যন্ত সফলভাবে গোপন করা হয়েছে, সে এটাকে তার একটা বলে মনে করত। তার স্ত্রীর কাছে সে দাবি করত যে ক্যান্সারের প্রকোপ এত বেড়ে যাওয়ার কারণ আর কিছু নয়–রেডিয়াম। সিগারেট, গাড়ির ধোঁয়া, শিল্পকারখানার বর্জ্য-এসব নাকি বিলকুল বাজে কথা। প্রতিটা টেলিফোনের হ্যান্ডসেটে একটা করে রেডিয়াম ক্রিস্টাল থাকে, যতবার আপনি ফোন ব্যবহার করবেন ততবার আপনার মাথায় গাদাখানিক রেডিয়েশন ঢুকবে।'

BanglaBook.org

'আসলেই বদ্ধ উন্মাদ', লেখকের মন্তব্য, সবাই হাসল।

'সে জবাব দিয়েছিল চিঠিতে', হ্রদের দিকে সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে সম্পাদক বললেন, 'তার চিঠিটা ছিল এরকম 'প্রিয় হেনরি উইলসন (অথবা শুধু হেনরি, যদি কিছু মনে না করেন), আপনার চিঠি পেয়ে আমি একইসাথে উত্তেজিত এবং কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী আমার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। টাকার অঙ্কটা ঠিকই আছে... যদিও সত্যি কথা বলতে গেলে আমার লেখা যে *লোগানস্* ছাপছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র প্রাপ্তি (কিন্তু টাকাও আমি নেবো)। আপনার করা কাটাকাটিগুলো দেখলাম, বোধহয় ঠিকই আছে। এতে আমার গল্পটার মান ভালো হবে বলেই আমি মনে করি আর সেই সাথে আপনার কার্টুন ছাপানোর জায়গাটাও থাকবে। শুভ কামনায়, রেগ থর্প।'

'তার স্বাক্ষরের নিচে কী যেন একটা অদ্ভুত হাবিজাবি আঁকানো ছিল। অনেকটা যেন পিরামিডের মধ্যে চোখের ছবি, যেমনটা ডলারের পিঠে ছাপা থাকে। কিন্তু তার নিচে নোভাস অর্ডো সেক্লোরাম-কথাটা পরিবর্তে লেখা ফর্নিট সাম ফর্নাস।'

'ল্যাটিন-ট্যাটিন কিছু হবে হয়ত', এজেন্টের স্ত্রীর মন্তব্য।

'রেগ থর্পের পাগলামির একটা নমুনা মাত্র', বললেন সম্পাদক, 'তার স্ত্রীর কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে সে এক ধরনের অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করা শুরু করেছে–ঐ রূপকথার গল্পের দৈত্য-দানো আর জিন-পরি টাইপের জিনিস আর কি। সে ফর্নিট নামে এক প্রজাতির ছোট সাইজের মানুষে বিশ্বাস করে। তার ধারণা, ফর্নিটরা সৌভাগ্য দাতা এবং তার টাইপরাইটারের মধ্যে একটা ফর্নিটা বাসা বেঁধেছে।'

'ও মাই গড', বললেন লেখকের স্ত্রী।

'থর্পের মতে, প্রতিটি ফর্নিটের কাছে পিচকারির মতো একটা যন্ত্র আছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা নাকি সৌভাগ্য-মেশানো ধুলা ছুড়ে মারে। ঐ সৌভাগ্য–মেশানো ধুলা–"

BanglaBook.org

'কে বলে ফর্নাস', লেখক বাক্যটা শেষ করলেন। মুখে তার আকর্ণ বিস্তৃত হাসি।

'হ্যাঁ। তার স্ত্রীর কাছেও ব্যাপারটাকে বড় অদ্ভুত মনে হয়েছিল। শুরুর দিকে। আসলে সে প্রথমে ভেবেছিল–দুবছর আগে *আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স*– লেখার সময়, যখন থেকে থর্প ফর্নিটে বিশ্বাস করা শুরু করে–রেগ তার সাথে স্রেফ ফাজলামো করছে। হয়ত প্রথমদিকে তা-ই ছিল। তারপর একটা সামান্য বাতিক থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নিল কুসংস্কার আর সেটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল একটা শিকড়-গেঁড়ে-বসা অন্ধবিশ্বাসে। এটা ছিল... একটা ফ্লেক্সিবল কল্পনা। যার শেষটা কঠিন। বড়ই কঠিন।' কারো মুখে কোনো কথা নেই। হাসির ভাবটাও কোথায় জানি মিলিয়ে গেছে।

'ফর্নিটগুলোর কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ছিল', সম্পাদক বলতে লাগলেন। 'নিউ ইয়র্কে তাদের শেষ দিনগুলোতে থর্পের টাইপরাইটারটা প্রায়ই দোকানে পাঠাতে হতো, ওমাহাতে যাওয়ার পর আরো বেশি বেশি করে দোকানে পাঠানো লাগছিল। সেখানে গিয়ে প্রথমবারের মতো যখন সেটা ঠিক করতে পাঠানো হলো তখন থর্প বই বাঁধাইয়ের একটা যন্ত্র কিনল। টাইপরাইটারটা ফেরত পাওয়ার কিছুদিন পর ডিলারশিপ ম্যানেজার রেগকে জানাল যে, বাঁধাই-যন্ত্র আর টাইপরাইটার পরিষ্কার করা বাবদ তিনি তাকে একটা বিল পাঠাবেন।'

'সমস্যাটা কী ?' এজেন্টের স্ত্রীর প্রশ্ন।

'বোধহয় আমি জানি', লেখকের স্ত্রী বললেন।

'খাবার ভরতি ছিল সেটা', বললেন সম্পাদক। 'কেক আর বিস্কুটের ছোট ছোট টুকরো। বাদামজাত মাখন পুরো কিবোর্ডে লেপ্টানো। রেগ আসলে তার টাইপরাইটারের ফর্নিটটাকে খাওয়াচ্ছিল। বাঁধাই-যন্ত্রটাও সে বাদ দেয়নি, পাছে ফর্নিটটা বাসা বদল করে ফেলে।'

'এ্যাঁ', লেখক বললেন।

'সেই মুহূর্তে আমি এসবের কিছুই জানতাম না, বুঝতেই পারছেন। আমি তার চিঠির উত্তরে লিখলাম যে আমি কতটা খুশি হয়েছি। আমার সেক্রেটারি চিঠিটা টাইপ করে সই করার জন্য আমার কাছে দিল,

BanglaBook.org

তারপর কী একটা কাজে সে একটু বাইরে গেল। আমি সই করে বসে আছি, তার ফেরার নাম নেই। তখন সত্যিকার অর্থে কোনো কারণ ছাড়াই আমি আমার স্বাক্ষরের নিচে ঠিক ঐরকম একটা ছবি এঁকে দিলাম। পিরামিডের মধ্যে চোখ। সেই সাথে ফর্নিট সাম ফর্নাস। একটা পাগলামি করলাম আর কি। সেক্রেটারি সেটা দেখে জানতে চাইল চিঠিটা এভাবেই পাঠাবে কি না। আমি এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালাম যার অর্থ, তোমার যা মনে হয় করো।'

'দুদিন পর জেন থর্প আমাকে ফোন করল। সে আমাকে বলল যে আমার চিঠিটা নাকি রেগকে বেশ উত্তেজিত করেছে। রেগ ভাবছে এতদিনে তার মনের মতো একটা লোক পাওয়া গেল... এমন কাউকে, যে ফর্নিট সম্পর্কে জানে। দেখলেন তো কেমন বিদঘুটে একটা পরিস্থিতি ? সেই মুহূর্তে আমি ফর্নিটের ফ-ও জানি না, সেটা একটা বাঁহাতি রেঞ্চ থেকে শুরু করে আপেল কাটার ছুরি যে কোনোকিছু হতে পারে। ফর্নাসও তথৈবচ। আমি জেনকে ব্যাখ্যা করলাম যে আমি কোনোকিছু না জেনে বা না বুঝেই রেগে নকশাটা কপি করেছি। সে জানতে চাইল– কেন, আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম, যদিও উত্তরটা হতে পারত– চিঠিতে সই করার সময় আমি মাতাল ছিলাম বলে।

তিনি একটু বিরতি দিলেন, উঠানে একটা অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল। চারপাশে চোখ মেলে আকাশ, হ্রদ, গাছপালা প্রভৃতি দেখতে লাগলেন সকলে, যদিও সেগুলোতে লক্ষ করার মতো ব্যাপার এক-দু মিনিট আগে যতটা ছিল এখন তার চেয়ে বেশি নয়।

'প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ামাত্র আমি মদ ধরেছি, এটা আমার পক্ষে বলা মুশকিল যে কখন থেকে নেশাটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তবে এটুকু বলতে পারি মদ আমাকে সহজে কাত করতে পারে না। লাঞ্চে ড্রিংকটা শুরু হবে, তারপর একরকম টলতে টলতেই *এল ব্লোটো* অফিসে এসে বসব। এতে কাজ করতে আমার কোনো সমস্যাই হয় না। কাজের শেষে একটু আধটু খাই–বাসায় ফেরার পথে ট্রেনে একবার, তারপর বাসায় ফিরে আরেকবার–সেটাই আমাকে সত্যিকার অর্থে লাইনচ্যুত করে ফেলে।'

BanglaBook.org

'আমার স্ত্রী আর আমার মধ্যে কিছু সমস্যা ছিল, সেগুলো ঠিক ড্রিংকস্ করার সাথে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু ড্রিংকস্ করার কারণেই সমস্যাগুলো ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছিল। অনেকদিন ধরেই সে আমার সাথে আর থাকবে না বলে যাব যাব করছিল, আর রেগ থর্পের গল্পটা আসার একসপ্তাহ আগে সে সত্যিই চলে গেল।'

'থর্পের গল্পটা যখন আসল তখন ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আমি মহাঝামেলার মধ্যে ছিলাম। মদ খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার তখন যাকে বলে মিড-লাইফ ক্রাইসিস চলছে, হালফ্যাশানের শব্দ। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবন–দুটোর ব্যাপারেই আমি তখন চূড়ান্ত হতাশায় ভুগছি। আমার ছাপানো গল্পগুলোর পাঠক কারা ? ভীতু দন্তরোগী, অলস দুপুরে একাকী গৃহিণী, একঘেঁয়ে কলেজছাত্র ! এটাকে কি মহৎ পেশা বলা যায় ? এইসব সাত পাঁচ ভাবছি আর মনে হচ্ছে, *লোগানস্* আর কয়দিনই বা টিকবে–ছ'মাস, না হয় দশমাস, বড়জোর চৌদ্দমাস।'

'হতাশা ভরা মাঝবয়সের নীরস শারদ প্রকৃতিতে এক পাকা লেখকের পাকা গল্পের আকস্মিত আবির্ভাব, তারুণ্যের উদ্যমে উদ্ভাসিত আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাগলামির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। এ যেন বহু প্রতীক্ষিত সূর্যকিরণ। আমি বুঝতে পারছি, যে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শেষে তার স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে হত্যা করে, সেই গল্প সম্পর্কে এতসব ভারি ভারি মন্তব্য শোভা পায় না। কিন্তু আপনি যেকোনো সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন, একজন সম্পাদকের কাছে সবচেয়ে খুশির ব্যাপার হলো সেই গল্প বা উপন্যাস যা তিনি কল্পনাও করেননি অথচ তার ডেস্কে সেটা বড়দিনের বিশাল উপহারের মতো হাজির হয়ে গেছে। দেখুন, শার্লি জ্যাকসনের সেইদি লটারি গল্পটা বোধহয় সবার জানা। সেটার ফিনিসিং আপনার সবচেয়ে বাজে কল্পনার চাইতেও পানসে। মানে, হাসিখুশি ভদ্রমহিলাটিকে তারা পাথর ছুড়ে হত্যা করে। তার নিজের ছেলেমেয়েও সেই হত্যাকাণ্ডে শামিল হয়। কিন্তু তার গল্প বলার যে স্টাইল, যে বাচনভঙ্গি, অসাধারণ... আর আমি তো বাজি ধরে বলতে পারি, নিউ ইয়র্কার-এর

BanglaBook.org

সম্পাদক, যিনি ঐ গল্পটার প্রথম পাঠক, সেইরাতে শীষ দিতে দিতে বাড়ি ফিরেছিলেন।'

'আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, থর্পের গল্পটা ছিল আমার জীবনে সেই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো জিনিস। বলা যায় একটামাত্র ভালো জিনিস। আর তার স্ত্রী সেদিন ফোন করে আমাকে যা বলল সেই হিসেবে, গল্পটার ব্যাপারে আমার সম্মতি তার পক্ষেও বহুদিন পর একটা ভালো জিনিস হিসেবে গণ্য হয়েছিল। লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক সবসময়ই অনেকটা পারস্পরিক পরজীবিতার মতো, কিন্তু আমার আর রেগের বেলায় সেই পরজীবিতার মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল।'

'জেন থর্পের ব্যাপারে ফিরে যাওয়া যাক', লেখকের স্ত্রী বললেন।

'ঠিক, আমি তাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটু সরিয়ে রেখেছি, তাই না ? ফর্নিটের ব্যাপারে তার খানিকটা রাগ ছিল। প্রথম প্রথম। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি কোনোকিছু জেনে-বুঝে রেগের চোখ-পিরামিড নকশাটা আঁকিনি, সেজন্য ক্ষমাও চেয়েছিলাম।'

'তার রাগটা কেটে গেলে পরে সে আমার কাছে সমস্তটা খুলে বলল। সে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল, কথা বলার জন্য কাউকে তার খুব দরকার ছিল। আত্মীয়-স্বজন বলতে তার কেউই ছিল না, আর তার বন্ধুরা সব ছিল নিউ ইয়র্কে। রেগ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিত না। সে বলত, তারা সব নাকি ট্যাক্সের লোক, নয়ত এফ.বি.আই অথবা সি.আই.এ। তারা ওমাহাতে আসার অল্প কিছুদিনের মাথায় একটা ছোট্ট মেয়ে এসেছিল গার্ল স্কাউট কুকি বিক্রি করতে। রেগ প্রচণ্ড এক চিৎকার করে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিল, সে নাকি খুব ভালো করে জানে যে মেয়েটা কেন এসেছে, এইসব বকবক করতে লাগল। জেন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। মেয়েটার বয়স মোটে দশ বছর, ওইটুকু মেয়ে কী-বা ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু রেগ কি আর সেকথা শুনবে ! তার কথা হলো, ট্যাক্সের লোকদের নাকি হৃদয় বলতে কিছু নেই, তাদের কাণ্ডজ্ঞান শূন্যের কোঠায়। তাছাড়া, ছোট মেয়েটা নাকি মানুষ না হয়ে রবোটও হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুশ্রম আইনে কোনো সমস্যা হবে না। ট্যাক্সের লোকেরাই হয়ত রবোটটাকে এটা দেখতে পাঠিয়েছে যে

BanglaBook.org

সে কিছু গোপন করছে কি না... আর সেই সাথে খানিকটা ক্যান্সার–সৃষ্টিকারী রশ্মি তার দিকে ছুড়ে দিতে।'

'অবিশ্বাস্য', এজেন্টের স্ত্রীর মন্তব্য।

'জেন একজন বন্ধু খুঁজছিল আর আমাকেই সে প্রথম খুঁজে পেল। প্রথম, গার্ল স্কাউটের ঘটনাটা শুনলাম, জানালাম সে কীভাবে ফর্নিট পোষে, খাওয়ায়, আরো জানলাম ফর্নাস সম্পর্কে, বুঝলাম রেগ কেন টেলিফোন ব্যবহার করতে চায় না। পাঁচ ব্লক দূরে একটা ওষুধের দোকানে টেলিফোন বুথ থেকে সে আমার সাথে কথা বলছিল। সে আরো বলল যে তার আসল ভয়টা হলো, রেগ সত্যিকার অর্থে যা নিয়ে উদ্বগ্ন সেটা কোনো ট্যাক্সের লোক, এফ.বি. আই বা সি.আই. এ নয়। তার মতে রেগ নাকি আসলে ভয় পাচ্ছে *তাদেরকে*–কিছু অজ্ঞাতনামা গুণ্ডাগোছের লোক, তাদের একটা গ্রুপ আছে, রেগের প্রতি ঈর্ষান্বিত, যে কোনো মূল্যে তারা রেগের ক্ষতি করতে চায়–তার ফর্নিটের ব্যাপারে তারা জেনে গেছে এবং ওটাকে তারা মেরে ফেলবে। ফর্নিটটা যদি মারা যায় তাহলে গল্প-উপন্যাস কোনোকিছুই আর হবে না। দেখলেন তো ? পাগলামি কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী। *তারা* তাকে ধরেই ছাড়বে। শেষ পর্যন্ত, তারা নামক সেই জুজু বলতে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকেও আর বোঝানো হচ্ছে না, যারা কি না তার *আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স*-এর চরম কাটতির সময় তার পেছনে লেগেছিল। *তারা* মানে শুধু তারাই। নিখাঁদ পাগলামির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারা তার ফর্নিটটাকে মেরে ফেলতে চায়।'

'মাই গড, তারপর আপনি তাকে কী বললেন ?' এজেন্টের প্রশ্ন।

'আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম', সম্পাদক বললেন। 'আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন, লাঞ্চে রীতিমতো ড্রিংকস্ করে সবেমাত্র ফিরেছি, এমন সময় সুদূর ওমাহার এক ওষুধের দোকান থেকে এক আতঙ্কিত মহিলার ফোন, আর আমি তাকে অভয় দিচ্ছি, তার স্বামী যে মনে করে টেলিফোন রেডিয়াম থাকে–এতে চিন্তার কিছু নেই, কেউ তার বারোটা বাজানোর জন্য রবোট-মেয়ে পাঠাচ্ছে–এতেও চিন্তার কিছু নেই, তার মানসিক অবস্থা প্রতিভাকে অতিক্রম করে এমন

BanglaBook.org

পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সে ভাবছে তার টাইপরাইটারের মধ্যে একটা ছোট্ট মানুষ বাস করে–এতেও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।'

'আমার মনে হয় না আমার কথাগুলো তাকে খুব একটা আশ্বস্ত করেছে।'

'সে আমাকে অনুরোধ করল–না না, মিনতি করল–যাতে আমি তার স্বামীর সাথে গল্পটা নিয়ে কাজ করি, আর গল্পটা যেন ছাপানো হয়। সে যত কিছুই করুক, 'দি ফ্লেক্সিবল বুলেট' ছিল ঐ বস্তুর সাথে রেগের সর্বশেষ যোগাযোগের নিদর্শন, যেটাকে আমরা হাস্যকরভাবে বাস্তবতা নামে ডাকি।'

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে রেগ যদি আবার ফর্নিটের কথা বলে তাহলে কী করব। সে বলল, 'প্রশ্রয় দেবেন'। সে ঠিক এটাই বলেছিল–প্রশ্রয় দেবেন। তারপর লাইনটা কেটে দিল।'

'তার পরদিন মেইলরুমে রেগের একটা চিঠি এল–পাঁচ পাতা, টাইপ করা, ঝরঝরে। প্রথম প্যারা ছিল গল্পটার ব্যাপারে। পরের প্যারায় লিখেছে যে খসড়ায় কাজ ভালোই এগোচ্ছে। সাতশোটার মতো শব্দ ছেঁটে ফেলতে পারবে বলে তার বিশ্বাস, তাহলে আড়ে দশ হাজার থেকে শব্দসংখ্যা কমে দাঁড়াবে চেপেচুপে ন'হাজার আড়াইশোতে।'

'চিঠির বাকি অংশ জুড়ে খালি ফর্নিট আর ফর্নাস। তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, এবং ডজনখানিক প্রশ্ন।'

'পর্যবেক্ষণ ?' লেখক সামনে ঝুঁকে পড়লেন। 'সে আসলে ওগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল, নাকি ?'

'না', সম্পাদক বললেন। 'প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছিল না ঠিকই, কিন্তু... জানেন তো, প্লুটোকে দেখতে পাওয়ার অনেক আগে থেকেই জ্যোতির্বিদরা ওটার অস্তিত্ব দাবি করে আসছিলেন। নেপচুনের কক্ষপথ থেকে হিসেব-নিকেশ করে তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে ওখানে একটা কিছু অবশ্যই আছে। রেগ তার ফর্নিটের ব্যাপারটা ঐভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। তারা রাতে খেতে পছন্দ করে। সে লিখেছিল, আমি কি সেটা খেয়াল করেছি ? সারাদিনই সে খাবার দেয় কিন্তু তার সিংহভাগ উধাও হয়ে যায় রাত আটটার পরে।'

BanglaBook.org

'হ্যালুসিনেশন ?' লেখকের জিজ্ঞাসা।

'না', সম্পাদকের উত্তর।' রেগ যখন সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরোত তখন তার স্ত্রী টাইপরাইটার থেকে যতটা সম্ভব খাবার-দাবার পরিষ্কার করে ফেলত। প্রতিদিন সে বের হতো ন'টার দিকে।'

'মেয়েটার আস্পর্ধা তো কম নয়', এজেন্টের কণ্ঠে বিরক্তি তাঁর বিশাল বপুটা নিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'সে আপনাকে এক কথা বলছে, আর ওদিকে তার স্বামী কল্পনার ইন্ধন যোগাচ্ছে। বাহ্।'

'আসলে ব্যাপারটা আপনি ঠিক ধরতে পারেননি যে কেন সে আমাকে ফোন করল আর কেনই বা সে এত উদ্বিগ্ন', শান্ত স্বরে কথাগুলো বললেন সম্পাদক সাহেব। তিনি লেখকের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন, মেগ।'

'হয়ত', বললেন তিনি। তারপর স্বামীর দিকে একবার তাকালেন। তাঁর চাহনিতে অস্বস্তির আভাস। 'তার স্বামীর অন্ধবিশ্বাসকে ইন্ধন যোগানোর জন্য আপনার উপর সে মোটেও রাগ করেনি, বরং তার ভয় ছিল আপনি ঐ কল্পনার জগৎটা তছনছ করে না দেন।'

'সাবাস।' সম্পাদক সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। 'এবং ঠিক একই কারণে সে খাবারগুলো পরিষ্কার করত। খাবার যদি টাইপরাইটারের উপর ক্রমাগত জমা হতে থাকত, রেগ ভাবত তার ফর্নিট হয় মরে গেছে নয়ত চলে গেছে। ফর্নিট যদি না থাকে, ফর্নাসও থাকবে না। তার অর্থ, লেখাও আর চলবে না। এখানে... '

সম্পাদক যেন তাঁর কথাগুলো সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিলেন। তারপর আবার শুরু হলো তাঁর কথা :

'সে ভাবত ফর্নিটরা বুঝি নিশাচর। তারা কোলাহল পছন্দ করে না–সে লক্ষ করেছিল যে রাতে পার্টির হই-হুল্লোড়ের পর সকালে সে মোটেই লিখতে পারে না–তারা টিভিও পছন্দ করে না, রেডিয়াম তো নয়ই। রেগ তাদের টিভিটা গুডউইলের কাছে মোটে কুড়ি ডলারে বেচে দিয়েছিল, আর তার রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়িটা সে কবেই বাদ দিয়েছে। তারপর সেই প্রশ্নগুলো। আমি কী করে ফর্নিটের ব্যাপারে

BanglaBook.org

জানলাম ? আমার বাসায়ও কি একটা ফর্নিট আছে ? যদি থাকে, তবে এ ব্যাপারে আমার কী মতামত ? বোধ হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব না বললেও চলবে। আপনি যদি এমন কাউকে পান যে আপনার মতো একই জাতের কুকুর পোষে তাহলে আপনি তাকে যেসব প্রশ্ন করবেন সে ঐ চিঠিতে আমাকে ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই করেছিল। আমার চিঠির নিচে সেই হিজিবিজি নকশাটাই হলো সেই চাবি যা কি না এক অভিশপ্ত এবং বিস্ময়কর জাদুর বাক্সের ডালা আমার সামনে খুলে দিয়েছিল।'

'আপনি উত্তরে কী লিখলেন ?' এজেন্টের প্রশ্ন।

সম্পাদক ধীরে ধীরে বললেন, 'ঐখানেই তো যত সমস্যার শুরু। আমাদের দুজনে জন্যেই। জেন বলেছিল, 'প্রশ্রয় দেবেন,' আমি তাই করলাম। দুর্ভাগ্যবশত একটু বেশিই করে ফেলেছিলাম। বাসায় বসে তার চিঠির উত্তর লিখছিলাম, তখন আমি বেশ মাতাল। অ্যাপার্টমেন্টটা কেমন ফাঁকা লাগছে। সিগারেটের ধোঁয়ার একটা বোঁটকা গন্ধ, আলো-বাতাসের বড় অভাব। স্যান্ড্রা চলে যাওয়ার পর থেকে এ অবস্থা। সোফার কুশনের কাপড়গুলো কোঁচকানো। সিঙ্কে একগাদা এঁটো বাসন কোসন, এই আর কি। গৃহস্থালিতে অনভ্যস্ত এক মধ্যবয়সী লোকের যে দশা হয়।'

'টাইপরাইটারে একতাড়া কাগজ ঢুকিয়ে বসে বসে ভাবছি *আমার ফর্নিট দরকার। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন। এই অসহ্য রকম নিঃসঙ্গ বাড়িটার এমাথা থেকে ওমাথা ফর্নাস ছড়াতে হবে। সেই মুহূর্তে আমি এতটাই মাতাল ছিলাম যে থর্পের ঐ অলীক কল্পনার জন্য তার প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছিল।*'

'আমি বললাম যে আমারও একটা ফর্নিট আছে, বুঝতেই পারছেন। রেগকে আমি আরো বললাম যে তারটা আর আমারটার মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে। নিশাচর। কোলাহল পছন্দ করে না, তবে বাক এন্ড ব্রাহমস্ শুনতে ভালোবাসে... আসলে ওদের মিউজিক শুনলে পরে আমার কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে হয়। আর কার্সচ্নার'স বলঙ্গার স্বাদ তার কাছে বিশেষভাবে প্রিয়... রেগ এটা দিয়ে দেখেছে কি ? আমি

BanglaBook.org

ওটার ছোট ছোট টুকরো স্ক্রিপ্টের কাছে– যেটা সবসময় আমার সাথে থাকে, আমার সম্পাদকীয় নীল পেন্সিল বলা যায়–ছড়িয়ে রাখি আর সকালে উঠে দেখা যায় তার অনেকটাই হাওয়া হয়ে গেছে। যদি না, যেমনটা রেগ বলেছিল, রাতে খুব বেশি হই-হট্টগোল হয়। আমি তাকে বললাম যে রেডিয়ামের ব্যাপারে জানতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি, যদিও আমার অন্ধকারে জ্বলা কোনো হাতঘড়ি নেই। আমি তাকে জানালাম যে আমার ফর্নিটটা আমার কাছে কলেজের সময় থেকে আছে। এভাবে আমার নিজস্ব আবিষ্কার আর কল্পনা আমাকে এতটাই পেয়ে বসল যে তা দিয়ে প্রায় ছ'পাতা ভরিয়ে ফেললাম। শেষের প্যারায় এসে গল্প সংক্রান্ত এই সেই দুটো কথা বললাম, গৎবাঁধা নিয়ম রক্ষা আর কি, তারপর স্বাক্ষর।'

'আর স্বাক্ষরের নিচে– ?' প্রশ্ন করলেন এজেন্টের স্ত্রী।

'আলবাৎ। ফর্নিট সাম ফর্নাস।' তিনি থামলেন। 'অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, আমি কিন্তু এখন লজ্জায় লাল হয়ে গেছি। সেই মুহূর্তে ছিলাম এমন মাতালের মাতাল... কাজটা ঠিক হলো কি না সেই চিন্তা ভোরের দিকে আমার মাথায় একবার বোধহয় উঁকি দিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গেছে।'

'তার মানে আগের দিন রাতেই আপনি চিঠিটা পোস্ট করে দিয়েছিলেন ?' লেখক বিড়বিড় করে বললেন।

'হ্যাঁ তাই। আর তারপর, দেড় সপ্তাহ ধরে আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। একদিন পাণ্ডুলিপিটা এসে পৌঁছাল, আমার ঠিকানায়, সাথে চিঠি-টিঠি কিছু নেই। আমরা যেভাবে যেভাবে ঠিক করেছিলাম, কাটাকাটিগুলো সেভাবেই করা হয়েছে, গল্পটা সবদিক দিয়ে একদম পারফেক্ট মনে হলো, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা... যাহোক, সেটা ব্রিফকেসে করে বাসায় নিয়ে আসলাম, নিজেই পুরোটা আবার টাইপ করলাম। হলুদ রঙের উদ্ভট কিছু দিয়ে ওটা আগাগোড়া মাখানো ছিল। ভাবলাম... "

'প্রস্রাব ?' এজেন্টের স্ত্রীর জিজ্ঞাসা।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আসলে তা নয়। আর বাসায় ফিরে দেখি, মেইলবক্সে রেগের একটা চিঠি অপেক্ষা করছে। এবার দশ পাতা। চিঠির একটা অংশে হলুদ-রং-রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। সে কার্সচ্‌নার'স বলঙ্গা পায়নি, বদরে জর্ডান'স দিয়ে দেখেছে।'

'সে বলল ওটা নাকি তাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। বিশেষ করে সরিষার সাথে।'

'চিঠিতে আর কী ছিল ?' এজেন্টের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন। পুরো ব্যাপারটা তাঁকে ক্রমেই আরো বেশি আকৃষ্ট করছে, আর এখন তিনি তাঁর দশাশই পেটটার উপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছেন যে সেটা দেখে লেখকের স্ত্রীর স্লুপির কথা মনে পড়ল, যে তার ডগহাউসের উপর শকুনের মতো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল।

'এইবার গল্পের ব্যাপারে মোটে দু লাইন। চিঠির পুরোটা জুড়ে শুধু ফর্নিট... আর আমি। বলঙ্গার আইডিয়াটা নাকি চরম হয়েছে। র‍্যাক্‌ন্‌-এর নাকি সেটা খুবই পছন্দ হয়েছে, আর সে কারণে... "

'র‍্যাক্‌ন্‌ ?' জিজ্ঞাসা করলেন লেখক।

'সেটা তার ফর্নিটের নাম', সম্পাদক বললেন। 'র‍্যাক্‌ন্‌। বলঙ্গার কারণে র‍্যাকন্‌ তার গল্পের পুনর্লিখনে একেবারে উজাড় করে সাহায্য করেছে। চিঠির বাকি অংশটা ছিল পাগলামি আর প্রশস্তিতে ঠাসা। এমন চিঠি জিন্দেগিতে কেউ কখনো পেয়েছে বলে মনে হয় না।'

'রেগ আর র‍্যাক্‌ন্‌... ছিঁড়িবে না কভু এই বাঁধন।'একথা বলে লেখকের স্ত্রী ফিক্‌ করে হেসে দিলেন ভয়ে ভয়ে।

'কী যে বলেন', সম্পাদক বললেন। 'এই সম্পর্কটা নিতান্তই পেশাদারি। তাছাড়া র‍্যাক্‌ন্‌ পুরুষ।'

'ও, আচ্ছা, তাহলে চিঠিটার ব্যাপার বলুন।'

'এটা অবশ্য আমার লাইন-বাই-লাইন মুখস্থ নেই। আমার যে এটা ঐভাবে মনে নেই সেটা আপনাদের জন্যেও একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে। অস্বাভাবিক কোনোকিছু একটা নির্দিষ্ট সময় পর আর ভালো লাগে না। ডাকপিয়ন বেচারা নাকি একজন সি.আই.এ। খবরের কাগজের হকার হলো এফ.বি. আই ; রেগ তার কাগজের বান্ডিলের

BanglaBook.org

মধ্যে সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার দেখতে পেয়েছে। তার পড়শির সব স্পাই বা ঐ জাতীয় কিছু হবে ; তাদের ভ্যানগাড়িতে নাকি নজরদারি করার যন্ত্রপাতি লাগানো আছে। কাছের স্টোরটাতে সে আর যেতে পাচ্ছে না কেননা দোকানের মালিক একটা মানুষরূপী রোবট। সে আগেই এটা সন্দেহ করেছিল বলল, কিন্তু এখন একদম নিশ্চিত। তার মাথার যেখানটায় টাক পড়ে যাচ্ছে সেখানটায় নাকি সে বেশ ক'টা তার দেখতে পেয়েছে। আর তার বাড়িতে রেডিয়ামের হার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে ; রাতের বেলায় সারা বাড়িতে একটা হাল্কা সবুজ আভা দেখা যায়।'

'তার চিঠিটা শেষ হয়েছিল এভাবে 'হেনরি, আশা করি আপনি উত্তরে আপনার অবস্থা (আর আপনার ফর্নিটেরটাও) সম্পর্কে আমাকে অবগত করবেন, শত্রুর ব্যাপারটা যেন খেয়াল থাকে। আমার বিশ্বাস, আপনার সাথে আমার যোগাযোগ হওয়ার ব্যাপারটা কাকতালীয়তার চাইতেও বেশি কিছু। এ যেন সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে প্রাণদায়ী (ঈশ্বর ? দৈবাৎ ভাগ্য ? আপনি যা খুশি বলতে পারেন) এক আশীর্বাদ।'

'হাজারো শত্রুর বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ একা একা লড়াই করা যায় না। আর শেষে যখন বুঝলাম যে আমি আসলে একা নয়... এটা বললে কি খুব বেশি বলা হবে যে মহাধ্বংস এবং আমার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ? সম্ভবত না। আমাকে অবশ্যই জানতে হবে যেসব শত্রু র‍্যাক্‌ন্‌-এর পিছনে লেগেছে, ঠিক তারাই আবার আপনার ফর্নিটের পেছনে লেগেছে কি না ? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি কীভাবে সামলাচ্ছেন ? যদি তা না হয়, তাহলে কি বলতে পারবেন যে *কেন তা নয়* ? আমি আবার বলছি, *আমাকে অবশ্যই জানতে হবে*।'

'চিঠির স্বাক্ষরের সাথে ছিল ফর্নিট সাম ফর্নাসের নকশা, আর তারপর একটা পুনশ্চ। একটামাত্র বাক্য। কিন্তু মারাত্মক। পুনশ্চে বলা ছিল : 'মাঝে মধ্যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে মনে কিছু প্রশ্ন জাগে।'

BanglaBook.org

'চিঠিটা আগাগোড়া তিনবার পড়লাম। সেটা করতে গিয়ে পুরো এক বোতল ব্ল্যাক ভেলভেট ফাঁকা করে ফেললাম। চিঠিটার উত্তর দেয়ার ব্যাপারে আমার কী কী বিকল্প থাকতে পারে তা হিসেব করতে লাগলাম। এটা যে একটা ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গল্পটার কারণে তার সাথে এতদিন আটকে ছিলাম, কিন্তু এখন তো গল্পের কাজ শেষ। এখন তার সাথে সম্পর্ক রাখব কি রাখব না সেটা আমার উপর নির্ভর করছে। কথায় যুক্তি আছে, কারণ এই পুরো ব্যাপারটা তো শুরু হয়েছে আমার থেকেই।'

'বাড়ির এমাথা থেকে ওমাথা পায়চারি করতে লাগলাম। সব প্লাগ খুলে ফেলতে শুরু করলাম। আমি অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় ছিলাম, ভুলে যাবেন না, আর এরকম অবস্থায় এমন অভূতপূর্ব কিছু আইডিয়া মাথায় চলে আসে যা স্বাভাবিক অবস্থায় আসত না। এজন্যই সম্পাদক এবং আইনজীবীরা লাঞ্চের সময় চুক্তির ব্যাপারে কথা বলার আগে তিন প্রস্থ ড্রিংকস্ করে নেয়।'

এজেন্ট কর্কশ শব্দে কিছুটা হাসলেন, তবে এতে পরিবেশ মোটেও হালকা হলো না।

'এটাও মনে রাখবেন যে রেগ থর্প কিন্তু যা-তা লেখক নয়। সে যা কিছু বলে তার সবই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। এফ.বি.আই.। সি.আই.এ.। ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। *তারা। শত্রুরা।* কোনো কোনো লেখক তাঁর গল্পের ঘটনা এবং চরিত্রগুলো তীব্রভাবে অনুভব করার একটা প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। এমন ক্ষমতা স্টেইনবেকের ছিল, হেমিংওয়েরও ছিল, ছিল রেগ থর্পের মধ্যেও। আপনি যখন তাঁর জগতে প্রবেশ করবেন, সবকিছুই যুক্তিযুক্ত মনে হবে। আপনার কোনোকিছুই অসম্ভব মনে হবে না, একবার যদি মনে মনে ফর্নিটের ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বীকার করে নেন। হকারকে তখন মনে হবে কাগজের বান্ডিলে পয়েন্ট-থ্রি-এইট নিয়ে ঘুরছে, পাশের বাড়ির ভাড়াটে কলেজ–ছাত্ররা কে.জি.বি.'র এজেন্ট না হয়ে যায় না, যাদের মাড়ির দাঁতটা মোম দিয়ে বাঁধানো আর সেই দাঁতের মধ্যে ইছে

BanglaBook.org

বিষের ক্যাপসুল, আর যারা র‍্যাক্‌নকে ধরতে বা মেরে ফেলতে ডু-অর-ডাই মিশনে এসেছে।'

'অবশ্যই আমি তার ঐ মূল স্বতঃসিদ্ধটা স্বীকার করিনি। ওটা মন থেকে মেনে নেয়া আসলেই খুব শক্ত। আর আমি যেটা করছিলাম সেটা হলো যাবতীয় প্লাগ খুলে ফেলা। প্রথমে রঙিন টিভি, কেননা সবাই জানে এটার রেডিয়েশনের ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। তাছাড়া আমরা *লোগানস্* –এ একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলাম, মোটামুটি বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানীর লেখা, সেটায় বলা ছিল যে টেলিভিশনের রেডিয়েশন ব্রেইন-ওয়েভের অতি সূক্ষ্ম কিন্তু চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে ব্রেইনের ক্ষতি করে থাকে। সেই বিজ্ঞানী আরো বলেন যে এটাই হয়ত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যিক মেধা এবং গাণিতিক দক্ষতা কমে যাওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ। তাছাড়া বাচ্চাকাচ্চারা ছাড়া টিভির অত কাছে কি আর কেউ বসে ?'

'তাই টিভির প্লাগ খুলে দিলাম, এতে আমার চিন্তা ভাবনাগুলো সত্যি সত্যিই কেমন পরিষ্কার হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে, আমার আরো ভালো বোধ হচ্ছিল যখন রেডিও, ওয়াসিং মেশিন আর ড্রয়ারের প্লাগ খুললাম। যদ্দুর মনে পড়ে, তারপর আমি খুলেছিলাম মাইক্রোওয়েভ ওভেনের প্লাগটা। ঐ হতচ্ছাড়া জিনিসটাকে আনপ্লাগ করে আমি যে কী শান্তি পেয়েছিলাম সেটা বলে বোঝাতে পারব না। ওভেনটা ছিল পুরনো আমলের, ইয়া বড়, একটা ঘরের সমান, এবং সম্ভবত সত্যি সত্যিই বিপজ্জনক। রেডিয়েশন যাতে না ছড়ায় সেজন্য এখনকার দিনের ওভেনগুলোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো ভালো।'

'আমি ভাবতে লাগলাম একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ক-ত-গু-লো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটা বিচ্ছিরি ইলেক্ট্রিক্যাল অক্টোপাসের ছবি আমার চোখে ভাসছিল, যেটার শুঁড়গুলোর সব কারেন্টের তার, দেয়ালে দেয়ালে গেঁথে আছে, বাইরের তারের সাথে লাগানো, সেগুলোর আরেক প্রান্ত সরকারি পাওয়ার স্টেশনে গিয়ে লেগেছে।'

BanglaBook.org

'আমার মাথার মধ্যে তখন একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব কাজ করছিল', ফ্রেস্কায় চুমুক দেয়ার জন্য একটু থামলেন তিনি, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'আমি একটা কুসংস্কারের আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। অনেকে আছে যারা কখনো মই-এর তলা দিয়ে হাঁটে না কিংবা ঘরের মধ্যে ছাতা খোলে না। বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ ফাউল করার আগে বুকে ক্রুশ এঁকে নেয় আর কোনো কোনো বেসবল খেলোয়াড় মাঠে যদি হঠাৎ সুবিধা করতে না পারে তাহলে মোজা পাল্টায়। আমার মতে, মনের যুক্তিবাদী অংশ যখন যুক্তিহীন অবচেতনের সাথে ভুলক্রমে এক সুরে বাজতে থাকে, তখনই এমনটা হয়। 'যুক্তিহীন অবচেতন' ব্যাপারটাকে যদি সংজ্ঞায়িত করতে হয় তাহলে আমি এভাবে বলব, মানসিক রোগীরা যখন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠে তখন তাদেরকে এমন একটা ঘরে রাখা হয় যেটার দেয়াল-মেঝেতে নরম প্যাড লাগানো থাকে যাতে তারা নিজেকে আঘাত দিতে না পারে ; তো আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে ঐরকম একটা ছোট ঘর আছে, যার আসবাব বলতে একমাত্র একটা ছোট ফোল্ডিং টেবিল, যেটার উপর একটা রিভলভার রাখা, আর সেই রিভলভারে ভরা আছে একটা ফ্লেক্সিবল বুলেট।'

'মই এড়ানোর জন্য যখন আপনি ঘুরপথে যান কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বৃষ্টিমাথায় বের হওয়ার পর ছাতাটা খোলেন, তখন আপনার সত্তার একটা অংশ আপনার থেকে আলাদা হয়ে যায়, তারপর সেই ঘরে ঢুকে বন্দুকটা হাতে তুলে নেয়। আপনার মাথার মধ্যে তখন দুটো চিন্তার যুদ্ধ চলছে *মই-এর নিচ দিয়ে হাঁটা বিপজ্জনক নয়, আবার মই-এর নিচ দিয়ে না হাঁটাও বিপজ্জনক নয়*। কিন্তু যখনই মইটাকে আপনি পেছনে ফেলে এলেন কিংবা যে মুহূর্তে ছাতাটা খুললেন তখন আপনার সম্পূর্ণ সত্তা আবার মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।'

লেখক বললেন, 'বেশ মজার তো। ব্যাপারটাকে আরেকটু এগিয়ে নেয়া যাক, যদি কিছু মনে না করেন। বলতে পারেন সত্তার যুক্তিহীন অংশটা ঠিক কখন বন্দুক নিয়ে নিছক নাড়াচাড়া না করে সেটাকে সোজা নিজের কপালে তাক করে ?'

BanglaBook.org

সম্পাদক বললেন, 'যখন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটি খবরের কাগজের চিঠিপত্র পাতায় মর্মে চিঠি লিখতে থাকে যে 'সকল মই অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে কারণ সেগুলোর নিচ দিয়ে হাঁটা বিপজ্জনক।'

সবাই একচোট হেসে নিলেন।

'এতদূর যখন আমরা এসেই পড়েছি, তখন আমার মনে হয় এর একটা ইতি টানা উচিত। যখন লোকটা পুরো শহর চষে বেড়ানো শুরু করল, মইগুলো সব ফেলে দিতে লাগল এবং হয়ত মই-এর ওপর দাঁড়ানো লোকগুলোকে ছাড় দিল না, তখন সত্তার যুক্তিহীন অংশ কিন্তু ফ্লেক্সিবল বুলেটটা খুলির মধ্যে অলরেডি চালিয়ে দিয়েছে। মই-এর নিচ দিয়ে না গিয়ে আশপাশে ঘুরঘুর করাটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। লোকজন বোকার মতো মিস্ত্রিদের মই-এর নিচ দিয়ে চলাচল করছে বলে নিউ ইয়র্ক শহর উচ্ছন্নে যাচ্ছে-এই মর্মে কাগজের চিঠি লেখাটাও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে মই ফেলে দেয়াটা গ্রহণযোগ্য।'

'কেননা সেটা বড় বেশি প্রকাশ্য', বিড়বিড় করে লেখক বললেন।

এজেন্ট বললেন, 'বুঝলেন হেনরি, আপনার কথাটা বেশ কাজের। আমার একটা বাতিক আছে, একটা ম্যাচ দিয়ে কখনো তিনটা সিগারেট ধরাই না। এটা আমার মধ্যে আসল কীভাবে জানি না, কিন্তু কোনো কারণে এটা আমি বেশ মানি। তারপর কোথায় যেন পড়লাম যে ব্যাপারটা এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ট্রেঞ্চ লড়াই থেকে। জার্মান শার্পশুটাররা অপেক্ষা করত কখন তাদের শত্রুরা একে অপরের সিগারেট ধরানো শুরু করে। আলোর প্রথম ঝলকানিতে তারা রেঞ্জ বুঝে নিত, দ্বিতীয়টায় বাতাসের অবস্থা, আর তৃতীয়টায়–বু ; উড়িয়ে দিত শত্রুর মাথা। এতসব কিছু জানার পরও আমার কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি এখনো একটা দিয়ে তিনটা ধরাতে পারি না। আমার একটা অংশ আমাকে বলে একটা ম্যাচে যদি এক ডজন সিগারেট ধরাই তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু অন্য অংশটা, যেটা বড়ই অলুক্ষণে গলায় বলে, '*ও-ও-ও-ওহ, য-দি ধ-রা-আ-আ-ও-ও...*।'

BanglaBook.org

'কিন্তু পাগলামি মাত্রেই কুসংস্কার নয়, তাই না ?' নরম গলায় লেখকের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাই নয় কি ?' সম্পাদকের উত্তর। 'জেন ডি'আর্ক দৈববাণী শুনতে পেতেন। কিছু মানুষ মনে করে তাদেরকে জিন–ভূতে ধরেছে। কেউ আবার দেখতে পায় অপদেবতা... দৈত্য-দানব... কিংবা ফর্নিট। আমরা পাগলামিকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করি না কেন, তাতে কুসংস্কারের কোনো না কোনো ছোঁয়া থাকবেই। একজন পাগলের কাছে বাস্তবতাটা একটু তীর্যক। তার ক্ষেত্রে সত্তার পুরো অংশ এসে জমা হয় ছোট্ট ঘরটাতে যেখানে বন্দুক রাখা আছে।'

'আমায় যুক্তিশীল সত্তা কিন্তু একেবারে চলে যায়নি। সে আছে- আহত, রক্তাক্ত, অত্যাচারিত, আর ভীতও বটে, তারপরও সে তার কাজ করে যাচ্ছে। বলছে: আচ্ছা ঠিক আছে। কাল যখন তোমার মাথা ঠাণ্ডা হবে, তখন তুমি সবকিছু আগের মতো করে নিতে পারবে, ভাগ্যিস। এই খেলা যদি খেলতেই হয়, খেলো, কিন্তু খবরদার মাত্রা অতিক্রম কোরো না।'

'যুক্তিশীল সত্তার এই ভয় পাওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। পাগলামির বীজ আমাদের সবার মধ্যেই আছে। যারা কোনো উঁচু বিল্ডিঙের ছাদ থেকে উঁকি মেরে নিচে তাকিয়েছে তাদের সবারই এক ঝলকের জন্যে হলেও মনে হয়েছে, একটা লাফ দিই। আর যারা গুলি ভরতি পিস্তল নিজের মাথায় ঠেকিয়েছে, তাদের প্রত্যেকে... '

'আহ্ আর না', লেখকের স্ত্রী বললেন। 'প্লিজ।'

'ঠিক আছে', সম্পাদক বললেন। 'আমার আসল কথাটা হলো যার মানসিক ভারসাম্য অত্যন্ত দৃঢ়, তারও যেকোনো সময় ফস্কে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কথাটা আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। মানুষের যুক্তিশীল সত্তাটা আসলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।'

'প্লাগগুলো সব খুলে আমি আমার স্টাডিতে গেলাম, রেগ থর্পকে একটা চিঠি লিখলাম, একটা খামে ভরলাম, স্ট্যাম্প লাগালাম, তারপর সোজা গিয়ে পোস্ট করে আসলাম। এগুলো যে আমি করেছি, সেটা আমার ঐভাবে মনে নেই। গেলাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু

BanglaBook.org

সকালে উঠে দেখি আমার টাইপরাইটারের পাশে চিঠির একটা কার্বন-কপি পড়ে আছে, সাথে ডাকটিকিট আর খামের বাক্স, এগুলো দেখে আমি বুঝলাম যে রাতে কী কাণ্ডটাই না করেছি। চিঠিটা ছিল, কী আর বলব, একটা মাতালের পক্ষে যেভাবে লেখা সম্ভব। চিঠির মূল্য কথাটা ছিল ইলেক্ট্রিসিটি এবং ফর্নিট–দুটোই শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদম নিচে লিখেছিলাম, 'রেগ, ইলেক্ট্রিসিটি যে তোমার চিন্তার বারোটা বাজাচ্ছে সে খেয়াল আছে ! ব্রেইনওয়েভের সাথে ইন্টারফিয়ার করছে। তোমার বউ-এর কি ব্লেন্ডার আছে ?'

'সত্যিকার অর্থে, আপনার এই চিঠিটা ছিল কাগজের ঐ চিঠিপত্র বিভাগে পাঠানো চিঠির যে কথাটা বলা হলো, সেটার মতো', বললেন লেখক।

'হ্যাঁ, আমি চিঠিটা লিখলাম শুক্রবার রাতে। শনিবার এগারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলাম, আগের দিন রাতে কি ঘোড়ার ডিম করেছি তার কিছুই ঠিক মতো মনে পড়ছে না। ভয়ে লজ্জায় আমার মাটি ফুঁড়ে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছিল, যখন আমি চিঠির কার্বন কপিটা পড়ে দেখলাম। পুরো বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কোথাও মূল কপিটা পাওয়া যায় কি না, মনে একটা ক্ষীণ আশা হয়ত চিঠিটা আমি এখনো পোস্ট করিনি। কিন্তু না। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, ব্যাপারটা মেনে নিয়ে কোনো মতে দিনটা পার করলাম, সেদিন আর মদ স্পর্শ করিনি। নিশ্চিতভাবেই।'

'পরের বুধবার রেগের একটা চিঠি পেলাম। একপাতা, হাতে লেখা। কাগজের পুরোটা জুড়ে খালি ফর্নিট সাম ফর্নাস নকশা। মাঝখানে শুধু এই কথাটা লেখা 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। রেগ। আপনার কথাই ঠিক। এখন সবকিছু ঠিক আছে। রেগ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। রেগ। ফর্নিট ভালো আছে। রেগ। ধন্যবাদ। রেগ।'

'হায় হায়', লেখকের স্ত্রী বলে উঠলেন।

'তার স্ত্রী তো নিশ্চয়ই রেগে ফায়ার', এজেন্টের স্ত্রী বললেন।

'কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি, কারণ সেটায় কাজ হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'কাজ হয়েছিল মানে ?' এজেন্টের প্রশ্ন।

'সোমবার সকালের ডাকে সে আমার চিঠি পেল। সোমবার বিকালে সে বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে তার লাইন কেটে দিতে বলল। জেন থর্প, অবশ্যই সে কিছুটা ক্ষেপেছিল। তার সবকিছুই কারেন্টে চলে, ব্লেন্ডার, ওয়াসার-ড্রায়ার... সবই, বুঝতেই পারছেন। আমি নিশ্চিত, সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ সে থালায় করে আমার কাটা মুণ্ডু দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল।'

'কিন্তু রেগের আচরণের আকস্মিক পরিবর্তনই তাকে আমার সম্পর্কে মনোভাব পাল্টাতে বাধ্য করেছিল। সে লিভিং রুমে বসে জেনের সাথে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেশ যুক্তিযুক্তভাবে কথা বলল। সে বলল যে সে জানে তার কাজকর্মগুলো ইদানীং বেশ অদ্ভুত ঠেকছে। সে বলল যে সে এটাও জানে, জেন তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। কারেন্ট বন্ধ করেই সে বরং আরো ভালো বোধ করছে, আর ইতিমধ্যে যেসব ঝামেলা সে বাঁধিয়েছে সেগুলো সানন্দে মিটিয়ে ফেলবে। তারপর সে পাশের বাড়িতে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে চাইল।'

'সেই রেডিয়াম-ভ্যান-ওয়ালা কে.জি.বি. এজেন্ট নয় নিশ্চয়ই ?' লেখক জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, তাদের কাছেই। জেন যেন পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেল। সে রেগের সাথে তাল মিলিয়ে চললেও মনে মনে খুব খারাপ একটা কিছুর জন্য কোমর বেঁধে তৈরি হচ্ছিল। দোষারোপ, হুমকি, হিস্টিরিয়া। রেগ যদি তাকে সমস্যা মেটাতে সাহায্য না করে তাহলে সে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে–এমনটাও ভেবেছিল। সে বলল যে সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিল এই ইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপারটাই শেষ, এরপর সে আর এসব সহ্য করবে না। আরো একটা কথা, সে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে বলছিল। সে যে কতটা ভয়ের মধ্যে ছিল, দেখতেই পাচ্ছেন। ঘটনাটা ধীরে ধীরে এতটাই খারাপের দিকে যাচ্ছিল যে তার কোনো কূল কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, রেগকে সে ভালোবাসত, তারপরেও তার পক্ষে সেটা সহ্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। সে ঠিক করেছিল রেগ যদি পাশের বাড়ির ঐ কলেজ ছাত্রদেরকে একটা উল্টোপাল্টা কথা

BanglaBook.org

বলে তাহলে সে আর তার সাথে থাকবে না। পরে আমি লক্ষ করে দেখেছি, নেব্রাস্কায় পাগলাগারদের কাউকে ভর্তি করতে হলে কী কী করা লাগে সে ব্যাপারে বেশ কিছু খুঁটিনাটি প্রশ্ন সে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসা করেছিল।'

'আহ্ বেচারি', লেখকের স্ত্রী মৃদুস্বরে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

'কিন্তু সেই এক সন্ধ্যায় যেন সবকিছু পাল্টে গেল', সম্পাদক বললেন। 'রেগ অত্যন্ত খোশমেজাজে ছিল... জেনের কথা অনুযায়ী, ভাবাই যায় না। তিন বছরের মধ্যে সে তাকে এতটা প্রাণবন্ত আর কখনো দেখেনি। সেই গুমোট ভাব, রহস্যময় গোপনীয়তা–সব এক নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ভয়ে সবসময় অর্ধেক হয়ে থাকা। দরজা খোলার শব্দে আচমকা লাফিয়ে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে রেগ বলছিল নিকট অতীতের সেইসব কালো দিনগুলোর কথা যুদ্ধের কথা, স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যের কথা, শহরে শহরে রায়টের কথা, পট আইনের কথা।'

'উঠে আসছিল তার আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স লেখার ব্যাপারটা... জেনের মতে সেটা ছিল 'জাদুকরী লেখা'। প্রতি চারজনের তিনজন সেটা পড়েছে, আর ঐ একজন, যে পড়েনি, তার লাইব্রেরিতে যাওয়ার মতো সময় নেই।'

লেখক মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন। এ কথাটা আগেও তিনি শুনেছেন।

'তো', সম্পাদক বললেন, 'দেখা যাচ্ছে রেগ থর্প ও তার স্ত্রী কারেন্ট ছাড়াই 'সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল', তাদের কথা আপাতত শিকেয় তুলে রাখি–'

'ভাগ্য ভালো তার টাইপরাইটারটা আই.বি.এম.ছিল না', এজেন্ট বললেন।

'আর দেখি ওদিকে সম্পাদক বাবাজি কী করছেন। দু'সপ্তাহ কেটে গেল। গরমকাল শেষের পথে। সম্পাদক সাহেব অবশ্য ইতিমধ্যে বেশ ক'বার বেলাইন হয়েছিল, তবে শেষমেশ মানে মানে বেঁচে গেছেন। চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য সে সময় কেপ কেনেডিতে জোর প্রস্তুতি

BanglaBook.org

চলছে। *লোগানস*-এর নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে, যার প্রচ্ছদে জন লিন্ডসে, বাজারে অসম্ভব কাটতি, বরাবরের মতোই। একটা ক্রয়পত্র করলাম, ছোটগল্প 'দি ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট', লেখক রেগ থর্প, জমা দেয়ার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, প্রস্তাবিত প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৭০, প্রস্তাবিত মূল্য ৮০০ ডলার মাত্র, যা ছিল তৎকালীন *লোগানস*-এর প্রচ্ছদ রচনার জন্য বাঁধা।'

'এমন সময় আমার ওপরওয়ালা, জিম ডাহেগ্যান, সালাম দিলেন। আস্তে ধীরে হেলে দুলে সকাল দশটা নাগাদ তাঁর কাছে পৌঁছলাম, তখন তো আমি অত্যন্ত খোমমেজাজে আছি। তাঁর সেক্রেটারি জেইনি মরিজনের মুখে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা চেহারার মতো পাংশুটে ভাব দেখার আগ পর্যন্ত আসল ঘটনাটা আঁচ করতে পারিনি।'

'আমি বসলাম, জিজ্ঞাসা করলাম যে আমি তাঁর জন্য কী করতে পারি, কিংবা তিনি আমার জন্য কী করতে পারেন। আমি একথা বলব না যে রেগ থর্পের নাম আমার মাথায় আসেনি ; তার গল্পটা *লোগানস*-এর জন্য বিশাল সাফল্য, আর সেজন্য কিছু বাহবা আমি আশা করতেই পারি। এখান থেকে আপনারা কল্পনা করতে পারেন আমি কতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যখন তিনি দুটো ক্রয়পত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। থর্পের গল্প, আর জন আপডাইকের একটা উপন্যাসিকা, যে দুটো ফেব্রুয়ারি সংখ্যার লিডে থাকার কথা, তার বদলে দুটোতেই 'রিটার্ন' সিল মারা।'

'বাতিল ক্রয়পত্রগুলোর দিকে একবার তাকাই। জিমির দিকে একবার তাকাই। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোথাও একটা বাধা অনুভব করছিলাম। চারপাশে তাকিয়ে তাঁর ইটপ্লেটটা আমার নজরে পড়ল। জেইনি প্রতিদিন সকালে অফিসে এসেই প্রথমে সেটা চালু করে দেয় যাতে তার বস যখন খুশি গরম গরম কফি খেতে পারেন। তিন বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে *লোগানস*-এ এটা হয়ে আসছে। আর সেদিন সকালে আমার মনে হলো, *যদি ওটা বন্ধ*

BanglaBook.org

থাকত, আমি শান্তি মতো চিন্তা করতে পারতাম। আমি জানি যে ওটা বন্ধ করলেই কেবলমাত্র মাথাটা ঠিক মতো কাজ করবে।'

'বললাম, "এসব কী।"

'"আমার আসলে খুবই খারাপ লাগছে যে কথাটা তোমাকে আমারই বলা লাগছে, হেনরি," তিনি বললেন। "জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে *লোগনস* আর কোনো ফিকশন তথা গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করবে না।"

আরেকটা সিগারেট ধরানোর জন্য সম্পাদক একটু থামলেন, কিন্তু তাঁর প্যাকেট খালি। 'কারো কাছে একটা সিগারেট হবে ?'

লেখকের স্ত্রী একটা সেইলম এগিয়ে দিলেন।

'ধন্যবাদ, মেগ।'

তিনি সেটা ধরালেন, ম্যাচের কাঠিটা ঝাঁকালেন তারপর বুকভরে দিলেন একটা টান। অন্ধকারের মধ্যে তার নরম আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তো', তিনি বললেন, 'জিম নির্ঘাত আমাকে বাতিকগ্রস্ত মনে করেছিল। আমি বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন' আর তার পর ঝুঁকে পড়ে তাঁর ইটপ্লেটের প্লাগটা খুলে দিলাম।'

'তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল, বললেন, এসব হচ্ছেটা কী, হেনরি ?'

'আসলে এসব চালু থাকলে না আমার চিন্তা করতে বড়ই অসুবিধা হয়,' আমি বললাম। 'ইন্টারফিয়ারেন্স।'ব্যাপারটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল, কারণ প্লাগ খোলার পর থেকে আমার মাথার সমস্ত জট ছুটে গেল। 'তার মানে আমার দিন শেষ ?' জিজ্ঞাসা করলাম।'

'আমি জানি না হেনরি', তিনি বললেন। 'সেটা স্যাম আর বোর্ডের ব্যাপার। হেনরি, দেখ, আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানি না।'

'আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে জিমি চায় আমি তার কাছে আমার চাকরির জন্য হাতে পায়ে ধরি। সেই কথাটা খেয়াল আছে, 'উজির-এ খামোখা' ?... মানে আমি বলতে চাইছি আপনি কখনোই কথাটার মানে বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ না

BanglaBook.org

আপনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন সেই ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে যেটা হঠাৎ করে নেই হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমি নিজের জন্য কিছু চাইলাম না, লোগানস-এর দোহাইও পাড়লাম। আমি সুপারিশ করলাম রেগ থর্পের গল্পটার জন্য। প্রথমে বললাম গল্পটা ডিসেম্বরে বের করলে কেমন হয়–তাতে পত্রিকার শর্ত ভাঙতে হচ্ছে না।'

'জিমি বললেন, 'কী আজেবাজে বকছো, হেনরি, ডিসেম্বর সংখ্যা তো ফাঁকা নেই, সেটা তো তুমি ভালো করে জান। আর এটা পুরো দশ হাজার শব্দ।''

'ন'হাজার আট, 'বললাম আমি।

'আর সেই সাথে এক পাতা ইলাস্ট্রেশন,' তিনি বললেন। 'হবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ইলাস্টেশন বাদ,' আমি বললাম। 'একটু বোঝার চেষ্টা করুন, গল্পটা এককথায় অসাধারণ, সম্ভবত বিগত পাঁচ বছরে আমরা যতগুলো ছাপিয়েছি সেগুলোর মধ্যে সেরা।'

'জিমি বললেন, 'আমি পড়ে দেখেছি, হেনরি। জানি যে ওটা খুবই সুন্দর একটা গল্প। কিন্তু কিছু করার নেই। ডিসেম্বরে হবে না। ক্রিসমাস সংখ্যা বেরোচ্ছে, আর তুমি কি না বলছ তাতে এমন এক গল্প দিতে, যাতে এক লোক তার স্ত্রী-সন্তানকে মেরে ফেলে, আমেরিকার ক্রিসমাস ট্রির তলায় ? তোমার নির্ঘাত–' ঠিক এ পর্যন্ত বলে তিনি থেমে গেলেন। আমি দেখলাম তিনি তাঁর ইটপ্লেটের দিকে একবার তাকালেন। তিনি কথাটা জোরে জোরেও বলতে পারতেন, বুঝলেন ?'

লেখক হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়ালেন, কিন্তু সম্পাদকের মুখের সেই কালো ছায়া থেকে তাঁর চোখ সরলো না।

'আমার মাথাব্যাথা শুরু হলো। শুরুতে খুবই সামান্য। কোনোকিছু দ্বিতীয়বার ভাবতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। আমার মনে পড়ল জেইনি মরিজনের ডেস্কে একটা ইলেক্ট্রিক পেন্সিল শার্পনার আছে। জিমের অফিস রেডিয়েশন-ওয়ালা জিনিসপত্রে ঠাসা। হিটার, ভেন্ডিং মেশিন। এসব ভাবা বাদ দিলেও দেখা যাবে, হতচ্ছাড়া বিল্ডিঙের পুরোটাই

BanglaBook.org

কারেন্টে চলে ; লোকজন এখানে কাজকর্ম করে কীভাবে সেটাই ভাবার বিষয়। আমার যদ্দুর মনে হয়, ঐ সময়টাতেই আমার মাথায় উদ্ভট চিন্ত াভাবনাগুলো পাকাপাকিভাবে আসন গেঁড়ে নিতে শুরু করে। চিন্তাগুলো এরকম, অতি শিগগির লোগানস্-এর ভরাডুবি হবে কেননা কেউই ঠিক মতো ভাবতে পারছে না। আর এই ঠিক মতো ভাবতে না পারার কারণ হলো সবাই বিশাল বিশাল ইমারতের মাঝে আটকা পড়ে আছে যার সবটাই চলে ইলেক্ট্রিসিটিতে। আমাদের ব্রেইন ওয়েভের তো দফারফা। আমার তখন মনে হচ্ছিল, একজন ডাক্তার যদি এসে সবার ই.ই.জি. করেন তাহলে তিনি অত্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু গ্রাফ দেখতে পাবেন। বিশাল বিশাল চোখা চোখা অনেকগুলো আলফা ওয়েভ পাওয়া যাবে, যা কি না অগ্রমস্তিস্কের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার নির্দেশ করে।'

'এগুলো নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার মাথাব্যথাটা আরো খারাপের দিকে গেল। তবু আমি আরেকটা চেষ্টা করে দেখলাম। মিনতি করলাম যাতে তিনি অন্তত এডিটর-ইন-চিফ স্যাম ভ্যাডরকে অনুরোধ করেন এই গল্পটা জানুয়ারি সংখ্যায় বের করার জন্য। দরকার হলে, *লোগানস*-এর বিদায় ফিকশন হিসেবে। *লোগনাস*-এর সর্বশেষ ছোটগল্প।'

'জিমি তাঁর আঙুলের ফাঁকে একটা পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন আর মাথা নাড়াচ্ছিলেন উপর নিচে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে দেখব, তবে তুমি তো জান কোনো লাভ হবে না। আমাদের হাতে আছে এক উপন্যাস-খ্যাত লেখকের একটা গল্প, অন্যটা জন আপডাইকের, যেটা অপরটার মতোই উন্নতমানের হয়ত বা আরো বেশি ভালো... আর-'

'*আপডাইকের গল্পটা বেশি ভালো নয়* ! আমি বলে উঠলাম।

' আস্তে, হেনরি, তোমাকে চিৎকার করতে হবে না।'

'*আমি তো চিৎকার করছি না* ! চিৎকার করে আমি বললাম।

'তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। ততক্ষণে আমার মাথাব্যথাটা চরমে উঠেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। একগাদা মাছিকে যদি একটা বোতলে বন্দি করা হয় তাহলে যেমন হবে, শব্দটা অনেকটা সেরকম। এই শব্দ রীতিমতো ঘৃণা

BanglaBook.org

ধরিয়ে দেয়। তারপর আমার মনে হলো জেইনি বুঝি তার ইলেক্ট্রিক পেন্সিল শার্পনার চালু করেছে। *তারা ইচ্ছে করে এগুলো করছে। তারা চায় আমি যাতে তালগোল পাকিয়ে ফেলি। তারা জানে এগুলো চলতে থাকলে আমি ঠিক মতো চিন্তা করতে পারি না, তাই... তাই...*

'জিম বলছিলেন বিষয়টা পরবর্তী এডিটোরিয়াল মিটিঙে তোলা হবে, প্রস্তাব রাখা হবে যাতে মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে যেসব লেখা ছাপানোর কথা ছিল, সেগুলো... যদিও...

'আমি উঠে দাঁড়ালাম, চলে গেলাম রুমের অপর প্রান্তে, তারপর আলো নিভিয়ে দিলাম।

'এটা তুমি কেন করলে ?' জিমি জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন আমি এটা করলাম সেটা আপনি জানেন', আমি বললাম। 'আপনার এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, আপনার ভেতরের সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগে।'

'তিনি চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। 'আমার মনে হয় তোমার বিশ্রামের দরকার, এক দিনের ছুটি নাও, হেনরি,' তিনি বললেন। 'বাসায় যাও। আরাম কর। আমি জানি ইদানীং তোমার উপর খুব চাপ যাচ্ছে। তবে তুমি জেনে রাখো এব্যাপারে আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, করব। তোমার মতো আমিও ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছি যে,... আচ্ছা, পুরোপুরি না হলেও অনেকটা উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু তোমার এখন উচিত বাসায় গিয়ে পায়ের উপর পা তুলে টিভি দেখা।'

'টিভি,' আমি বললাম, সেই সাথে হাসলাম। এটা ছিল আমার শোনা সবচেয়ে মজার কথা। 'বস,' আমি বললাম। 'স্যাম ভ্যাডরকে বরং অন্য কিছু বলুন।'

'কী বলতে হবে, হেনরি ?'

'তাঁকে বলবেন যে তাঁর একটা ফর্নিট দরকার। একটা-দুটোয় কাজ হবে না। এক ডজন লাগবে।'

'ফর্নিট,' মাথা উপর-নিচে নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন। 'ঠিক আছে, হেনরি। আমি অবশ্যই বলব।'

BanglaBook.org

'আমার মাথাব্যথা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। ভালো করে কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমার মনের মধ্যে কোথাও একটা খচখচানি টের পাচ্ছি, রেগকে এটা কীভাবে বলব আর রেগ এটা নেবেই বা কীভাবে।

'আমি নিজে ক্রয়পত্র করে দেব, যদি জানতে পারি কার কাছে সেটা পাঠাতে হবে,' বললাম আমি। 'রেগ হয়ত এব্যাপারে কিছু বলতে পারবে। এক ডজন ফর্নিট। তাদের দিয়ে এই জায়গার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ফর্নাস ছড়াও। হতচ্ছাড়া কারেন্ট বন্ধ কর, যেখানে যা আছে।' আমি তাঁর অফিসে পায়চারি করছিলাম আর তিনি হাঁ করে আমাকে দেখছিলেন। 'কারেন্টটা বন্ধ করতে হবে, তাদেরকে বলবেন। স্যামকে বলবেন। ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স থাকলে কেউ চিন্তা করতে পারে না, ঠিক না ?'

'হ্যাঁ ঠিক ঠিক, একশো ভাগ ঠিক। তুমি বাসায় চলে যাও। বিশ্রাম নাও, ঠিক আছে, একটা ঘুম দাও।'

'আর ফর্নিট। ওরা ইন্টারফিয়ারেন্স একদম সহ্য করতে পারে না। রেডিয়াম, ইলেক্ট্রিসিটি, সব একই কথা। ওদেরকে বলবা খাওয়াবেন্, কেক খাওয়াবেন। বাদাম থেকে তৈরি মাখন। এটার জন্য কি কোনো রিকুইজিশনের ব্যবস্থা করা যায় ?'

'আমার মাথাব্যথাটাকে মনে হচ্ছিল যেন চোখের পেছনে একটা কালো বলের মতো আটকে আছে। আমি দুটো জিমি দেখতে পাচ্ছিলাম, সবকিছুই দুটো দুটো করে। হঠাৎ করে আমার প্রচণ্ড সুরা-পিপাসা পেল। যদি ফর্নাস বলে কিছু না থাকে, অন্তত আমার মনের যুক্তিবাদী অংশ আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করল যে ওরকম কিছু আসলে নেই, তাহলে এই মুহূর্তে পুরো পৃথিবীর যে জিনিসটা আমাকে ঠিক করতে পারে সেটা হলো ড্রিংকস্।

'হ্যাঁ, রিকুইজিশনের ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাবে,' তিনি বললেন।

'আপনি এসবের কিছু বিশ্বাস করেন না, তাই না বস্ ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই বিশ্বাস করি। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার বোধহয় বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

BanglaBook.org

'আপনি এখন এটা বিশ্বাস করছেন না,' আমি বললাম, 'কিন্তু যখন আপনার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে পথে বসবে তখন বুঝবেন কাঙালের কথা বাসি হলেও ফলে। আপনারা ভাবলেন কী করে যে আপনাদের সিদ্ধান্তগুলো সব ঠিক, যেখানে পনেরো গজের মধ্যে রয়েছে গোটা কতক ক্যান্ডি মেশিন আর স্যান্ডউইচ মেশিন ?' তার পরপরই আমার মাথায় একটা ভয়ংকর চিন্তা আসল। '*আর একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন* !' আমি চিৎকার করে উঠলাম। '*তারা কি না স্যান্ডউইচ গরম করার জন্য একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন রেখেছে* !'

'তিনি কিছু একটা বলা শুরু করলেন, কিন্তু আমি কান দিলাম না। ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ওভেনের কথা মনে পড়ায় সমস্তটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ কারণেই বুঝি মাথাব্যথাটা ওরকম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মনে আছে, বাইরের অফিসে বিজ্ঞাপন বিভাগের জেইনি এবং কেট ইয়ঙ্গার আর গণযোগাযোগ বিভাগের মার্ট স্ট্রং আমার দিকে কেমন অপলক তাকিয়ে ছিল। আমার চেঁচামেচি নিশ্চয়ই তাদের কানে এসেছিল।

'ঠিক নিচের তলায় ছিল আমার অফিস। সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। নিজে অফিসে ঢুকে সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিলাম, তারপর আমার ব্রিফকেসটা নিলাম। এলিভেটরে করে লবিতে নামলাম, কিন্তু সেসময় ব্রিফকেসটা ধরলাম দু'পায়ের ফাঁকে আর আঙুল ঢুকিয়ে বন্ধ করে রাখলাম কান দুটো। আমার এটাও মনে আছে, এলিভেটরে দু-চারজন লোক আমার দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল।' সম্পাদক একটা শুকনো হাসি হাসলেন। 'তারা ভয় পাচ্ছিল। বলতে গেলে। ছোট্ট একটা চলন্ত বাক্সে একটা বদ্ধ পাগলের সাথে আটকা পড়লে আপনিও ঠিক এমন ভয়টাই পাবেন।'

'তা তো বটেই, ব্যাপারটা মারাত্মক', এজেন্টের স্ত্রী বললেন।

'না না, এটা সেরকম নয়। *কোথাও না কোথাও* পাগলামির একটা শুরু থাকতে হবে। এই গল্পটার যদি একটা বিষয়বস্তু থাকে– যদি কারো জীবনের কোনো ঘটনা একটা বিষয়বস্তু নির্দেশ করে তাহলে এই গল্পের বিষয়বস্তু হলো, পাগলামি সূত্রপাত। কোথাও না কোথাও পাগলামির

BanglaBook.org

একটা শুরু থাকতে হবে, শুরু হওয়ার পর কোনো একদিকে চলতে হবে। রাস্তার মতো। কিংবা বন্দুকের নল থেকে ছুটে আসা গুলির মতো। রেগের থেকে আমি একমাইল পিছিয়ে ছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে আমি সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছি। বাজি ধরতে পারেন।

'আমার কোনো না কোনোদিকে চলতে হবে, তাই চলতে চলতে গেলাম ফোর ফাদার্সে, ঊনপঞ্চাশ নম্বরে অবস্থিত একটা বারে। ঐ বারটা বিশেষভাবে বেছে নেয়ার কারণ হলো ওটাতে কোনো সাউন্ড সিস্টেম বা রঙিন টিভি ছিল না আর লাইটও তুলনামূলকভাবে কম। প্রথম ড্রিংকটা অর্ডার দেয়ার কথা আমার খেয়াল আছে, তারপর আর কিছু মনে নেই, অন্তত পরদিন সকালে বাসার বিছানায় আমার ঘুম ভাঙা পর্যন্ত। নিচে মেঝেতে বমি পড়ে ছিল আর গায়ের চাদরে বেশ বড় একটা সিগারেট পোড়া গর্ত। বেহুঁশ অবস্থায় আমি সম্ভবত দুধরনের বিশ্রী মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি– দমবন্ধ হয়ে বা আগুনে পুড়ে মরে গেলেও আমি সেটা টের পেতাম কি না সন্দেহ।

'বলেন কী ?' এজেন্ট সম্মোহিতের মতো বলে উঠলেন।

'এটা ছিল একটা ব্ল্যাকআউট', সম্পাদক বললেন। 'আমার জীবনের প্রথম নির্ভেজাল ব্ল্যাকআউট, এক জীবনে খুব বেশি বার এমনটা ঘটে না। কিন্তু অ্যালকোহলিক মাত্রই বলবে যে ব্ল্যাকআউট আর পাসিং আউট এক জিনিস নয়। সেটার ঝামেলা তুলনামূলকভাবে কম। না, যখন কোনো অ্যালকোহলিকের ব্ল্যাকআউট হয়, সে নানান কিসিমের কাজ করতে থাকে। ব্ল্যাকআউট হওয়া অ্যালকোহলিক একটা পাজির পা ঝাড়া। সে তার প্রাক্তন স্ত্রীকে ফোন করে বিরক্ত করবে, কিংবা টোল রোডের ওপর ভুল দিকে গাড়ি চালিয়ে শিশু বোঝাই বাসে বাধিয়ে দেবে। চাকরি ছেড়ে দেবে, বাজারেও ডাকাতি করবে, বিয়ের আংটি কাউকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবে, পাজির পা ঝাড়া।

'যেটা আমি করলাম, সম্ভবত সেটা হলো বাসায় গিয়ে একটা চিঠি লিখলাম। এটাই কেবলমাত্র রেগের প্রতি নয়। নিজের প্রতি লেখা। আর এটা আমার লেখা নয়– অন্তত, চিঠি অনুসারে আমি লিখিনি।'

BanglaBook.org

'তাহলে লিখলটা কে ?' লেখকের স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

'বেলিস।'

'বেলিস আবার কে ?'

'তাঁর ফর্নিট,' কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই অনেকটা নিস্পৃহভাবে লেখকের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল। তাঁর ধোঁয়াটে দৃষ্টি যেন সুদূর পরাহত।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', একটুও বিস্মিত না হয়ে সম্পাদক বললেন। রাতের সুমিষ্ট বাতাসে আঙুল ঘুরিয়ে লেখার ভঙ্গি করলেন তিনি।

'ব্যেলিসের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ। তোমার সমস্যার ব্যাপারে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, কিন্তু বন্ধু, এই সমস্যা তো তোমার একার নয়। একাজ আমার জন্য মোটেও সহজ নয়। আমি তোমার উজবুক মেশিনটায় অনন্তকাল ধরে ফর্নাস ছিটিয়ে যেতে পারি, কিন্তু চাবি ঘোরানো তোমার কাজ। এজন্যই ঈশ্বর বড় মানুষ তৈরি করেছেন। তাই তোমার প্রতি আমার সমবেদনা আছে, কিন্তু এরচেয়ে বেশি কিছু আমি দিতে পারছি না।

'রেগ থর্পের ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্নতা আমি বুঝি। আমি থর্পের জন্য নয়, আমার ভাই র‍্যাক্‌ন্‌-এর জন্য চিন্তিত। থর্পের দুশ্চিন্তা হলো, র‍্যাক্‌ন চলে গেলে তার কী হবে, তার মনোভাব এমন কারণ সে স্বার্থপর। লেখকের সেবা করাটা একটা অভিশাপের শামিল কেননা তারা সবাই স্বার্থপর। থর্প চলে গেলে র‍্যাক্‌ন্‌-এর কী হবে সেটা সে একবারের জন্যেও ভাবে না। নয়ত *এল বনজো সেকো*। এই বিষয়টা তার তথাকথিত স্পর্শকাতর মনকে একটুও উতলা করেনি। কিন্তু, আমাদের জন্য সৌভাগ্য, আমাদের সকল দুর্ভাগ্যজনক সমস্যার এক ও অভিন্ন স্বল্পমেয়াদি সমাধান আছে, আর তাই সমাধানটা তোমাকে দেয়ার জন্য আমি আমার এই ছোট্ট হাতদুটো আর ছোট্ট শরীরটাকে এতটা পরিশ্রম করাচ্ছি, আমার মদ্যপ বন্ধু। তুমি হয়ত দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা ভাবছ ; আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ওরকম কোনো সমাধান আদৌ নেই। যেকোনো আঘাতই চিরস্থায়ী নয়। যা দিলাম তা গ্রহণ করো। দড়ির কোথাও কোথাও তুমি ঢিলা পেতে পারো, কিন্তু

BanglaBook.org

সবসময় দড়ির একটা শেষ থাকে। তাতে কী। ঢিলাটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো আর পড়ে যাওয়া নিয়ে আফসোস কোরো না। কৃতজ্ঞ হৃদয় মাত্রই জানে, শেষে আমাদের সকলকেই ঝুলে পড়তে হবে।

'তোমার উচিত ব্যক্তিগতভাবে তাকে তার অর্থ পরিশোধ করা। পার্সোনাল চেকের মাধ্যমে নয়। থর্পের মানসিক সমস্যা মারাত্মক এবং সম্ভবত বিপজ্জনক কিন্তু তাই বলে সে আহম্মক নয়।'

এই জায়গাটায় সম্পাদক একটু থামলেন এবং বানান করলেন আ-হ-ম-ম-ক। তারপর তিনি আবার বলে চললেন। 'যদি তুমি তাকে একটা পার্সোনাল চেক পাঠাও তাহলে পুরো ব্যাপারটা ধরে ফেলতে সে সময় নেবে বড় জোর নয় সেকেন্ড।

'আটশো ডলারের কিছু বেশি তোমার পার্সোনাল একাউন্ট থেকে তোল যাতে সংখ্যাটা একটু অড হয়, তারপর ঐ টাকায় নতুন একটা একাউন্ট খোল আর্ভিন পাবলিশিঙের নামে। দেখো, তোমাকে যে চেক বইটা দেবে, সেটা যেন ব্যবসায়িক ধরনের হয়। গুল্লু-গুল্লু টাইপের ছবি বা মন ভোলোনো ডিজাইন, এসব যেন পাতাগুলোতে না থাকে। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু জোগাড় করো, যে তোমার চেকের সহ-উত্তোলক বা কো-ড্রয়ার হতে পারবে। তারপর আটশো ডলারের একটা চেক লিখে কো-ড্রয়ারকে দিয়ে সেটা সাইন করাও। তারপর চেকটা রেগ থর্পের কাছে পাঠিয়ে দাও। এটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমার পিঠ বাঁচাবে।

'ওভার অ্যান্ড আউট। তারপর স্বাক্ষর 'ব্যেলিস।' হলোগ্রাফে নয়, টাইপ করে।'

'ওয়াও', লেখক বললেন।

'আমি ঘুম থেকে উঠে সবার আগে যে জিনিসটা লক্ষ করলাম সেটা হলো আমার টাইপরাইটার। দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন সেটাকে ভুতুড়ে-টাইপরাইটারে পাল্টে দিয়েছে, সস্তা ভূতের সিনেমায় যেমনটা দেখা যায় একদিন আগেও আমার এই পুরনো আন্ডারউডটা ছিল কুচকুচে কালো। যখন উঠলাম—নর্থ ডেকোটার সমান ভারি মাথা নিয়ে—তখন সেটাকে কেমন ধূসর মনে হচ্ছিল। চিঠির শেষ ক'টা লাইন ছিল জাবড়ানো এবং কালিটা হাল্কা। একবার দেখেই বুঝলাম আমার সাধের

BanglaBook.org

আন্ডারউডের কেল্লা ফতে। জিহবাতে একটু লাগিয়ে ছুটলাম রান্নাঘরে। গিয়ে দেখি মিহি চিনির বয়ামটা খোলা, ভেতরে একটা চামচ। রান্নাঘর থেকে শুরু করে আমার টাইপরাইটার পর্যন্ত সারাবাড়ি চিনির মিহি গুঁড়ো ছড়ানো।'

'ফর্নিটাকে খাওয়াচ্ছিলেন বুঝি', লেখক বললেন। 'ব্যেলিস তো দেখি মিষ্টির পোকা। অন্তত, আপনি সেরকমই ভেবেছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ঐরকম অসুস্থ এবং উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়ও আমি ভালো করেই জানতাম ফর্নিটটা আসলে কে।'

তিনি আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা টিক চিহ্ন আঁকলেন।

'প্রথমত, ব্যেলিস আমার মায়ের বিয়ের আগের পদবি।

'দ্বিতীয়ত, এল বনজো সেকো কথাটা আমার ভাই-এর মুখে প্রায়ই শুনতাম এবং এর অর্থ আমি বুঝতাম উন্মাদ। যখন একদম পিচ্চি ছিলাম তখনকার কথা।

'তৃতীয়ত, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, 'আহাম্মক' শব্দটার বানান। এটার ভুল করা আমার মজ্জাগত অভ্যাস। এক সাহিত্যিকের কথা জানি যিনি 'ভুল' বানানটা সবসময় দীর্ঘ-উ কার দিয়ে লিখতেন–'ভূল'- সম্পাদক তাঁকে যতবারই শুধরে দেন না কেন। আর এক লোক, যিনি প্রিন্সটনের একজন ডক্টরেট, 'ব্যাকরণ' তাঁর কাছে সবসময় 'ব্যকরণ'-এ পরিণত হয়।

লেখকের স্ত্রী ফিক করে হেসে দিলেন। হাসিটায় আনন্দ এবং বিব্রতবোধ দুই-ই ছিল। 'আমিও একই কাজ করি।'

'যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো একজন মানুষের ভুল বানান তার সাহিত্যিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে। এরকম একজন লেখকের সাথে বেশ কিছুদিন একসাথে কাজ করেছেন, এমন কোনো সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

'আসলে, ব্যেলিস আর আমি এক ও অভিন্ন। তারপরও, পরামর্শটা ছিল খুবই ভালো। সত্যিকার অর্থে আমার মনে হয়েছিল, পরামর্শটা অসাধারণ। কিন্তু এখানে আরো একটা ব্যাপার ছিল অবচেতন মন ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখে যায় ঠিকই, কিন্তু তবুও সে অচেনা। এমন একজন,

BanglaBook.org

যে কীভাবে কীভাবে অনেক কিছু জেনে বসে আছে। 'কো-ড্রয়ার' কথাটা জীবনে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না... কিন্তু চিঠিতে সেটা ঠিকই ছিল, বুদ্ধিটাও মন্দ না, পরে খোঁজ নিয়ে দেখি ব্যাঙ্কে ওরকম ব্যবস্থা সত্যি সত্যিই আছে।

'এক বন্ধুকে ফোন করার জন্য ফোন তুললাম, অমনিই ব্যথায় মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো অবিশ্বাস্য ! রেগ থর্প আর তার রেডিয়ামের কথা আমার মনে পড়ল, সাথে সাথে ফোন রেখে দিলাম। গোসল এবং শেভ করে নিজেকে আয়নায় অন্তত নয়বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম যে চেহারাটা দেখে একজন স্বাভাবিক যুক্তিশীল মানুষের মতো লাগছে কি না, তারপর সেই বন্ধুর সাথে সশরীরে দেখা করার জন্য বেরিয়ে গেলাম। তবুও, সে আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করল আর বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বুঝলাম, এমন কিছু রয়ে গেছে যা গোসল, শেভ এবং বেশ খানিকটা লিস্টারিন দিয়েও আমি ঢাকতে পারিনি। সে লেখালেখির জগতের কেউ নয়, ব্যাপারটা কাজে আসার মতো। কথা কোনো না কোনোভাবে ছাড়ায়, জানেনই তো। বিশেষ করে লেখালেখির দুনিয়ায়। বলতে গেলে। তাছাড়া সে যদি এসবের সাথে জড়িত থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই তার জানা থাকত, আর্ভিন পাবলিশিং-ই *লোগানস্* প্রকাশ করে আর তখন সে ভ্রু কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করত যে আমি কী ঘোঁট পাকাচ্ছি। কিন্তু ঘটনাটা তার জানা নেই, তাই সে সন্দেহও করেনি, আর আমি তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে আমি নিজেই একটা প্রকাশনা সংস্থা খুলতে যাচ্ছি কারণ *লোগানস্* সম্ভবত ফিকশন ডিপার্টমেন্ট উঠিয়ে দেবে।'

'সে কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে নামটা কেন আর্ভিন পাবলিশিং রাখছেন ?' লেখক জিজ্ঞাসা করলেন।

'অবশ্যই।'

'তো, কী জবাব দিলেন ?'

'তাকে বললাম', স্মিত একটা হাসি দিয়ে সম্পাদক বললেন, 'যে আর্ভিন আমার মায়ের বিয়ের আগের পদবি।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের নীরবতা, তারপর সম্পাদক আবার শুরু করলেন ; তিনি প্রায় একটানা শেষ পর্যন্ত বলে গেলেন।

'তো আমি চেক বইটার জন্য অপেক্ষা করছি, যার একটা মাত্র পাতা আমার দরকার। নানা কসরৎ করে সময় কাটানোর চেষ্টা করছি। ধরুন–গ্লাসটা নিলাম, কনুই ভাঁজ করলাম, গ্লাসটা খালি করলাম, কনুই আবার ভাঁজ করলাম। যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে টেবিলের ওপর মাথাটা রাখলাম। চারপাশে আরো অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু আমার মনের আগাগোড়া দখল করে আছে ঐ অপেক্ষা করা আর কনুই ভাঁজ করা। যদ্দুর মনে পড়ে। বারবার কাজটা চালিয়ে যেতে হচ্ছিল, কারণ ততক্ষণে আমি যথেষ্ট মাতাল, সে সময়ের একটা ঘটনা যদি আমার মনে থাকে, তাহলে দেখা যাবে পঞ্চাশ-ষাটটা ঘটনা মনে নেই।

'চাকরি ছাড়ায় চারদিকে বেশ একটা স্বস্তির আভাস পেলাম, নিশ্চিতভাবেই বলছি। তাদের জন্যে স্বস্তির, কারণ ক্ষ্যাপামির জন্য আমাকে অস্তিত্বহীন এক ডিপার্টমেন্ট থেকে বরখাস্ত করতে হলো না। আমার জন্যেও স্বস্তির, কারণ মনে হচ্ছিল আমার পক্ষে আর ঐ বিল্ডিঙের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়–এলিভেটর, রেডিয়েশন, টেলিফোন, আর সবার উপর ইলেক্ট্রিসিটি।

'ঐ তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে রেগ থর্প আর তার স্ত্রীর কাছে আলাদা আলাদাভাবে দুটো করে চিঠি লিখলাম। রেগের স্ত্রীর কাছে চিঠি লেখার ব্যাপারটা আমার খেয়াল আছে, কিন্তু রেগেরটা আমার কিছু মনে নেই–বৌলিসের চিঠির মতো, চিঠিগুলো ব্ল্যাকআউটের সময় লেখা। কিন্তু বিশেষ বানান ভুল করতে আমার ভুল হয়নি। চিঠির কার্বন কপি রাখতে ভুলিনি... পরদিন সকালে উঠে দেখি কার্বন কপিটা পাশে পড়ে আছে। এ চিঠি যেন কোনো আগন্তুকের কাছ থেকে পাওয়া।

'এমন নয় যে চিঠিগুলো ক্ষ্যাপাটে-মার্কা, মোটেই তা নয়। যেটার শেষে ব্লেন্ডার বিষয়ক একটা পুনশ্চ ছিল সেটার অবস্থা অবশ্য বেশ খারাপ। তাছাড়া চিঠিগুলোকে বলা চলে... মোটামুটি যুৎসই।'

তিনি থামলেন এবং ধীরে ধীরে বেশ ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়লেন।

BanglaBook.org

'বেচারি জেন থর্প। বিষয়টা শেষমেশ অতটা খারাপ মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন তার বিষাদগ্রস্ত স্বীমার সম্পাদক মানবিক দিক বিবেচনা করে খুব দক্ষতার সাথে ব্যাপারটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যে মানুষটা ভয়ংকর সব কল্পনা দিয়ে ঘেরা এক জগতে বাস করছে, কল্পনাগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হচ্ছে কি না–এই প্রশ্নটা সম্ভবত তার মাথায় এসেছিল ; আর যদি তাই হয়ে থাকে, সে এর খারাপ দিকগুলো অগ্রাহ্য করেছিল, কারণ সেও তো তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। তাকে আমি এজন্য কখনোই দোষ দিই না–তার স্বামী কোনো রেসের ঘোড়া নয়, যে প্রশ্রয় দাও, লালন-পালন করো, আর যখন সে আর কাজে আসছে না তখন খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দাও ; সে মানুষটাকে ভালোবাসত। তার নিজের মতো করে, জেন থর্প চমৎকার একজন মহিলা। রেগের সাথে সেই শুরুর সময় থেকে সুসময় পর্যন্ত এবং সুসময় থেকে এই চরম দুঃসময় পর্যন্ত একসাথে থাকার পর, সেও ব্যেলিসের সাথে একমত হবে, টিলাটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো আর পড়ে যাওয়া নিয়ে আফসোস কোরো না। অবশ্য, যত বেশি টিলা, দড়িটা ফস্কে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি... কখনো কখনো আচমকা ফস্কে যাওয়াটাও একা আশীর্বাদ– আমি লিখে দিতে পারি, কারো কোনো দ্বিমত আছে ?

'আমি ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দুজনের চিঠির উত্তর পেলাম–সূর্যের নতুন কিরণের মতোই আশাব্যঞ্জক সেসব চিঠি... যদিও সেই সূর্য কিরণে কিছু একটা ছিল যা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন... যাহোক, সস্তা দার্শনিক কথাবার্তাগুলোর জন্য কিছু মনে করবেন না। আমি যা বলতে চাই সেটা যদি আমার মাথায় ঠিক মতো আসে, তাহলে আমি সেটা বলে ফেলি। আচ্ছা, বাদ দেন।

'প্রতিদিন রাতে সে পাশের বাড়ির কলেজ-পড়ুয়া ছোকরাগুলোর সাথে হার্টস খেলছে, পাতাঝরার সময় আসতে আসতে তারা তাকে আকাশ থেকে নেমে আসা সাক্ষাৎ দেবতা গোছের কিছু ভাবা শুরু করে দিয়েছে। তাস বা ফ্রিসবি না খেললে পরে দেখা যায় তারা সাহিত্য নিয়ে আলাপ করছে, রেগ সুন্দরভাবে তাদের মতো করে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। স্থানীয় পশ্বালয় থেকে সে একটা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছে,

BanglaBook.org

সেটাকে নিয়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হয়, ব্লকের অন্যদের সাথে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কুশল বিনিময় করে। যারা থর্পকে আজব কিসিমের কিছু মনে করত তাদের ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে। জেন যখন প্রস্তাব করল, কারেন্টের লাইন তো নেই, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য কাউকে রাখলে ভালো হয়, রেগ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। টাকা কোনো ব্যাপার নয়–*আন্ডারওয়ার্ল্ড ফিগার্স*-এর পর তখন পর্যন্ত টাকা নিয়ে তাদের ভাবতে হয়নি–সমস্যাটা আসলে, জেন যেমনটা বুঝেছিল, তাদেরকে নিয়ে। *তারা* সবখানে আছে, রেগ তাই ভাবত, আর এরচেয়ে ভালো চর তাদের আর কী হতে পারে যে মহিলা বাড়ির সর জায়গায় যাবে, বিছানার নিচে দেখবে এবং সম্ভব হলে ড্রয়ারগুলোও বাদ দেবে না, যদি না সেগুলো তালা মেরে পেরেক পুঁতে পাকাপা কীভাবে বন্ধ করা থাকে।

'কিন্তু রেগ তাকে বাধা দিল না, বরং বলল, একথাটা আগে ভাবেনি বলে নিজেকে নাকি পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞানহীন মনে হচ্ছে, তারপরেও–সে আমাকে এটাও বলল গৃহস্থালির ভারি কাজগুলো রেগ নিজের হাতে করত, যেমন ধরুন কাপড় কাচা। শুধু একটা ছোট্ট অনুরোধ ছিল তার : ঐ মহিলা যেন ভুলেও স্টুডিতে না ঢোকে। 'সবচেয়ে ভালো যে ব্যাপারটা, জেনের জন্য যেটা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক, সেটা হলো, রেগ আবার কাজে নেমে পড়েছে, এবার একটা আনকোরা নতুন উপন্যাস। প্রথম তিনটা অধ্যায় সে পড়ে দেখেছে, অসাধারণ। এর সবই, জেন বলল, তখন থেকে শুরু হয়েছে যখন আমি তার 'দি ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট'কে *লোগানস্*-এর জন্য নির্বাচিত করলাম-তার আগে জীবন আর মৃত্যুর মাঝে তার খুব একটা পার্থক্য ছিল না। আর এ কারণে সে আমার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

শেষের ঐ কথাটা সে মন থেকেই বলেছিল আমার বিশ্বাস, কিন্তু তার কৃতজ্ঞতাবোধে ছিল না কোনো উত্তাপ, আর তার সেই চিঠির সূর্যকিরণ অনেকটাই ম্লান বলে মনে হচ্ছিল–এই তো, আমরা আবার

BanglaBook.org

সেই কথায় ফিরে যাচ্ছি। তার চিঠিতে সূর্যের যে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা সেইসব দিনগুলোর মতো যখন আকাশে অনেক মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুখানি সূর্য উঁকি মারে, আর তা দেখেই আপনি বুঝতে পারেন আজ তুমুল বৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

'এত্তগুলো ভালো ভালো খবর– হার্টস, কুকুর, কাজের মহিলা, নতুন উপন্যাস–তারপরও জেনের বিচারবুদ্ধি তাকে পুরোপুরি খুশি হতে দিচ্ছিল না... অন্তত আমার তাই মনে হলো, সেই ঘোরের মধ্যেও। রেগের মধ্যে সাইকোসিসের লক্ষণগুলো প্রকাশ পাচ্ছিল। সাইকোসিস একদিক দিয়ে ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো কোনোটাই নিজে থেকে সেরে যায় না, যদিও উন্মাদ এবং ক্যান্সারের রোগী উভয়ই অল্পকিছু দিনের জন্য ভালো বোধ করে।

'আমি কি আরেকটা সিগারেট নিতে পারি ?'

লেখকের স্ত্রী তাঁকে একটা সিগারেট দিলেন।

'তাছাড়া', রনসনটা ধরিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি, 'রেগের অন্ধবিশ্বাসের চিহ্নগুলো তার চারপাশে রয়েছে সবসময়। ফোন নেই ; ইলেক্ট্রিসিটি নেই। সবগুলো সুইচবোর্ড সে র‍্যাপিং পেপার দিয়ে আগাগোড়া মুড়িয়ে রেখেছে। টাইপরাইটারে নিয়মিত খাবার দেয়, ঠিক যেমনটা তার নতুন কুকুরের বাচ্চাটাকে সে দিয়ে থাকে। পাশের বাড়ির ছেলেগুলো তাকে মনে করে অসাধারণ এক লোক, কিন্তু তারা তো আর দেখে না যে সকালে খবরের কাগজ সে রাবারের গ্লাভস্ পরে ধরে, রেডিয়েশনের ভয়ে। তারা রাতে ঘুমের ঘোরে তার বকবকানিও শুনতে পায় না, কিংবা এটাও তারা জানে না তাকে শান্ত করার দরকার হয় যখন সে আচমকা কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করতে থাকে এবং দুঃস্বপ্নটা কিছুতেই মনে করতে পারে না।

'আপনি', তিনি লেখকের স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।– 'নিশ্চয়ই ভাবছেন জেন কেন এতকিছুর পরেও রেগের সাথে থাকছে। আপনি কোনো কথা না বললেও মনে মনে এটাই ভাবছেন। ঠিক ?'

BanglaBook.org

লেখকের স্ত্রী হ্যাঁ-সূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

'আর হ্যাঁ, আমি যে গল্পটা বলছি সেটা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্য কোনো লেকচার শুরু করার ইচ্ছে আমার নেই–সত্যি ঘটনার একটা সুবিধার দিক হলো, *কী কী ঘটেছে* শুধু সেটুকু বললেই চলে। কেন ওরকম হলো সেটা নিয়ে অন্যদের মাথা ঘামাতে দাও। সাধারণত কেউই ঠিক করে কেন'র উত্তর দিতে পারে না... বিশেষ করে যারা মনে করে যে ব্যাপারটা তাদের জানা।

'কিন্তু জেন থর্পের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ধোয়ামোছার জন্য মাঝবয়সী এক কালো মহিলার ইন্টারভিউ সে নিয়েছে। সেই মহিলার সাথে জেন যথাসম্ভব খোলাখুলিভাবে তার স্বামীর অদ্ভুতুড়ে আচরণ সম্পর্কে কথা বলেছে। সেই মহিলা, গারট্রুড রুলিন যার নাম, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, এরচেয়ে ঢের অদ্ভুত ঘটনা মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা তার আছে। রুলিনের প্রথম সপ্তাহটা জেন কাটিয়ে দিল কী ঘটে না ঘটে এসব দুশ্চিন্তা করতে করতে–যেমনটা পাশের বাড়ির ঐ ছেলেগুলোর সাথে রেগের মেলামেশার প্রথমদিকে হয়েছিল। কিন্তু রেগ ছেলেগুলোর সাথে যেমন সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিল, গারট্রুডের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না। তার সাথে রেগের অনেক কথা হলো, গির্জায় কাজ করার গল্প, স্বামী, সন্তান, তার ছোট ছেলে জিমি, গারট্রুডের মতে যে কি না দুষ্টুমিতে ডেনিস দি মেনিসকেও হার মানায়। তার বাচ্চাকাচ্চা মোট এগারোটা, তবে সবচেয়ে বড়জন আর তার পরের জনের মাঝে নয় বছরের ফারাক। ব্যাপারটা গারট্রুডের জন্য সত্যিই বেশ কঠিন।

'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছিল রেগ বুঝি সুস্থ হয়ে উঠছে.. অন্তত, বিষয়টি যদি রেগের মতো করে সেভাবে দেখা হয়। আসলে তার পাগলামি কিন্তু আগের মতোই আছে, কমেনি একটুও, আমার বেলাতেও সেসময় একই কথা খাটে। পাগলামি অনেকটা ফ্লেক্সিবল বুলেটের মতো। তবে যেকোনো গোলাবারুদ বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি বলবেন দুটো বুলেট কখনোই হুবহু একই রকম হতে পারে না। রেগের

BanglaBook.org

নতুন চিঠিতে ছিল নতুন উপন্যাস সম্পর্কে কিছু কথা, তারপর সোজা ফর্নিটের প্রসঙ্গ। ফর্নিট নিয়ে সাধারণ আলোচনা, আর সেই সাথে বিশেষভাবে র‍্যাক্‌ন্‌-এর ব্যাপারে কিছু কথা। রেগ আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল তারা ফর্নিটকে আসলেই মেরে ফেলতে চায়, নাকি– এটা হওয়ার সম্ভাবনাই তার কাছে বেশি মনে হয়েছিল–ফর্নিটটাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে গিয়ে ওটার উপর গবেষণা চালাবে। চিঠির শেষ কথাটা ছিল, 'হেনরি, আপনার সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে আমার ক্ষুধা এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি– দুটোরই উন্নতি হয়েছে। আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আপনার স্নেহধন্য, রেগ। 'তারপর নিচে একটা পুনশ্চতার গল্পটার জন্য পত্রিকার ইলাস্ট্রেটরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কি না জানতে চেয়ে। এটা পড়ে আমার পেটের মধ্যে অপরাধবোধটা দু-একবার মোচড় দিয়ে উঠল। ছুটে গেলাম লিখার কেবিনেটের দিকে।

'রেগের যেমন ফর্নিট ; আমার তেমন ইলেক্ট্রিসিটি।

'চিঠিটার উত্তরে ফর্নিটের ব্যাপারে সামান্যই লিখলাম– ততক্ষণে সত্যি সত্যিই রেগকে প্রশয় দেয়ার কাজটা করা হয়ে গেছে, অন্তত একটা বিষয়ে, আমার মায়ের বিয়ের আগেকার পদবিওয়াল একটা পুঁচকে ভূত, যার বানান ভুল করার ধরন ঠিক আমার মতো, সেই অদ্ভুত প্রাণীটা আমার কাছে মোটেও আকর্ষণীয় মনে হলো না। 'আমার কাছে যেটা ক্রমেই অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হতে লাগল সেটা হলো ইলেক্ট্রিসিটি, আর মাইক্রোওয়েভ, সেই সাথে আর.এফ. এফ. ওয়েভ, ছোটখাটো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আর.এফ. ইন্টারফিয়ারেন্স, আরো যে কত কী সেটা ওপরওয়ালাই ভালো জানেন। লাইব্রেরিতে গিয়ে এসব বিষয়ের উপর বইপত্র নিয়ে আসলাম ; বই কিনলাম। বইগুলোর বিষয়বস্তু ভয়াবহ... আর আমি তো তা-ই খুঁজছিলাম।

'আমি আমার ফোন এবং কারেন্ট– দুটোর লাইনই কেটে দিলাম। কিছু সময়ের জন্য এটা উপকারে এল। কিন্তু, এক রাতে আমি মাতাল হয়ে টলতে টলতে দরজা দিয়ে ঢুকছি। একহাতে ব্ল্যাক ভেলভেটের বোতল। আরেকটা হাত টপকোটের পকেটে। হঠাৎ দেখি একটা ছোট্ট লাল চোখ ছাদ থেকে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কী বলব,

BanglaBook.org

এক মিনিটের জন্য আমার মনে হলো বুঝি হার্ট অ্যাটাক করতে যাচ্ছি... কালো রঙের বিশাল এক পোকা, যার চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

'গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে যা দেখলাম তা আমাকে স্বস্তির পরিবর্তে অস্বস্তিই দিল বেশি। জিনিসটা ভালো মতো চোখে পড়তেই পুরো মাথাটা জুড়ে তীব্র ব্যথার একটা স্রোত অনুভব করলাম– ঠিক যেন একটা রেডিও ওয়েভ মাথাটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো যেন কোটরের মধ্যে চোখজোড়া উল্টোদিকে ঘুরে গেছে আর নিজের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কোষগুলো একে একে মারা যাচ্ছে । ওটা ছিল একটা স্মোক ডিটেক্টর। ১৯৬৯ সালের কথা বলছি। তখনকার সময় স্মোক ডিটেক্টর জিনিসটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের চাইতেও ছিল তুলনামূলকভাবে আধুনিক।

'অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একদৌড়ে আমি নিচতলায় গেলাম। সেসময় আমি থাকতাম ছয়তলায় আর যখনকার কথা বলছি তখন সবসময় সিঁড়িই ব্যবহার করতাম। নিচতলায় এসে সুপারের দরজায় দমাদম বাড়ি মারতে থাকলাম। বললাম ওটা *দূর করো, এক্ষুণি*, আজ *রাতের* মধ্যে, *এক ঘণ্টার মধ্যে*। সুপার আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমার মাথা পুরোপুরি গেছে, একেবারে *বনজো সেকো*, কথাটা ব্যবহারের জন্য মাফ করবেন। স্মোক ডিটেক্টর দেখে আমার বরং ভালো লাগা উচিত ছিল, এটা আমাকে *নিরাপত্তা* দেবে। এখন অবশ্যই স্মোক ডিটেক্টর লাগানোটা আইন। কিন্তু তখন এটা ছিল ভাড়াটিয়া সংঘের পক্ষে একটা বিশাল অর্জন।

'সুপার সেটা খুলে দিলেন–বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু তিনি যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তাতে আমি কিছুটা হলেও তার মনোভাব বুঝতে পারলাম। শেভ করা দরকার। আমার গা থেকে ভকভক করে হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে। মাথার চুলগুলো সব জট পাকিয়ে আছে। টপকোটটাও ময়লা। সুপার জানেন আমি আর কাজে যাই না। স্বেচ্ছায় ফোন এবং কারেন্টের লাইন কেটে দিয়েছি। আমাকে সে পাগল ছাড়া আর কী ভাববে।

BanglaBook.org

'রেগের মতো আমিও হয়ত পাগলামি করছিলাম–কিন্তু আমি গাধা ছিলাম না। অন্যদের বশে আনার ক্ষেত্রে সম্পাদকদের একটা সহজাত ক্ষমতা থাকে, আমার সেই বিশেষ ক্ষমতার কিছুটা প্রয়োগ করলাম। মামলাটা খতম করতে দশ ডলার লাগল। কিন্তু, পরবর্তী দুই সপ্তাহ বিল্ডিঙের লোকজন আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, সেটা দেখেই আমি বুঝলাম ঘটনা ছড়িয়েছে ভালোই। ভাড়াটিয়া সংঘের কেউ এসে আমাকে ঘাঁটায়নি। কারণ, আমার মনে হয়, তারা ভেবেছিল আমি হয়ত তাদের ছুরি হাতে তাড়া করব।

'যাহোক, সেই সন্ধ্যায় ঐ ধরনের চিন্তা আমার মাথায় খুব একটা আসেনি। জানালার পাশে বসে আছি। একহাতে বোতল, আরেক হাতে সিগারেট। জানালা দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর যে আভা আমার ঘরে ঢুকছে, সেটার কথা বাদ দিলে গ্যাস বাতিটাই আমার তিনটা ঘরে আলোর একমাত্র উৎস। স্মোক ডিটেক্টরটা সিলিঙে যেখানটায় আটকানো ছিল, সেই ফাঁকা প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিনের বেলায় যেটা এতই নগণ্য ছিল যে আমার চোখেই পড়েনি, অথচ রাতে সেটার চোখের লাল চাহনি আমার প্রাণবায়ু আর একটু হলেই বের করে দিচ্ছিল। যদিও আমার এখানে কারেন্ট নেই, তারপরেও এটা ভাবতেই অস্বস্তি লাগে যে একটা জ্যান্ত কিছু আমার চৌহদ্দির মধ্যে সবসময় নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

আর... একটা যদি থাকে, তাহলে আরো থাকতে পারে।

'যদি না-ও থাকে, তবু পুরো বিল্ডিংটায় কেবল তার আর তার। ঠিক যেমন ক্যান্সারের রোগীর সারা দেহে কেবল অসুস্থ কোষ আর পচন ধরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চোখ বুজে আমি সেই তারগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলাম, যেন অন্ধকারে সবুজ আভায় জ্বলজ্বল করছে। তার সাথে পুরো শহরটা। মোটমুটি নির্দোষ একটা তার সুইচবোর্ড পর্যন্ত গেছে, সেখান থেকে আরেকটু মোটা একটা তার গেছে বেসমেন্টে... সেখান থাকে আরো মোটা একটা তার গিয়ে মিশেছে রাস্তার নিচে বসানো হাজার তারের মাঝে। এই তারগুলো এত মোটা যে এগুলোকে আসলেই কেবল বলা চলে।

BanglaBook.org

'জেন থর্পের চিঠি থেকে জানলাম রেগ তার বাসার সমস্ত সুইচবোর্ড ঢেকে ফেলেছে। আমার মনের একটা অংশ আমাকে বলল এটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু, মনের বেশির ভাগটাই যে তখন অংশের দখলে, সেই অংশটা আমাকে বলল 'কী চমৎকার আইডিয়া !' পরদিনই আমি বাসার সবগুলো সুইচবোর্ড একইভাবে ঢেকে দিলাম। আমিই হলাম সেই, একবার ভাবুন, যার কি না রেগ থর্পকে সাহায্য করার কথা। বেপরোয়াভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে ব্যাপারটা সত্যিই হাস্যকর।

'সেই রাতেই আমি ম্যানহাটন ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। অ্যাডাইরোনড্যাকসে আমার একটা পুরনো পারিবারিক ভিটা আছে, সেখানে যাওয়াটাই ভালো হবে মনে হলো। একমাত্র যে কারণে আমি তখনো শহরে পড়ে আছি, সেটা হলো রেগ থর্পের গল্প। যদি 'দি ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট' রেগের পাগলামির সমুদ্রে একমাত্র ভেলা হয়, সেই ভেলাটা আমারও বটে– চাচ্ছিলাম কোনো ভালো পত্রিকায় গল্পটা প্রকাশ করতে। সেটা হয়ে গেলে, এই নরক ছেড়ে চলে যেতে বিন্দুমাত্র দেরি করব না।

'এই যে থর্পের সাথে লটকে গেলাম, একটা অঘটন না ঘটা পর্যন্ত বুঝি আমার আর মুক্তি নেই। আমাদের অবস্থা তখন দুই নেশাখোরের মতো, যারা হেরোইন আর গাঁজার মধ্যে কোনটা ভালো সেটা বের করার চেষ্টা করছে। রেগের ফর্নিট থাকে টাইপরাইটারের মধ্যে, আমারটা দেয়ালের মধ্যে। আসলে ফর্নিট থাকে আমাদের দুজনের মাথার মধ্যে।

'আরো আছে সেই তারা। ভুলে যাননি নিশ্চয়ই। থর্পের গল্পটা বিক্রির জন্য ঘোরাঘুরি শুরু করার বহু আগে থেকেই জানতাম ঐ তারা বলতে যাদেরকে বোঝায়, তাদের মধ্যে নিউ ইয়র্কের প্রতিটি পত্রিকার ফিকশন এডিটর আছে। ১৯৬৯-এর শরৎ নাগাদ তাদের সংখ্যা যে অনেক বেশি ছিল, এমন নয়। সবকটাকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে মারতে চাইলে শটগানের একটা গোলাই যথেষ্ট। আর গোড়া থেকেই এই আইডিয়াটা আমার বেশ মনে ধরেছিল।

BanglaBook.org

'তাদের মতো করে ব্যাপারটা বুঝতে আমার প্রায় পাঁচ বছর লেগেছিল। সুপারের সাথে আমার যখন দেখা হলো ততদিনে ভালোই শীত পড়া শুরু করেছে। সে আমার কাছে এসেছিল বড়দিনের বখশিস নিতে কিন্তু তাকে আমি হতাশ করলাম। আর অনা বলতে গেলে... দুঃখের কথা কী আর বলব, তাদের অনেকেই ছিল আমার বন্ধু। জ্যারেড বেইকর, *এসকোয়াইয়্যর*-এর তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিকশন এডিটর। জ্যারেড আর আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একই রাইফেল কোম্পানিতে ছিলাম। হেনরি উইলসনের নতুন এবং আরো উন্নত সংস্করণ যখন আসল, শুধু অস্বস্তি নয়, এরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রেগের গল্পটার সাথে একটা যুৎসই চিঠি লাগিয়ে যদি তখন ছেড়ে দিতাম, তবে সেটা বিক্রি হয়ে যেত নির্ঘাৎ। কিন্তু আমি তো সেটা করতে পারি না, রেগের গল্পের ব্যাপারে একটা *পার্সোনাল ট্রিটমেন্ট* থাকা চাই। তাই গল্পটা সাথে করে দরজার দরজায় ধর্না দিতে লাগলাম। একজন প্রাক্তন সম্পাদক। বনমানুষের মতো অবস্থা। গা থেকে যার বিশ্রী গন্ধ আসছে। চোখ দুটো লাল। থুতনির বাঁ-পাশে একটা পুরনো আঘাতের চিহ্ন, রাতের অন্ধকারে বাথরুমের দরজায় বাড়ি খেয়ে এই দশা। যদ্দুর মনে পড়ে আমার পোশাকে *বেলেভ্যু-বাউন্ড* কথাটা লেখা ছিল।

'এই লোকগুলোর সাথে দেখা করার জন্য তাদের অফিসে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। আসলে, আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভব ছিল না। সেদিন আর নেই যখন আমি এলিভেটরে চড়ে চল্লিশ তলা উপরে উঠে যেতে পারতাম। তাই দেখা করার জন্য বেছে নিলাম পার্ক কিংবা সিঁড়ি–নেশাখোররা যেভাবে মাদক বিক্রেতাদের সাথে দেখা করে আর কি। জ্যারেড বেকারের কথা বলতেই হয়। সে-ই একমাত্র লোক, যে আমার সাথে দেখা করার সময় একটা ফাস্টফুডের দোকানে নিয়ে গিয়ে ভালোমন্দ দুটো খাইয়ে ছিল। সেদিন আর নেই, আগেই বলেছি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি আমার মতো একটা জংলীকে সাথে নিয়ে ভদ্রলোকদের রেস্তোরাঁয় যাবে– এটা ভাবা যায় না।'

এজেন্ট নাক সিঁটকালেন।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, গল্পটা পড়ে দেখব–এরকম দায়সারা গোছের প্রতিশ্রুতি সবার কাছ থেকেই পেলাম। তারপর আমার ব্যাপারে টুকটাক খোঁজ-খবর ; কেমন আছি, মদ খাওয়ার কী অবস্থা, এই সব আর কি। আমার আবছা আবছা মনে আছে, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমি ইলেক্ট্রিসিটি এবং রেডিয়েশন সম্পর্কে বলেছিলাম। বলেছিলাম কী করে সবার মাথার বারোটা বাজছে। *অ্যামেরিকান ক্রসিং*-এর সম্পাদক অ্যান্ডি রিভার্সকে যখন কথাটা বললাম তখন সে উত্তরে বলেছিল আমার নাকি সাহায্যের দরকার। এটা শুনে আমিই উল্টো তাকে বললাম, সাহায্যের দরকার যদি কারো থাকে তাহলে সে-ই সেই ব্যক্তি।

'রাস্তায় লোকগুলোকে দেখছো ?' বললাম আমি। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ওয়াশিংটন স্কয়ার পার্কে। 'লোকগুলোর অর্ধেকের মাথায়, না না, চারভাগের তিনভাগের মাথায় ব্রেইন টিউমার আছে। বাজি ধরে বলতে পারি। যদি আমার কথা ভুল হয় তাহলে থর্পের গল্প তোমার কাছে বেচব না। অ্যান্ডি, শহরের এই ব্যাপারটা যে কেন তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার ব্রেইন একটা ইলেক্ট্রিক চেয়ারের উপর রয়েছে, আর তোমার সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই।'

'আমার হাতে গল্পটার একটা কপি ছিল, খবরের কাগজের মতো রোল করে রাখা। সেটা দিয়ে তার নাকে একটা গুঁতো দিলাম। কোনায় দাঁড়িয়ে একটা কুকুর যখন পেশাব করতে থাকে তখন সেটাকে যেভাবে গুঁতানো হয়, ঠিক সেইভাবে। তারপর গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেলাম। মনে আছে, সে চিৎকার করে আমাকে ডাকছিল, এককাপ কফি খাওয়ার জন্য, সেই সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আরো কিছু আলাপ-আলোচনা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ততক্ষণে একটা রেকর্ডের দোকান পর্যন্ত এসে পড়েছি। দোকানটায় ডিসকাউন্ট চলছে আর কান ফাটানো শব্দে হেভি মেটাল বাজছে। পাশেই ফ্লুরোসেন্ট বাতির শীতল আলো। সেটা দেখামাত্র আমার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দ শুরু হলো। অ্যান্ডি কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল সেই শব্দের নিচে। মাথায় তখন দুটো চিন্তা– শহর থেকে অতিদ্রুত বেরিয়ে যেতে হবে, নয়ত আমার মাথার মধ্যে

BanglaBook.org

নির্ঘাৎ একটা ব্রেইন টিউমার বাসা বাঁধবে। আর, আমাকে এক্ষুণি মদ খেতে হবে।

'সে রাতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে দরজার নিচে একটা চিরকুট পেলাম, 'দূর হয়ে যা, মাথা-নষ্ট'। দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই ছুড়ে ফেলে দিলাম সেটা। প্রতিবেশী ভাড়াটেদের বেনামি চিরকুটের চাইতে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যেগুলো আমার মতো ঘাঘু মাথা-নষ্টদের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

'রেগের গল্প সম্পর্কে অ্যান্ডি রিভার্সকে কী বলেছি না বলেছি সেটাই তখন আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে যত বেশি ভাবছি–তত বেশি মদ আমার গলা দিয়ে নামছে–আর যত বেশি মদ পেটে পড়ছে ঘটনাটা আমার কাছে তত পরিষ্কার হচ্ছে। 'ফ্লেক্সিবল বুলেট' জিনিসটা মজার, উপরে উপরে সহজ, কিন্তু ভেতরে... জিলাপীর প্যাঁচ। আমি কি সত্যিই ভাবতাম যে শহরের আর কোনো সম্পাদক গল্পটাকে পুরোপুরি অনুভব করার ক্ষমতা রাখে ? কোনো এককালে হয়ত ভাবতাম, কিন্তু এতসব কিছুর পর এখনো কি আমি তেমনটাই ভাবি ? সত্যিকার অর্থেই কি আমার মনে হতো যে এসব লোক যারা কারেন্টের তারের ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে সারাদিন বসে থাকে, তাদের বোধশক্তি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট আছে, হায়, কারেন্ট চুঁইয়ে চুঁইয়ে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়।

'দিনের আলো যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে *টাইমস্* পড়ছিলাম। পত্রিকাটার মধ্যে ডুবে গিয়ে সবকিছু ভুলে চেষ্টা আর কি। তো, একটা পাতায় একটা লেখা দেখলাম, কীভাবে পারমাণবিক চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে– সে ব্যাপারে। এখানে বলা ছিল– যতটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ হাওয়া হয়ে গেছে যদি কোনো উপযুক্ত হাতে পড়ে তবে তা দিয়ে সহজেই জঘন্য সব পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি হতে পারে।

'সূর্যটা যখন ডুবল তখন আমি বসে আছি রান্নাঘরে। আর, মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তারা যেন প্লুটোনিয়ামের গুঁড়ো নিয়ে

BanglaBook.org

পরিকল্পনা করছে, ১৮৪৯-এর সোনার খনি ব্যবসায়ীদের মতো। পার্থক্যটা হলো, *তারা* গোটা শহরটা উড়িয়ে দিতে চায় না। *তারা* কেবল চায় গুঁড়োটা শহরময় ছড়িয়ে দিতে, যাতে করে প্রত্যেকের মাথার বারোটা বাজে। তারা মন্দ ফর্নিট, আর তাদের ঐ তেজস্ক্রিয় ধুলোটা হলো দুর্ভাগ্যের ফর্নাস। সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট দুর্ভাগ্যের ফর্নাস।

'শেষমেশ ঠিক করলাম রেগের গল্পটা বেচব না– অন্তত নিউ ইয়র্কে তো নয়ই। চেকটা হাতে পেলেই এই শহর ছেড়ে পালাব। যখন সবকিছু সামলে নিতে পারব, তখন শহরের বাইরের কোনো ম্যাগাজিনে গল্পটার একটা গতি করা যাবে। *সিউয়্যানি রিভিউ*-তে পাঠানো যেতে পারে, *আইওয়া রিভিউ*-ও খারাপ না। রেগকে পরে বুঝিয়ে বললেই হবে। সে বুঝবে। মনে হচ্ছে একটা সমাধান পাওয়া গেল। সেই আনন্দে একটা ড্রিংকস্ নিলাম। তারপর সেই ঝোঁকে চলল আরো একটা। তার পরেরটায়, ড্রিংকস্-ই আমাকে নিয়ে নিল। বলতে গেলে। আবার আমার ব্ল্যাক আউট হলো। আরো একটা ব্ল্যাক আউট তখনো আমার বাকি আছে।

'পরের দিন আর্ভিন কোম্পানির চেকবই আমার হাতে এল। একটা চেক রেডি করে সেই 'কো-ড্রয়ার' বন্ধুর কাছে গেলাম। তারপর গতানুগতিক ক্লান্তিকর ক্রস-এগ্‌জামিনেশনের পালা। এবার অবশ্য আমি আর অধৈর্য হলাম না। সিগনেচার চাইলাম। পেয়েও গেলাম। একটা বিজনেস সাপ্লাই স্টোরে গিয়ে অতঃপর আমি আর্ভিন কোম্পানির সিল বানালাম। একটা বিজনেস এনভেলপে ফিরতি ঠিকানা, রেগের ঠিকানা ইত্যাদি টাইপ করে (মিহি চিনির গুঁড়ো আমার টাইপরাইটারে আর নেই কিন্তু কী-গুলোর আঠালো ভাবটা তখনো যায়নি), সিল-ছাপ্পড় মেরে, এমন ঘষামাজা করলাম যে সেটা দেখে কে বলবে ঐ চিঠিটা ভুয়া। এক পাঁড় মাতাল, যার গায়ে রাজ্যের দুর্গন্ধ, দশদিন ধরে যে আন্ডারওয়্যার পাল্টায়নি, সে ঐরকম একটা কাজ করতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

সম্পাদক কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে ঘড়ি দেখলেন। তারপর, গুরুত্বপূর্ণ শহরে এসে পড়লে ট্রেনের কন্ডাক্টর

BanglaBook.org

যেমনিভাবে হাঁক দেয়, সেরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'আমরা এখন গল্পের সেই অংশে পৌঁছে গেছি, যেটা ব্যাখ্যার অতীত।'

'দুইজন সাইকায়াট্রিস্ট এবং কয়েকজন মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী আমার জীবনের পরবর্তী তিরিশ মাস বা তারও বেশি সময় ধরে আমার চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আমার কাহিনীর এই অংশটুকু তাদেরকে মাথা চুলকাতে বাধ্য করেছিল। তারা চাচ্ছিল যাতে আমি কেবলমাত্র এই অংশটা ভিত্তিহীন বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে তারা বলতে পারবে আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। তাদের মধ্যে একজন লিখেছিল, 'আপনি আমাদেরকে যা যা বলেছেন তার মধ্যে কেবল এই অংশটাকে যুক্তির ভুল প্রয়োগই পারবে আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। তাদের মধ্যে একজন লিখেছিল, 'আপনি আমাদেরকে যা যা বলেছেন তার মধ্যে কেবল এই অংশটাকে যুক্তির ভুল প্রয়োগ হিসেবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না-- যদি না, যুক্তির মূল ধারণাটা পাল্টে ফেলা হয়। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কথা শুনলাম। বললাম, ঐ অংশটা ভিত্তিহীন। কারণ, তারা জানুক আর না জানুক–আমি জানতাম–আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি। পাগলাগারদ থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিল, যদি এখান থেকে খুব শিগ্‌গিরই বেরোতে না পারি, তাহলে হয়ত আমার মাথাটা আবার যাবে। তাই আমি আমার নিজের কথা অস্বীকার করলাম–পায়ে আগুনের ছেঁকা লাগলে পরে গ্যালিলিও-ও একই কাজ করেছিলেন। কিন্তু মন থেকে আমি কখনো নিজেকে অবিশ্বাস করিনি। আমি বলছি না আমার কথা আগাগোড়া সত্যি, আমি শুধু তা-ই বলব যা আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করি। এই গুণটা হয়ত তেমন আহামরি কিছু নয়, কিন্তু আমার কাছে এটাই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'তাহলে বন্ধুগণ, শুনুন ব্যাখ্যাতীত সেই কাহিনী:

'পরবর্তী দুদিন কেটে গেল সবকিছু গোছগাছ করতে। গাড়ি চালানোর বুদ্ধিটা আমার মোটেও খারাপ লাগল না। ছোটবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম, বৈদ্যুতিক ঝড়ের সময় গাড়ির ভেতরে থাকাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। গাড়ির টায়ারের রাবার খুব ভালো অপরিবাহী

BanglaBook.org

হিসেবে কাজ করে। আমার পুরনো শেভ্রলেতে চড়ে, জানালাগুলো ভালোমতো আটকে কখন যে উড়াল দেবো, তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। শহরটা ছাড়তে পারলেই বাঁচি, ওটা তখন আমার কাছে একটা মূর্তিমান আতঙ্ক-বৈদ্যুতিক মৃত্যুপুরি। যাই হোক, আমার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ছিল ডোম-লাইটের বাল্বটা সরানো, সকেটগুলোয় টেপ মারা, আর গ্যাসলাইটটা যাতে বন্ধ থাকে সে ব্যবস্থা করা।

'অবশেষে সেই রাতটা এল। নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে আমার শেষ রাত। পুরো বাড়িটা ফাঁকা। আছে কেবল একটা ডাইনিং টেবিল, বিছানা, আর মার টাইপরাইটারটা। ওটাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই, তাছাড়া, কি-গুলোতে যে আঠা হয়েছে সেটা কখনো যাবে বলে মনে হয় না। আমার পরে যে এখানে থাকতে আসবে, সে-ই ওটা রাখুক। সাথে ব্যেলিসকেও।

'সূর্য ডুবছে। সেই আলোতে ঘরের রংটা বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অনেকখানি মদ গিলেছি, আমার টপকোটের পকেটে আরো একটা বোতল আছে। বেডরুমের দিকে তাকালাম। ভাবলাম, বিছানায় বসে বসে মদ খাই। মদ খাই আর ভাবি। কারেন্টের আর রেডিয়েশন। মদ খেতে খেতে আর এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব ঠিক করলাম।

'অ্যাপার্টমেন্টে আমার কাজ করার জায়গাটা আসলেই চমৎকার। ঐ জায়গাটা আমি বেছে নিয়েছিলাম এই কারণে যে, পুরো অ্যাপার্টমেন্টে ওখানে সবচেয়ে ভালো আলো আসে। বিশাল একটা পশ্চিমমুখো জানালা, দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায়। ম্যানহ্যাটনের কোনো অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যই বলতে হবে, কিন্তু এসব নিয়ে আমি কখনোই খুব একটা ভাবিনি। জানালাটা আমি উপভোগ করতাম, সেটাই বড় কথা। এমনকি বৃষ্টির দিনেও ঘরটা পরিষ্কার নরম আলোয় ভরে যেত।

'কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আলোটা বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। অস্তগামী সূর্যের টকটকে লাল আলোয় ঘরটা ভরে আছে। দেখে মনে হয় যেন

BanglaBook.org

আগুন লেগেছে। ঘরটা খালি থাকায় বেশ বড় মনে হচ্ছিল। কাঠের মেঝেতে শোনা যাচ্ছিল আমার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি।

'টাইপরাইটারটা রাখা ছিল মেঝের ঠিক মাঝখানে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম ওটার রোলারের মধ্যে একটা কাগজ ঢোকানো। কাগজটা দোমড়ানো-মুচড়ানো। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, একটু আগে, যখন নতুন একটা বোতল আনার জন্য উঠেছিলাম, তখনো ওখানে কোনো কাগজ ছিল না। চারপাশটায় তাকিয়ে দেখলাম, কেউ লুকিয়ে ঢুকে পড়েনি তো। অবশ্য আমি চোর-ছ্যাঁচোরের কথা ভাবছিলাম না, ভাবছিলাম... যদি ভূত-টূত কিছু হয়।

'বেডরুমের দেয়ালটা দেখে বুঝলাম কাগজটা কোত্থেকে এসেছে। বেডরুমের ওয়ালপেপারের একটা অংশ ছেঁড়া।

'দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় পরিষ্কার একটা শব্দ শুনতে পেলাম– ক্ল্যাক !- শব্দটা এল পেছন থেকে। প্রচণ্ড রকম চমকে গিয়ে একলাফে ঘুরে দাঁড়ালাম। হৃদপিণ্ডটা বুঝি লাফ দিয়ে গলায় উঠে এল। আমি তো ভয়ে কাঠ। শব্দটা আমার অতি পরিচিত। শব্দ নিয়ে কাজ করাই যাদের জীবন, তাদের কাছে এই শব্দ না চেনার কোনো কারণ নেই–টাইপরাইটারের প্ল্যাটেন কাগজকে যখন আঘাত করে তখন এরকম শব্দ হয়। এমনকি এরকম একটা সন্ধ্যায় জনমানবশূন্য একটা ঘরেও শব্দটা চিনতে ভুল হবে না, যদিও টাইপরাইটারটা টেপার মতো দ্বিতীয় কোনো প্রাণী সেখানে নেই।'

অন্ধকারের মধ্যে সবাই সম্পাদকের দিকে তাকালেন। সবার মুখ সাদা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই কিছুটা জড়োসড়ো হয়ে বসেছেন। লেখকের স্ত্রী লেখকের একটা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে শক্ত করে ধরে বসে আছেন।

'আমার কেমন যেন একটা অনুভূতি হলো। অপার্থিব। যখন কেউ সব ব্যাখ্যা আর যুক্তির একেবারে প্রান্তে চলে আসে তখন বোধহয় এমনই অনুভূতি হয়। আমার হৃদপিণ্ডটা গলায় এসে আটকে আছে, অথচ... আমার মাথাটা একদম ঠাণ্ডা, মনে প্রশান্ত একটা ভাব।

BanglaBook.org

'*ক্ল্যাক* ! আরেকটা প্ল্যাটেন লাফিয়ে উঠল। এবার নিজের চোখে সেটা দেখতে পেলাম–উপর থেকে তিন নম্বর সারির বাঁ পাশের কি।

'খুব ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসলাম। পায়ের উপর যেন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। থরথর করে কাঁপছি। তারপরও কোনোমতে টাইরাইটারের সামনে বসে পড়লাম। গায়ের নোংরা লন্ডন ফগ টপকোটটা মেঝেতে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল, যেন স্কার্ট পরা কোনো মেয়ে তার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সম্মানটুকু দেখাচ্ছে। টাইপরাইটার আরেকবার *ক্ল্যাক* করে উঠল, দ্রুত, কিছুক্ষণের বিরতি, তারপর আবার। প্রতিটি *ক্ল্যাক*-এর প্রতিধ্বনি একই রকম, যেমনটা হাঁটার সময় আমার পায়ের শব্দে হচ্ছিল। চ্যাপ্টা ধরনের একটা শব্দ।

'ওয়ালপেপারের শুকনো আঠা-মাখা দিকটা টাইপরাইটারের সামনের দিকে দেয়া ছিল। টাইপের অক্ষরগুলো তাই অনেকটা এবড়ো-খেবড়ো হয়ে লেপ্টে গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো পড়তে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না ; আর-এ-সি-কে এন, তারপর আরেকটা ক্ল্যাক হয়ে পুরো শব্দটা দাঁড়াল-আর -এ-সি-কে-এন-ই, ব্যাক্‌ন।

'তারপর' কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। 'এত বছর পরেও ঘটনাটা যে কীভাবে বলব বুঝতে পারি না। আচ্ছা। সহজভাবে বলার চেষ্টা করছি। সব ধরনের বংচং বাদ। দেখলাম, ছোট্ট একটা হাত বেরিয়ে এল, নিচের সারির বি এবং এন কি-এর মাঝামাঝি জায়গা থেকে। হাতটা তারপর গিয়ে স্পেসবারে একটা বাড়ি মারল–এক ঝকটায়, ঢেঁকুর তোলার মতো। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা আবার ভেতরে ঢুকে গেল।'

এজেন্টের স্ত্রী খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলেন।

'আহ্, মার্শা', এজেন্ট নরম স্বরে বললেন। তাঁর স্ত্রী হাসি থামালেন।

'ক্ল্যাকগুলো দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল', সম্পাদক বলে চললেন,'কিছুক্ষণ বাদে আমার মনে হলো আমি বুঝি ঐ ক্ষুদে প্রাণীটার হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যখন কারো পরিশ্রমের মাত্রা তার শারীরিক সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়, তখন সে এমনিভাবে হাঁপাতে

BanglaBook.org

থাকে। আরো কিছু সময় পর বলতে গেলে কোনোকিছুই আর প্রিন্ট হচ্ছিল না। বেশিরভাগ কি-ই আঠায় ভরতি। কাগজে দাগ না পড়লেও যে চাপ পড়ছিল, তাতে অক্ষরগুলো বেশ পড়া যাচ্ছিল। র‍্যাক্‌ন্ ইজ ডি– এপর্যন্ত টাইপ হওয়ার পর ওয়াই-কি-টা আঠায় আটকে গেল। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে কি-টা ছাড়িয়ে দিলাম। ব্যেলিস নিজে থেকে কাজটা করতে পারত কি না জানি না। মনে হয় না। তবে আমি চাচ্ছিলাম না যে সে কি-টা ছাড়ানোর চেষ্টা করুক। তার একটা হাত দেখেই আমার অবস্থা টাইট, পুরোটা দেখলে না জানি কী হয়। উঠে যে একটা দৌড় দেব তারও উপায় নেই। আমার পায়ের সমস্ত শক্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

'*ক্ল্যাক-ক্ল্যাক-ক্ল্যাক*, ছোট্ট অথচ প্রাণপণ তার চেষ্টা। আর প্রতিটা শব্দের শেষে কালি ঝুলি মাখা হাতটা বেরিয়ে আসছে। বি আর এন-এর মাঝ থেকে বের হয়ে স্পেসে চাপ দিচ্ছে। জানি না কতক্ষণ ধরে এমনটা চলেছিল। সাত মিনিট হয়ত। দশ মিনিটও হতে পারে। কিংবা হয়ত অনন্তকাল।

'শেষ পর্যন্ত ক্ল্যাক-ক্ল্যাক করা থামল। বুঝতে পারলাম তার নিশ্বাসের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছে... অথবা হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ... নয়ত মারা গেছে। হার্ট অ্যাটাক বা ঐ জাতীয় কিছু হবে। সত্যিকার অর্থে যেটা আমি বুঝলাম সেটা হলো টাইপে তার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ হয়নি। পুরোটাই ছোট হাতের অক্ষরে। বিরাম চিহ্নের বালাই নেই। অর্থটা দাঁড়ায় এরকম *র‍্যাক্‌ন্ মারা যাচ্ছে ছোট্ট ছেলে জিমির কারণে থর্প জানে না থর্পকে বলো র‍্যাক্‌ন্ মারা যাচ্ছে ছোট্ট ছেলে জিমি তাকে মারছে র‍্যাক্‌ন্ বিশ্বা... এবং* এইটুকুই।

'ততক্ষণে পায়ে কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। হাঁটছিলাম পা টিপে টিপে যাতে হাঁটার শব্দে ব্যেলিসের ঘুম না ভাঙে। যদি সে ঘুম থেকে উঠে আবার টাইপ করতে শুরু করে তাহলেই হয়েছে... আর যদি সে নেহায়েত শুরু করেই দেয় তাহলে ক্ল্যাক শব্দটা হওয়ামাত্র আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করব। আমার

BanglaBook.org

হৃৎপিণ্ড বা মাথা, কিছু একটা বার্স্ট না হওয়া পর্যন্ত সেই চিৎকার আর থামবে না।

'আমার গাড়িটা নিচে রাস্তায় পার্কিং লটে রাখা ছিল। রওনা দেয়ার জন্য একদম রেডি। ড্রাইভিং সিটে বসলাম। টপকোটের পকেটে রাখা বোতলটার কথা খেয়াল হলো। হাত এত কাঁপছিল যে হাত ফস্কে বোতলটা পড়ে গেল। সিটের উপর পড়ল বলে রক্ষা, নইলে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।

'ব্ল্যাক আউটগুলোর কথা আমার মনে পড়ল। বিশ্বাস করুন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি একটা ব্ল্যাক আউট চাচ্ছিলাম, পেলামও তাই। ব্ল্যাক ভেলভেটের বোতলে প্রথম চুমুকের কথা আমার মনে আছে। দ্বিতীয় চুমুকটাও মনে করতে পারি। রেডিও ছাড়লাম। মনে আছে, ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার গান হচ্ছিল, 'দি ওল্ড ব্ল্যাক ম্যাজিক'। গানটা পরিস্থিতির সাথে যথেষ্ট মানানসই। বলতে গেলে। যদ্দুর মনে পড়ে, গানের সাথে গলা মেলানো আর মদ ঢেলে গলা ভেজানো, দুটোই আমার একসাথে চলছিল। গাড়িটা ছিল লটের একদম পেছনের সারিতে রাখা, এক কোনায় ট্রাফিক লাইটের আপন তালে জ্বলা-নেভা দেখতে পাচ্ছিলাম। ফাঁকা ঘরে সেই চ্যাপ্টা ধরনের ক্ল্যাক- ক্ল্যাক শব্দের কথা ভাবার চেষ্টা করছিলাম, কিংবা গোধূলির লালচে আভায় ঘরটা কেমন লাগছিল সেটার কথাও মাথায় আনার চেষ্টা করছিলাম। সেই হাঁপিয়ে ওঠার শব্দটা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যেন একটা বডি-বিল্ডিং ফর্নিট আমার টাইপরাইটারের মধ্যে বসে ব্যায়াম করছে। ওয়ালপেপারের ছেঁড়া টুকরোর অমসৃণ পাশটা আমার চোখে ভাসছিল। আজ সন্ধ্যায় অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার আগে সেখানে কী কী ঘটেছিল তার একটা সম্ভব্য বর্ণনা আমার মনের মধ্যে খেলা করছিল। ব্যেলিস হয়ত দেয়াল থেকে ওয়ালপেপারের আলগা কোনোটা ধরার জন্য প্রচুর লাফালাফি করেছে। কারণ ওটাই ছিল ফাঁকা বাড়িতে কাগজের কাছাকাছি একমাত্র বস্তু। তারপর কোনোটা ধরে ঝুলে থেকেছে কিছুক্ষণ। বেশ খানিকটা কসরত করার পর হয়ত সে ওয়ালপেপারটা ছিঁড়তে পেরেছে। তারপর সেই

BanglaBook.org

ওয়ালপেপারের ছেঁড়া টুকরোটা সে মাথায় করে বয়ে টাইপরাইটার পর্যন্ত নিয়ে গেছে মাথায় করে ইয়া বড় একটা পাম-পাতা বয়ে নিয়ে গেলে যেমনটা হবে। কীভাবে সে কাগজটা টাইপরাইটারে সেট করল সেটা নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, যদিও কোনোটাই যুৎসই হলো না। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার গান ততক্ষণে শেষ। ক্রেজি এডির একটা অ্যাড হলো। তারপর শুরু হলো সারাহ্ ভগানের একটা গান 'আম'ম গনা সিটি রাইট ডাউন অ্যান্ড রাইট মাইসেল্ফ এ লেটার'। ঠিক এই কাজটাই আমি সম্প্রতি করেছি। তাই এই গানের সাথে সাথে আমার চিন্তাটুকু সেদিকে মোড় নিল। গানের সাথে গলা মেলাতে লাগলাম। গানের দ্বিতীয় প্যারাতে আসামাত্র আমার ভেতরের নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ সব কিছু মুক্তিবেগে ছুটে বেরিয়ে আসল। প্রচণ্ড রকম বমি হতে লাগল। কেউ একজন আমার পিঠে জোরে জোরে থাবা দিচ্ছিল আর কনুইটা ধরে উপর-নিচে করছিল। এই সে ফেরিওয়ালা। যতবার সে আমার কিন্তু উঁচু করে ততবার আমি ঢেলে দিই। ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসছিল তা কেবল ব্ল্যাক ভেলভেট নয়, সাথে নদীর পানিও ছিল। এমনিভাবে চলতে চলতে যখন কিছুটা হুঁশ হলো তখন বাজে সন্ধ্যা ছয়টা। ইতিমধ্যে তিনদিন পার হয়ে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে বুঝলাম, আমি পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়ার জ্যাকসন নদীর তীরে পড়ে আছি। পিটস্‌বার্গের প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে। আমার গাড়িটা কাছেই উল্টে আছে। ওটার বাম্পার ম্যাক্‌কার্থির স্টিকারটা তখনো পড়া যাচ্ছে।

'আরেকটা ফ্রেস্কা হবে ? আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

লেখকের স্ত্রী নিঃশব্দে তাঁকে একটা বোতল এনে দিলেন। সেটা দেয়ার সময় তিনি আবেগের বশে ঝুঁকে পড়ে সম্পাদকের কুঁচকানো কুমরি-মার্কা গালে একটা চুমু দিলেন। সম্পাদক হাসলেন, অন্ধকারে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। মহিলা হিসেবে লেখকের স্ত্রী অত্যন্ত যত্নশীল, কিন্তু ঐ জ্বলজ্বলে চোখের অর্থ বুঝতে তাঁর ভুল হলো না। অর্থটা আর যাই হোক, কোনো আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়।

'ধন্যবাদ, মেগ।'

BanglaBook.org

অনেকটা মদ একবার খেয়ে ফেলায় সম্পাদক সাহেবের খুব কাশি পেল। কেউ একজন তাঁকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল কিন্তু হাত-ইশারায় তিনি না করে দিলেন।

'আজ সন্ধ্যায় অনেকগুলো খেয়ে ফেলেছি, আর নয়। ছেড়ে দেবো ভাবছি। এই জন্মে যদি না-ও পারি, পরের জন্মে। বলতে গেলে।

'আমার কাহিনীর বাকিটা আসলে বলা না-বলা সমান। সহজেই বোঝা যাচ্ছে তারপর কী হয়েছিল। আমার গাড়ি থেকে ব্ল্যাক ভেলভেটের গোটা চল্লিশেক বোতল উদ্ধার করা গেল। বেশিরভাগই ফাঁকা। ওদিকে আমি ইলেক্ট্রিসিটি, ফর্নিট, প্লুটোনিয়াম, ফর্নাস–হাবিজাবি প্রলাপ বকছি। আমাকে দেখে সবাই বদ্ধ উন্মাদ ভাবছে, আসলেই আমি তাই।

'এখন দেখা যাক, আমি যখন এদিকে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তখন ওদিকে ওমাহাতে কী ঘটেছে। আমার গাড়ির গ্লোব-কম্পার্টমেন্টে তেলের যে রসিদগুলো পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো দেখে বোঝা গেল, আমি উত্তরের পাঁচটা স্টেটের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এতদূর এসেছি। আমি এখন ওমাহার যে ঘটনাগুলো বলব সেগুলো সবই জেনেছি জেন থর্পের কাছ থেকে। যেদিন পাগলাগারদে ভর্তি ছিলাম, জেনের সাথে আমার চিঠির আদান-প্রদান হতো। অত্যন্ত দীর্ঘ আর বেদনাদায়ক সেই দিনগুলো। পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমরা নিউ হেভেনে গিয়ে মুখোমুখি দেখা করলাম। সে এখন ওখানেই থাকে। মনে আছে, সেদিন দেখা করে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছিলাম। আমি আবার নতুন আশার আলো দেখতে পেলাম। মনে হলো জীবনটাকে নতুন করে শুরু করতে পারব। জীবনটা আবার হয়ত আনন্দে ভরে উঠবে।

'সেই দিন বিকাল তিনটা নাগাদ রেগের বাড়ির দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। পোস্টম্যান। রেগ আমার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেল রেগ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানলাম র‍্যাক্‌ন্‌ মারা যাচ্ছে জিমি নামের ছোট ছেলেটার কারণে। বেলিস আমাকে বলেছে ছেলেটার নাম নিমি ফর্নিট সাম ফর্নাস হেনরি।

BanglaBook.org

'হয়ত ভাবছেন, আমি এটা জানলাম কী করে ? কখনই বা জানলাম ? উত্তরে একটা কথাই বলব, ঠিক এই কথাটাই আমার সাইকিয়াট্রিস্টরা আড়াই বছর ধরে বের করতে পারেনি। জেন যে একজন কাজের মহিলা রেখেছে সেটা আমি জানতাম। কিন্তু জিমির ব্যাপারে আমার জানার কথা নয়, ব্যেলিস যদি না বলে থাকে। তাই আমি অনুরোধ করব, ধরে নিন যা বলেছি সব সত্যি।

'টেলিগ্রামটা যখন এল তখন জেন মুদির দোকানে। রেগ মারা যাওয়ার পর সে তার পেছনের পকেটে ওটা খুঁজে পেয়েছিল। ট্রান্সমিশন এবং ডেলিভারি সময় স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে। সেই সাথে একটা লাইন, *নো টেলিফোন/ডেলিভার অরিজিন্যাল*। জেন বলল টেলিগ্রামটা যদিও মোটে একদিনের পুরনো, সেটাকে এত হাতানো হয়েছে যে দেখে মনে হয় যেন সেটা একমাস আগের।

'একদিক দিয়ে বলতে গেলে, টেলিগ্রামের ঐ উনিশটা শব্দই ছিল ফ্লেক্সিবল বুলেট। আমি সেটাকে সোজা রেগের মাথার মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলাম। সুদূর নিউজার্সির প্যাটারসন থেকে। এতটাই মাতাল ছিলাম যে ছাই মনেও নেই কখন কীভাবে টেলিগ্রামটা পোস্ট করলাম।

'রেগের জীবনের শেষ দুই সপ্তাহ এমনভাবে কেটেছে যেন সে একেবারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছিল। ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠত। নিজের জন্য আর স্ত্রীর জন্য সকালের নাস্তা বানাত। তারপর একঘণ্টা চলত লেখালেখি। আটটার দিকে স্টাডিতে তালা মেরে হাঁটতে বেরোত। সাথে কুকুর। রাস্তায় যার সাথেই দেখা হতো, হাসিমুখে দুটো কথা না বলে সে ছাড়ত না। কুকুরটাকে বেঁধে রেখে পাশের চায়ের দোকানে এককাপ কফি খেত। তারপর আবার হাঁটা। দুপুরের আগে সে সাধারণত বাড়ি ফিরত না। বেশিরভাগ দিনই সাড়ে বারোটা কিংবা একটা বেজে যেত। জেনের মতে, এরকম দেরি করার একটা কারণ ছিল গারট্রুড রুলিন। কারণ রুলিনের সাথে রেগের খাপ খাওয়াতে তখনো বেশ সমস্যা হচ্ছিল।

'তারপর হালকা লাঞ্চ করে একঘণ্টার মতো বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে সে উঠে পড়ত। দু-তিন ঘণ্টা লেখালেখি করত। সন্ধ্যায় পাশের

BanglaBook.org

বাসায় বেড়াতে যেত। কখনো জেনের সাথে, কখনো একা। কোনো কোনো সন্ধ্যায় জেনের সাথে সিনেমা দেখতে বেরোত। কিংবা লিভিংরুমে বসে পড়াশোনা করত। তারা ঘুমিয়ে যেত সকাল সকাল। রেগই সাধারণত আগে ঘুমিয়ে পড়ত। জেন লিখেছিল, তারা সেক্স করত খুবই কম। যাও করত, সেটা তাদের দুজনের কারো কাছেই খুব একটা তৃপ্তিদায়ক হতো না। জেনের মতে, 'সেক্স ব্যাপারটা সব মেয়ের জন্য অতটা প্রয়োজনীয় নয়। রেগ একদম আগের মতো হয়ে যাচ্ছে, এটাই আমার জন্য ওসবের চেয়ে অনেক বড় পাওয়া। ঐ শেষ দুসপ্তাহ ছিল গত পাঁচবছরের মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়।' এটুকু পড়ে আমি অনেক কষ্টে কান্না সামলেছি।

জিমির সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, কিন্তু রেগ জানত। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়া রেগ আর সবই জানত। সেটা হলো জিমি তার মায়ের সাথে আসা শুরু করেছে।

'আন্দাজ করুন আমার টেলিগ্রাম পেয়ে সে কতটা ক্ষেপে গিয়েছিল। পুরো ব্যাপারটা তখন সে সাজিয়ে নিয়েছিল নিজের মতো করে। ও, এরাই তাহলে তারা। রেগের কাছে আরো মনে হলো, তার নিজের স্ত্রীও বুঝি তাদের দলে। নইলে কেন সে এতদিন জিমির ব্যাপারে একটা কথাও বলেনি। রেগ হাঁটতে বেরোলে গারট্রুড তার ছেলে জিমিকে নিয়ে যখন বাসায় কাজ করতে আসত, তখন জেন তো বাসায়ই থাকত। তাহলে কেন সে বলেনি ? আমার মনে পড়ল রেগ একবার লিখেছিল, 'মাঝে মধ্যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে মনে কিছু প্রশ্ন জাগে।'

'টেলিগ্রাম আসার দিন জেন বাড়ি ফিরে দেখল রেগ বেরিয়ে গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকুট পড়ে আছে, লক্ষ্মীটি, একটু বইয়ের দোকানে যাচ্ছি। রাতে খাবার আগে ফিরব।' জেনের কাছে এটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হলো... কিন্তু সে যদি আমার টেলিগ্রামের ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানত, ঐ অতি স্বাভাবিক চিরকুটটাই তাকে ভয়ে আধমরা করে ফেলত। আমার তাই মনে হয়। সে তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারত রেগ কী ভাবছে। রেগ ভাবছে জেন তার বিরুদ্ধে চলে গেছে।

BanglaBook.org

'ওদিকে রেগ বইয়ের দোকানের ধারে কাছেও যায়নি। সে গেল ডাউনটাইনের লিট্‌লজন'স গান এম্পোরিয়ামে। একটা .৪৫ অটোমেটিক আর দুহাজার রাউন্ড গুলি কিনল। পারলে সে একটা এক.কে.-৭০-ই কিনত যদি কি না দোকানদার তাকে সেটা বেচতে রাজি হতো। বুঝতেই পারছেন, রেগ চাচ্ছিল তার ফর্নিটকে রক্ষা করতে। জিমির কাছ থেকে। গারট্রুডের কাছ থেকে। জেনের কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে।

'তারপর সবকিছু রুটিন মতোই চলছিল। জেনের কথা অনুসারে, শরতের সেই গরম দিনে রেগ একটা মোটা সোয়েটার পরে ছিল। অস্বাভাবিকতা বলতে এটুকুই। সোয়েটারটা অবশ্যই বন্দুকের জন্য। রেগ তার কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরোল। কাপড়ের নিচে তার .৪৫।

'রেগ সোজা সেই চায়ের দোকানে চলে গেল যেখানে প্রতিদিন সকালে সে কফি খায়। যাওয়ার পথে কারো সাথে কোনো কথা বলল না। কোনোদিকে তাকাল না। দোকানে কুকুরটাকে রেলিঙের সাথে বেঁধে রেখে পেছন দিক দিয়ে সে বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

'পাশের বাসার ছেলেগুলোর সিডিউল রেগের খুব ভালো মতো জানা। সে জানত এসময় তারা কেউ বাসায় থাকবে না। তাদের বাসার অতিরিক্ত চাবিটা কোথায় রাখা থাকে, রেগ সেটাও জানত। সে ওদের বাসায় ঢুকে ওপরতলায় গেল। সেখান থেকে নজর রাখতে লাগল নিজের বাসার উপর।

'আটটা চল্লিশের সময় সে গারট্রুড রুলিনকে আসতে দেখল। গারট্রুড একা নয়। সাথে একটা ছোট ছেলে। জিমি রুলিনের লাগামছাড়া ডানপিটে স্বভাবের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাকে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে আরো একবছর অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। এতে নাকি সবারই (অবশ্য জিমির মায়ের কথা আলাদা, স্কুলে না গিয়ে বাসায় বসে থাকলে জিমি তার মাথা খেয়ে ফেলবে) মঙ্গল হবে। সেই সাথে বছরের প্রথম ছ'মাস জিমিকে কিন্ডারগার্টেনে বিকালের সেশনে অ্যাটেন্ড করতে হবে। এলাকায় যে দুটো ডে-কেয়ার সেন্টার আছে, তার কোনোটাই ফাঁকা নেই। থর্পের বাসার কাজের সময়টা গারট্রুড

BanglaBook.org

বদলে নেবে, তারও উপায় নেই। কারণ শহরের অপর প্রান্তে আরেকটা বাসায় সে কাজ করে– দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত।

'একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রেগ না জানা পর্যন্ত গারট্রুড জিমিকে সাথে আনতে পারবে–এব্যাপারে জেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছিল। এখানেই ছিল তার ভুল। রেগ একসময় না একসময় জানতই।

'জেন ভেবেছিল রেগ কিছু মনে করবে না। তাছাড়া সে তো শেষের দিকে এসে সবকিছু ভালোভাবেই নিচ্ছিল। আর যদি সে রাগ করে তখন না হয় অন্যকিছু ভাবা যাবে। গারট্রুড বলল সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। জেন আরো বলেছিল, দোহাই লাগে, ছেলেটা যেন রেগের কোনোকিছুতে ভুলেও হাত না দেয়। গারট্রুড তাকে আশ্বস্ত করল, রেগের স্টাডি তো তালা দেয়া থাকে।

'থর্প নিশ্চয়ই পাকা শিকারির মতো নজর রাখছিল। গারট্রুড আর জেনকে রান্নাঘরে কিছু ধোয়ামোছা করতে দেখল। ছেলেটাকে সেখানে দেখা গেল না। বাড়ির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দেখল সে। ডাইনিং রুমে কেউ নেই। বেডরুমেও কেউ নেই। রেগ মনে মনে যে ভয়টা করছিল সেটাই সত্যি হলো। ছেলেটাকে স্টাডিতে দেখা গেল। জিমির মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে। ও, এ-ই তাহলে নাটের গুরু, তাদের খাঁটি গুপ্তচর।

'ছেলেটার হাতে এক ধরনের ডেথ-রে, ডেস্কের দিকে তাক করা। রেগ শুনতে পাচ্ছিল তার টাইপরাইটারের ভেতর থেকে ভেসে আসা র‍্যাকনের আর্তনাদ।

'আপনারা হয়ত ভাবছেন একজন মৃত মানুষের নামে আমি বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি তাই বলছি। কিন্তু না। রান্নাঘর থেকে জেন আর গারট্রুড দুজনই জিমির খেলনা বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। জিমি যেদিন থেকে বাসায় আসা শুরু করেছে, তার বন্দুকটা এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম পায়নি। সারা বাড়ি সেটার ঘরঘর শব্দে জেনের কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। জেন মনে মনে ভাবত ওটার ব্যাটারি

BanglaBook.org

ফুরায় না কেন। শব্দটা চিনতে ভুলে হওয়ার কথা নয়। শব্দটা আসছে কোত্থেকে, সেটাও পরিষ্কার–রেগের স্টাডি।

'ছেলেটা আসলেই দুষ্টুর শিরোমণি। বাসার যে ঘরটায় তাকে যেতে নিষেধ করা হবে, সেখানেই সে যাবে সবার আগে। নয়ত তার পেটের ভাত হজম হবে না। রেগের স্টাডির অতিরিক্ত চাবিটা জেন ডাইনিং রুমের তাকে রাখে– এটা বের করতে জিমির বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। ঐ ঘরে সে কি আগেও ঢুকেছে ? মনে হয় ঢুকেছে। জেন বলল সে নাকি তিন-চারদিন আগে ছেলেটাকে একটা কমলালেবু দিয়েছিল। তারপর ঘর পরিষ্কারের সময় সে রেগের স্টাডিতে সোফার নিচে দেখে কমলার খোসা পড়ে আছে। রেগ কমলা খেত না। জেন বলল কমলালেবুতে নাকি রেগের রীতিমতো এলার্জি ছিল।

'জেন তার হাতের কাজ ফেলে বেডরুমে ছুটে গেল। সেখান থেকে জিমির বন্দুকের তীব্র ঘরঘর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেই সাথে জিমির চিৎকার '*খাইছি তোরে ! পালাবি কোথায় ! আমার চোখ ফাঁকি দেয়া অত সোজা না !*' জেন আরো বলল... সে নাকি... সে নাকি... একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেয়েছিল। যেন কেউ প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছে। অসহনীয়।

'যখন আমি এটা শুনতে পেলাম,' জেন বলল, 'আমি সাথে সাথে বুঝে গেলাম রেগের সাথে আমার আর থাকা চলবে না, সে যাই হোক না কেন। কথাটা শেষে ফলেই গেল... পাগলামি আসলেই সংক্রামক। শেষ পর্যন্ত আমি র‍্যাক্‌নকে শুনতে পাচ্ছি ; যেভাবেই হোক ঐ পাজি ছেলেটা তার দুই ডলারের বন্দুক দিয়ে র‍্যাক্‌নকে গুলি করছে। র‍্যাক্‌নকে সে মেরে ফেলছে।

'স্টাডির দরজা হাট করে খোলা, সাথে চাবিটা ঝুলছে। পরে লক্ষ করেছিলাম ডাইনিঙের একটা চেয়ার তাকের পাশে রাখা। এভাবেই জিমি চাবিটি হাতিয়েছে। স্টাডিতে ঢুকে দেখি বিচ্ছুটা রেগে টাইপরাইটারের উপর্ ঝুঁকে পড়েছে। তার হাতের বন্দুক সে দিকে তাক করা। ট্রিগার টিপলে বেগুনি আলোর একটা ঝলক দেখা যাচ্ছে। সাথে বিরক্তিকর সেই শব্দ। রেগ কারেন্ট সম্পর্কে যা যা বলেছিল সব আমার

BanglaBook.org

মনে পড়ে গেল। বড়জোর দুটো টর্চের ব্যাটারি দিয়ে খেলনাটা চলে। তারপরও আমার মনে হলো যেন সেই বেগুনি আলোর ঝলকানিতে আমার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে। ভাজাভাজা হয়ে যাচ্ছে মগজটা।

'তরে আমি দেইখা ফালাছি !' জিমি জোরে জোরে বলছিল। তার চোখে-মুখে শিশুসুলভ হাসি–একই সাথে সুন্দর এবং ভয়ংকর। *'ক্যাপ্টেন ফিউচারের হাত থেইকা তরে কেউ বাঁচাইতে পারব না ! এলিয়েন, তুই শ্যাষ !'* আর্তনাদের শব্দটা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

'জিমি, থামো বলছি !' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'সে লাফিয়ে উঠল। আমি তাকে একেবারে চমকে দিয়েছিলাম। তরপর সে ঘুরে দাঁড়াল... আমার দিকে তাকাল... জিভ বের করে একটা ভেংচি কাটল... তারপর আবার বন্দুকটা টাইপরাইটারের দিকে তাক করে ঐ বিচ্ছিরি বেগুনি আলোটা জ্বালাতে লাগল।

'গারট্রুড চলে এল। সে চিৎকার করে তার ছেলেকে থামানোর চেষ্টা করছিল। যদি জিমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে না আসে তাহলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেবে– এরকম হুমকি দিচ্ছিল। ঠিক তখনই দড়াম করে খুলে গেল সদর দরজা। রেগ। রাগে ফুঁসছে সে। একনজর দেখেই বুঝলাম তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভারসাম্য অবশিষ্ট নেই। হাতে বন্দুক।

"খবরদার, আমার ছেলেকে গুলি করবে না !' গারট্রুড তাকে দেখে রীতিমতো চিৎকার করে উঠল। ছুটে গিয়ে ছেলেকে জাপটে ধরল সে। রেগ তাকে স্রেফ ঠেলে সরিয়ে দিল।

'কী ঘটছে না-ঘটছে সেটা জিমি কিছুই বোঝেনি। সে তার বন্দুকটা দিয়ে আগের মতোই টাইপরাইটারে গুলি চালাতে লাগল। তার চোখের কালো অংশটার মাঝে আমি বেগুনি আলোর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওয়েল্ডিঙের স্পার্ক, খালি চোখে তাকালে রেটিনা পুড়ে যেতে পারে।

'রেগ ঘরে ঢুকল। আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

BanglaBook.org

'র‍্যাক্‌ন !' কান ফাটানো শব্দে চিৎকার করে উঠল রেগ। 'তুমি র‍্যাক্‌নকে মেরে ফেলছো !'

'ছেলেটাকে প্রাণে মারার জন্যই রেগ হয়ত ওভাবে ছুটে আসছিল,' জেন আমাকে বলল, 'কিন্তু আমি ভাবছিলাম ছেলেটা না জানি কতবার এই ঘরে ঢুকেছে। টাইপরাইটারে কতবার গুলি চালিয়েছে। তার মা আর আমি হয়ত উঠানে কাপড় নাড়ছি। কিংবা ওপরতলায় বিছানার চাদর বদলাচ্ছি। তাই কোনো শব্দই এতদিন আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। না শুনেছি বন্দুকের ঐ ঘরঘর আওয়াজ, না শুনেছি... টাইপরাইটারের... ঐ জীবটার চিৎকার।

'রেগকে ঢুকতে দেখেও জিমি থামল না। এমনভাবে গুলি চালাতে লাগাল যেন এটাই তার শেষ সুযোগ। আমার মনে হলো রেগ তাদের ব্যাপারে যা বলেছে সেটা হয়ত পুরোপুরি ঠিক নয়। তারা সম্ভবত বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তারপর ইচ্ছেমতো কারো মাথার মধ্যে ঝাঁপ দেয়। অনেকটা সুইমিং পুলের ডাইভারদের মতো। যার মাথার ভেতর তারা এভাবে ঝাঁপ দিয়ে ঢোকে, তাকে তারা সাময়িকভাবে কব্জা করে ফেলে। তাকে দিয়ে নোংরা কাজগুলো করিয়ে নেয়। তারপর যখন তারা মাথা থেকে বেরিয়ে চলে যায়, তখন যার মাথা সেই বেচারা কী করেছে না-করেছে কিছুই মনে করতে পারে না।

'রেগ ছেলেটার কাছে পৌঁছানোর ঠিক আগমুহূর্তে আর্তচিৎকারটা খুবই ক্ষীণ হয়ে এল। টাইপরাইটারে দেখলাম রক্তের ছিটা। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওটার ভেতরে কিছু একটা বার্স্ট হয়ে গেছে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মধ্যে একটা জ্যান্ত প্রাণী বার্স্ট হলে পরে যেমনটা দেখায়। জানি কথাটা পাগলের প্রলাপের মতো লাগছে, কিন্তু আমি নিজের চোখে রক্ত দেখেছি–ছিটকে বেরিয়ে আসছে সেই রক্ত।

'লাগাইছি এবার', জিমি বলল। মুখে তার প্রশান্তির ছাপ।

'রেগ এবার ছেলেটাকে ধরে ছুড়ে মারল। দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল সে। বন্দুকটা তার হাত থেকে পড়ে গেল, মেঝেতে পড়ামাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। প্লাস্টিক আর সাধারণ ব্যাটারি ছাড়া আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

'টাইপরাইটারের দিকে তাকিয়ে রেগ চিৎকার করে উঠল। ব্যথায় কিংবা রাগে নয়, যদিও রাগার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রেগ চিৎকার করল দুঃখে। তারপর জিমির দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। ছেলেটা মেঝেতে পড়ে আছে। একটু আগেও সে যেন ছয় বছরের ছোট্ট জিমি ছিল না, কিছু একটা ভর করেছিল তার মধ্যে। কিন্তু এখন তাকে একটা শিশুর চেয়ে বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। রেগ তার দিকে বন্দুকটা তাক করল, এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমার মনে নেই।'

সম্পাদক সাহেব সোডাটা শেষ করে ক্যানটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

'কাহিনীর বাকিটুকু তাই জেন আর বলতে পারল না। বাকিটা জেনেছি গারট্রুড রুলিন এবং জিমি রুলিনের কাছ থেকে', তিনি বললেন। 'জেন চিৎকার করে উঠল, '*রেগ*, না !' রেগ তাকিয়ে দেখল জেন তার পা জাপটে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। জেনকে গুলি করল রেগ। গুলিটা জেনের বাঁ কনুইতে গিয়ে লাগল। তবুও পা ছাড়ল না সে। এই ফাঁকে গারট্রুড তার ছেলেকে ডাক দিল আর জিমি ছুটে গেল তার মায়ের কাছে।

'রেগ জেনকে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর আবার গুলি করল। সেই গুলিটা জেনের খুলির বাঁ পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ঐ গুলিটা যদি এক ইঞ্চির আটভাগের একভাগ পরিমাণ ডান দিয়ে যেত, তাহলে জেন সেখানেই শেষ। একথাটা নিয়ে হয়ত কারো সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে, জেন না আটকালে গারট্রুড আর জিমির ওখানেই ইতি ঘটত।

'রেগ জিমিকে গুলি করেছিল বটে যখন সে ছুটে তার মায়ের কাছে যাচ্ছিল। কিন্তু গুলিটা তার পাছা দিয়ে ঢুকে নিচে নেমে বাঁ উরুর উপরের অংশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। জিমির শরীর থেকে বেরিয়ে গুলিটা গারট্রুডের চামড়া ঘেঁষে চলে গেল। একটুর জন্য জিমির হাড়ে লাগেনি। অনেক রক্ত বেরিয়েছিল, তবে জখমটা তেমন মারাত্মক নয়। জেন এবং জিমি দুজনের ক্ষেত্রেই।

BanglaBook.org

'গারট্রুড স্টাডির দরজায় একটা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এল। সাথে তার ছেলে জিমি। রক্তাক্ত। চিৎকার করছে সে। মা-ছেলে যত দ্রুত সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।'

সম্পাদক আবার থামলেন। এবার কিছুটা চিন্তিত।

'হয় জেন ততক্ষণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, নয়ত ইচ্ছে করেই পরের ঘটনাগুলো আর মনে করতে চায়নি। রেগ চেয়ারে বসল। পয়েন্ট ফোর ফাইভের নলটা ঠেকাল কপালের ঠিক মাঝখানে। তারপর টিপে দিল ট্রিগারটা। গুলিটা তার মাথায় ঢুকে তাকে আজীবনের জন্য অথর্ব করে দিল না। কিংবা গুলিটা খুলি ঘেঁষে বাঁক নিয়ে নির্দোষভাবে বেরিয়ে গেল না। কল্পনারটা ফ্লেক্সিবল, কিন্তু চূড়ান্ত বুলেটটা মোটেও সেরকম ছিল না। সেটা ছিল ততখানিই শক্ত, যতটা হওয়া সম্ভব। রেগের দেহটা টাইপরাইটারের উপর এলিয়ে পড়ল। প্রাণহীন।

'পুলিশ এসে রেগের দেহটা ওভাবেই আবিষ্কার করে। জেন দূরে এককোণে পড়ে আছে। প্রায় অজ্ঞান।

'টাইপরাইটারটা রক্তে লালে লাল হয়ে আছে। মাথার ক্ষতটা খুবই, খুবই মারাত্মক।

'রক্তের সবটাই ও গ্রুপের।'

'রেগের ব্লাডগ্রুপ।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, এই ছিল আমার কাহিনী। আর কিছু আমি বলতে পারব না।' সম্পাদকের গলাটা এবার খাদে নেমে গেল। এত নিচে যে তার কথাগুলো ফিসফিসানির মতো শোনা যাচ্ছিল।

পার্টি শেষে সবাই উঠে পড়ার পর যে ধরনের কথাবার্তা সাধারণত হয়ে থাকে তার কিছুই এক্ষেত্রে হলো না। ককটেল পার্টিতে অনেক সময় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। ডিনার পার্টির কোনো কোনো বিষয় কখনো কখনো মাত্রা অতিক্রম করে যায়। এসব ব্যাপার ধামাচাপা দিতে পার্টি শেষে সবাই একটু বেশি বেশি আন্তরিকতা দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেদিনকার কথা আলাদা।

সম্পাদককে গাড়ির দিকে যেতে দেখে লেখক শেষ একটা প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারলেন না, 'আচ্ছা, সেই গল্পটার কী হলো?'

BanglaBook.org

'মানে রেগের গল্পটা-'

'হ্যাঁ, সেটাই। 'দি ব্যালাড অব দ্য ফ্লেক্সিবল বুলেট'। ঐ গল্পটাই তো সব শেষ করল। ওটাই আসল ফ্লেক্সিবল বুলেট। রেগের জন্য যদি না-ও হয়, আপনার জন্য তো বটেই। সেই মহা গল্পটার কী হলো তা তো বললেন না।'

সম্পাদক তার গাড়ির দরজা খুললেন। ছোট নীল রঙের একটা শেভেট্রি। পেছনের বাম্পারে একটা স্টিকার লাগানো : এক বন্ধু কখনো আরেক বন্ধুকে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে দেয় না। 'না, ঐ গল্পটা কখনোই প্রকাশিত হয়নি। রেগের কাছে যদি কোনো কার্বন কপি থেকেও থাকে, গল্পটা ছাপানো হবে এটা নিশ্চিত হওয়া মাত্র সে সেটা নষ্ট করে ফেলেছে আমার বিশ্বাস। সেই তাদের ব্যাপারে তার মনোভাবটা চিন্তা করুন, তাহলেই বুঝবেন এটাই তার জন্য স্বাভাবিক ছিল।

'আমার কাছে মূল গল্প আর তিনটা ফটোকপি ছিল। সবসুদ্ধ নিয়ে আমার গাড়িটা জ্যাকসন নদীতে পড়ে যায়। চারটাই রাখা ছিল একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে। যদি সেটাকে গাড়ির পেছনে ট্রাঙ্কে রাখতাম তাহলে গল্পটা হয়ত এখনো আমার কাছে থাকত। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যাতে আমার অতি প্রিয় গল্প কখনো চোখের আড়াল না হয়। তাই সেটাকে রেখেছিলাম একেবারে সামনের সিটে। পানিতে পড়ার সময় জানালা ছিল খোলা। পৃষ্ঠাগুলো... হয়ত ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে চলে গেছে। হয়ত পৃষ্ঠাগুলো আদৌ সমুদ্রে যায়নি। হয়ত অন্যান্য অনেক আবর্জনার সাথে সেগুলোও পানির তলায় পচেছে। কিংবা হয়ত মাছের পেটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে যে গল্পটা সমুদ্রে চলে গেছে। কার এই আইডিয়াটা খুবই রোমান্টিক। এটা ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়, তারপরেও আমি তাই বিশ্বাস করতে চাই যা আমার ভালো লাগে।

'বলতে গেলে।'

সম্পাদক সাহেব তার ছোট গাড়িতে করে চলে গেলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত টেইললাইট দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন লেখক।

BanglaBook.org

তারপর পেছনে ফিরলেন। মেগও দাঁড়িয়ে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে। সেই হাসিতে কিছুটা অনিশ্চয়তা মেশানো। তাঁর হাত দুটো বুকের ওপর শক্ত কর বাঁধা, যদিও রাতটা তেমন ঠাণ্ডা নয়।

'সবাই চলে গেছে', তিনি বললেন। 'ভেতরে যাবে না ?'

'নিশ্চয়ই।'

দরজার দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন লেখকের স্ত্রী। বললেন : 'তোমার টাইপরাইটারের মধ্যে তো কোনো ফর্নিট নেই, তাই না পল ?'

আর লেখক, যিনি মাঝে মধ্যেই অবাক হয়ে ভাবেন যে লেখাগুলো তাঁর মাথায় আসে কোত্থেকে, সাহসী ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন 'প্রশ্নই আসে না।'

হাতে হাত রেখে তাঁরা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। তারপর দরজা লাগিয়ে দিলেন। রাতটা পড়ে থাকল বাড়ির বাইরে।

অনুবাদ : সৌমিত্র চক্রবর্তী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সারভাইভার টাইপ

আগে হোক পরে হোক, প্রতিটি মেডিক্যাল শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারেই এই প্রশ্নটি আসে, কতটুকু শকের আঘাত একজন রোগী সহ্য করতে পারে ? বিভিন্ন ইন্সট্রাকটর প্রশ্নটির উত্তর বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকে, কিন্তু মূল বিষয়ে গেলে, এর উত্তর সবসময়ই একটি অন্য প্রশ্ন কতটা তীব্রভাবে একজন রোগী টিকে থাকতে চায় ?

জানুয়ারি ২৬

ঝড়ের দুই দিন পর। আজ সকালেই দ্বীপটিকে পায়ে হেঁটে দেখেছি। এই দ্বীপ ! সবচেয়ে চওড়া অংশে ১৯০ পদক্ষেপ, আর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ২৬৭ পদক্ষেপ।

আমি যতদূর বলতে পারি, এখানে খাবার মতো কিছুই নেই। আমার নাম রিচার্ড পাইন। এটা আমার ডায়েরি। যদি আমাকে খুঁজে পাওয়া যায়, (যখন যাবে), আমি একে সহজেই নষ্ট করে ফেলতে পারব। এখানে ম্যাচ (দেয়াশলাই) এর কোনো কমতি নেই। ম্যাচ আর হেরোইন। দুটোই প্রচুর আছে। এর কোনোটারই এখানে সেই দাম নেই, হা-হা। তাই আমি লিখব। যাই হোক, সময় কেটে যাবে।

যদি আমাকে পুরো সত্য বলতে হয়– আর কেন নয় ? আমার নিশ্চয়ই সে সময় আছে !– আমাকে শুরু করতে হবে এই বলে যে, নিউইয়র্কের লিটল ইটালিতে রিগার্ড পিনজেটি নামে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার বাবা ছিলেন একজন পুরনো কালের অচল মাল। আমি একজন সার্জন হতে চেয়েছিলাম। আমার বাবা হাসতেন, আমাকে

BanglaBook.org

পাগল বলতেন এবং আমাকে তার জন্য আরেক গ্লাস মদ নিয়ে আসতে বলতেন। ৪৬ বছর বয়সে তিনি ক্যান্সারে মারা যান।

আমি খুশি হয়েছিলাম।

হাইস্কুলে আমি ফুটবল খেলতাম। আমার স্কুলে যত ফুটবল খেলোয়াড় ছিল আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সেরা। কোয়ার্টার ব্যাক। আমার শেষ দুই বছরে আমি নগর-সেরা ছিলাম। আমি ফুটবল ঘৃণা করতাম। কিন্তু তুমি যদি কোনো প্রত্যেকের দরিদ্র একজন অংশ হও আর কলেজে যেতে চাও, খেলাধুলা তার একমাত্র টিকেট। তাই আমি খেলতাম, এবং আমি আমার অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ পেয়েছিলাম।

কলেজে আমি ততদিনই বল খেললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়াশোনার জন্য পূর্ণ স্কলারশিপ পাবার মতো গ্রেড পেলাম। প্রি-মেডিকেল গ্রাজুয়েশনের ছয় সপ্তাহ আগে আমার বাবা মারা গেল। ভালো কথা, তুমি কি মনে কর আমি চাইতাম যে, আমি স্টেজের উপর দিয়ে হেঁটে যাব আর আমার ডিপ্লোমাপ গ্রহণ করব এবং নিচে তাকিয়ে দেখব যে, সেই মোটা চর্বির ডিপো বসে আছে ? একটি মুরগি কি পতাকা চায় ? আমিও একটা সংঘের মধ্যেই ছিলাম। সবচেয়ে ভালোগুলোর একটার মধ্যে নয়, পিনজেস্টির মতো নাম নিয়ে নয়, কিন্তু একটা সংঘে একই কথা।

কেন আমি এটা লিখছি ? এটা প্রায় মজার। না, আমি কথাটা ফিরিয়ে নিলাম। এটা মজার। মহান ডা. পাইন, এমন একটা ছোট দ্বীপে বসে তার বোতাম ওঠানো পায়জামা আর একটা টি-শার্ট পরে একটা পাথরে বসে তার জীবনকাহিনী লিখছে। আমি কি ক্ষুধার্ত ? যাই হোক, আমি যদি চাই তবে আমার এই জীবন কাহিনী লিখবই। অন্তত আমার (ক্ষুধার্ত) পেটের থেকে আমার চিন্তাকে দূরে রাখবে। কিছু পরিমাণে।

আমার মেডিক্যাল স্কুল শুরু করার আগে আমি আমার নাম পরিবর্তন করে পাইন রেখেছি। আমার মা বললেন আমি তার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছি। কোন হৃদয় ? বুড়ো কবরে যাবার একদিন পরেই নিচের ব্লকের শেষ মাথার ইহুদি মুদি দোকানির সাথে সে মাখামাখি শুরু করে

BanglaBook.org

দিয়েছিল। এই নামটা যে এত ভালোবাসত তার জন্য, সে ব্যস্ত ছিল তার নামের এই অংশকে স্টেইনব্রুনারে পরিবর্তন করতে।

আমি সবসময়ই যে বিষয় চেয়েছিলাম তা হলো সার্জারি। হাই স্কুল থেকেই। তখনো, যখন আমি প্রত্যেক খেলার আগে আমার হাত ঢেকে বাঁধতাম এবং পরে ভিজাতাম। সার্জন হতে চাইলে হাতের যত্ন নিতে হবে। বাচ্চাদের কেউ কেউ আমাকে এ ব্যাপারে খ্যাপাত, আমাকে মুরগির বিষ্ঠা বলত। আমি কখনো তাদের সাথে ঝগড়া করতাম না। ফুটবল খেলা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু উপায়ও ছিল। আমার ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বেশি এসেছে সে হলো হাওয়ি প্লোট্স্কি, বড়সড় বোবার মতো গোয়ার তার মুখভরতি ছিল তিল।

আমার পেপার-এর একটি রুট ছিল, আর আমি পেপার-এর সাথে নম্বরও বিক্রি করতাম। বিভিন্ন উপায়ে আমার অল্প-স্বল্প আসত। তোমার মানুষকে জানতে হবে, শুনতে হবে, যোগাযোগ রাখতে হবে। তোমাকে জানতে হবে, যখন তুমি রাস্তায় সংঘর্ষ করছ। কীভাবে মরতে হবে সেটা যে কোনো গাধাও জানে। যেটা শিখতে হয় সেটা হলো কীভাবে টিকে থাকতে হয়, তুমি জান আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি? তো আমি স্কুলের সবচেয়ে বড়সড় ছোকরা, রিকি ব্রাজিকে হাওয়ি প্লোট্স্কি-র মুখটা অদৃশ্য করে দেবার জন্য দশ মুদ্রা দিলাম। আমি বললাম, এটাকে অদৃশ্য করে দাও। আমার কাছে তার প্রতিটি দাঁত আনার জন্য আমি তোমাকে এক ডলার করে দেব। রিকো আমাকে কাগজের তোয়ালেতে করে মুড়ে তিনটি দাঁত এনে দিল। এই কাজটি করতে গিয়ে তার আঙুলের তিনটি গাঁটের হাড় জায়গা থেকে সরে গিয়েছিল, তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ কী ধরনের সমস্যায় আমি পড়ে যেতে পারতাম।

মেডিক্যাল স্কুলে যখন অন্যরা নিজেদের ঠিকঠাক করার জন্য ওয়েটিং টেবিল বা নেকটাই বিক্রি করে বা মেঝে পরিষ্কার করে নিজেদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো করে ফেলত– অন্য কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই, হা–হা– আমি র‍্যাকেটাকে চলতে দিয়েছিলাম। ফুটবল পুল, বাস্কেটবল পুল, একটা ছোট্ট পরিকল্পনা। পুরনো প্রতিবেশীদের সাথে

BanglaBook.org

আমি ভালো সম্পর্ক রেখেছিলাম। এবং আমি স্কুলটা ভালোভাবেই কাটালাম।

আমার রেসিডেন্সি করা পর্যন্ত আমি কোনো ধাক্কা বা চাপের মধ্যে পড়িনি। আমি নিউইয়র্ক সিটির সবচেয়ে বড় হাসপাতালগুলোর একটায় কাজ করছিলাম। প্রথমে ছিল শুধুমাত্র ফাঁকা প্রেসক্রিপশন। আমি মহল্লার আশপাশের প্রতিবেশীদের কোনো লোকের কাছে একশো খালি প্রেসক্রিপশনের ট্যাবলেট বিক্রি করতাম, আর সে এতে চল্লিশ বা পঞ্চাশজন ডাক্তারের নাম জালিয়াতি করত। এতে সে আমারই বিক্রি করা তাদের লেখার নমুনা ব্যবহার করত। সেই লোকটি রাস্তায় ঘুরে বেড়াত আর প্রতিটি খালি প্রেসক্রিপশন দশ বা বিশ ডলারে বেচত। তাড়াহুড়া করা তার মাথা ঝোঁকানো লোকজন এটা ভালোবাসত এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমি বের করলাম হাসপাতালের ওষুধের ঘরটা কী পরিমাণ অব্যবস্থায় আছে। কেউই জানত না ভিতরে কী আসছে অথবা বাইরে কী যাচ্ছে। হাতের মুঠোর দ্বিগুণ জিনিসপত্র নিয়ে লোকজন বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি নই, আমি সবসময় সাবধান ছিলাম। আমি কখনোই সমস্যায় পড়িনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি অসাবধানি হয়েছি এবং দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। আমি সবসময় তাই করি।

এখন আর লিখতে পারছি না। আমার হাত ক্লান্ত আর পেন্সিল ভোঁতা। আমি জানি না আমি কেন চিন্তা করছি, যাই হোক না কেন। সম্ভবত শিগগিরই কেউ আমাকে উচিয়ে নিয়ে যাবে।

জানুয়ারি ২৭

গত রাতে নৌকাটা ভেসে গিয়ে দ্বীপের উত্তর দিকের পাশে প্রায় দশ ফুট ডুবে গিয়েছে। এটাকে কে টানবে ? প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে আসার পরে এমনিতেই এটার নিচটা সুইস চিজের মতো হয়ে গিয়েছে। নেয়ার মতো যা ছিল আমি ইতিমধ্যেই সেসব নিয়ে নিয়েছি। চার গ্যালন পানি। সেলাইয়ের সরঞ্জাম। একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স। যে বইটাতে আমি লিখছি, সেটা আসলে হওয়ার কথা লাইফবোটের

BanglaBook.org

পরিদর্শন লগ। এটা হাস্যকর। কে শুনেছে কোনো *খাবার* ছাড়া লাইফবোটের কথা ? এখানে শেষ রিপোর্ট লেখা হয়েছে ৮ই আগস্ট, ১৯৭০। ওহ্, আচ্ছা, দুইটা চাকু, একটা ভোঁতা– আর একটা ভালোই তীক্ষ্ণ, একটা কাঁটা চামচ আর চামচের জোড়া। যখন আমি আজ রাতের খাবার খাব, তখন সেগুলো ব্যবহার করব। পাথর ভাজা। হাহ্-হা, ভালো কথা, আমার পেন্সিলকে চোখা করে নিয়েছি।

যখন আমি এই ছড়ানো ছিটানো পাথরের স্তূপ থেকে চলে যাব, আমি প্যারাডাইস লাইন্স্, কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করব। বেঁচে থাকার জন্য শুধুমাত্র এটাও যথেষ্ট। এবং আমি বেঁচে থাকব। আমি এখান থেকে বের হবো। এ ব্যাপারে কোনো ভুল কোরো না। আমি এখান থেকে বের হব।

(পরে)

যখন আমি আমার আবিষ্কারগুলো করছিলাম, আমি একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম প্রায় ৩৫০,০০০ ডলারের খাঁটি হেরোইন, নিউইয়র্কের রাস্তার মূল্য অনুসারে, এখানে এর মূল্য এল জিলকো বা শূন্য। এক রকম মজার, তাই না ? হা–হা !

BanglaBook.org

জানুয়ারি ২৮

ভালো কথা, আমি খেতে পেয়েছি– যদি তুমি এটাকে খাওয়া বলতে চাও। দ্বীপের কেন্দ্রের একটা পাথরে একটা গাংচিল (সি-গাল) এসেছিল। পাথরগুলো সব ছোট পাহাড়ের মতো এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল–সবগুলোর উপর পাখির বিষ্ঠাও ছিল। আমার ঠিক হাতের মাপ মতো একটা পাথরের টুকরো আমি নিলাম এবং আমার যতটুকু সাহস হয় পাখিটার কাছে উঠলাম। পাখিটা তার উজ্জ্বল কালো চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে এর পাথরের উপর দাঁড়িয়েই রইল। আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে, আমার পাকস্থলির গুরুগুরু শব্দ এটাকে ভয় পাইয়ে দিল না।

আমি পাথরটা যত শক্তভাবে সম্ভব ছুড়ে মারলাম এবং এর চওড়া দিকে আঘাত করলাম। এটা জোরে একটা আওয়াজ করল আর উড়ে চলে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি এর ডান পাখা ভেঙে দিয়েছিলাম। আমি এর পেছনে উঠে দাঁড়ালাম এবং এটা লাফিয়ে দূরে সরে গেল। আমি দেখতে পেলাম এর সাদা পালকের উপর দিয়ে রক্ত ঝরছে। শুয়োরের বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে ধাওয়া করাল ; একবার, মাঝের পাথরের স্তূপের অন্যদিকে আমার পা দুটো পাথরের মাঝে আটকে গেল এবং আমার গোড়ালিতে প্রায় ফ্রাক্চার হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হতে শুরু করেছিল, এবং অবশেষে দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে আমি একে ধরলাম। আসলে এটা চাচ্ছিল পানিতে নেমে গিয়ে সাঁতরে পালিয়ে চলে যেতে। এর লেজের পালকের এক মুঠো আমি ধরলাম এবং এটা ঘুরে গিয়ে আমাকে ঠোকর মারল। তখন আমি আমার এক হাত দিয়ে এর পাগুলো জড়িয়ে ধরলাম। আমার অন্য হাতটা দিয়ে আমি এর ঘাড় মটকালাম। শব্দটা আমাকে পরম তৃপ্তি দিল। তুমি জান, লাঞ্চ সার্ভ করা হয়েছে ? হা ! হা !

আমি আমার 'ক্যাম্প'-এ এটাকে বয়ে নিয়ে গেলাম, কিন্তু তার আগে এটাকে আমি পালক আর চামড়া ছাড়ালাম এবং গলাধকরণ করলাম। এর ঠোঁট দিয়ে যেসব ক্ষত করেছিল সেসব মুছতে আমি আয়োডিন ব্যবহার করলাম। পাখিরা সব ধরনের জীবাণু গ্রহণ করে, আর এখন সর্বশেষ যে জিনিসটা আমি চাই তা হলো ইনফেকশন।

গাংচিলের উপর অপারেশন নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল। হায়, আমি এটাকে রান্না করতে পারলাম না। দ্বীপে একেবারেই কোনো গাছপালা বা কাঠের টুকরো ছিল না আর নৌকাটা ডুবে গিয়েছিল। তাই আমি এটা কাঁচাই খেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার পাকস্থলি এটাকে বের করে দিতে চাইল। আমি সহানুভূতিশীল ছিলাম কিন্তু এটা হতে দিতে পারতাম না। বমি বমি ভাবটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি উল্টাদিকে গুনলাম, প্রায় সবসময়ই এটা কাজে দেয়।

তুমি চিন্তা করতে পার ঐ পাখিটা, আমার গোড়ালি প্রায় ভেঙে ফেলেছিল এবং এরপর আমাকে ঠোকর মেরেছিল ? যদি আগামীকাল

BanglaBook.org

আমি আরেকটা ধরি, আমি সেটাকে অত্যাচার করব। আমি খুব সহজেই এটাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি লেখার সময় ও নিচে বালিতে এর থেঁতলানো মাথার দিকে তাকাতে পারছি। এর কালো চোখগুলো, যদিও তাতে মৃত্যুর চকচকে ভাব লেগেছিল, মনে হচ্ছিল আমাকে ঠাট্টা করছে। সি-গাল (গাংচিল)– এর কী পরিমাণে ব্রেইন আছে ?

তারা কি চিন্তার যোগ্য ?

জানুয়ারি ২৯

আজ কোনো কিছু হলো না। পাথরের স্তূপের চূড়ার কাছে একটা চিল নেমেছিল কিন্তু আমি 'তাকে একটা ফরোয়ার্ড পাস থ্রো করার' মতো কাছাকাছি পৌঁছতে পারার আগেই উড়ে গেল, হা–হা ! আমি দাড়ি রাখতে শুরু করেছি। এগুলো নরকের মতো চুলকায়। যদি চিলটা ফিরে আসে আর আমি এটাকে ধরতে পারি, মারার আগে আমি এর চোখগুলো কেটে বের করব।

আমি পুরোপুরি একজন সার্জন ছিলাম, আমি যেমন বলেছি বলে বিশ্বাস করি তেমন। ওরা আমাকে বের করে দিয়েছে। হাস্যকর, সত্যিই ; তারা সবাই এটা করে, আর যখন এটাতে কেউ ধরা পড়ে তখন যেন একেবারে পাগলের মতো হয়ে যায়।

জ্যাক, তোমাকে দেখে নেব। আমি আমারটা পেয়ে গেছি।

হিপোক্রাট আর হিপোক্রিটাসের দ্বিতীয় শপথ।

পার্ক অ্যাভিনিউয়ে আমার প্রাকটিস দাঁড় করানোর জন্য আমি যথেষ্ট খরচ করেছি আমার শিক্ষানবিস ও রেসিডেন্ট হিসেবে অভিযান থেকে (হিপোক্রিটাস এর শপথ অনুযায়ী রেসিডেন্ট বলতে একজন অফিসার ও ভদ্রলোক বোঝাবার কথা, কিন্তু তুমি এটা বিশ্বাস কোরো না)। আমার জন্যও ব্যাপারটা ভালো ছিল ; আমার কোনো বড়লোক বাবা বা প্রতিষ্ঠিত সুপারিশকারী না, যেমনটি ছিল আমার অনেক 'কলিজা'-এর। যতদিনে আমার একটা জায়গা হয়েছে ততদিনে আমার বাবার ফকিরের কবরে নয় বছর হয়ে গিয়েছে। আমার প্রাকটিসের লাইসেন্স আবার হবার আগের বছর আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

ঘটনাটা ছিল একটা বদলা নেয়ার মতো। আমার চুক্তি ছিল আধা ডজন ইস্ট সাইডের ফার্মাসিস্টের সাথে, দুটো ড্রাগ সাপ্লাই হাউজের সাথে এবং কমপক্ষে বিশজন অন্য ডাক্তারের সাথে। আমার কাছে রোগী পাঠানো হতো এবং আমি রোগী পাঠাতাম। আমি অপারেশন করতাম এবং অপারেশন পরবর্তী সঠিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করতাম। প্রত্যেকটা অপারেশনই দরকারি ছিল না ; কিন্তু আমি রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনোই একটাও করিনি। আর আমি কখনোই একটা এমন রোগী পাইনি যে প্রেসক্রিপশনে কী লেখা আছে সেটা তাকিয়ে দেখে এবং বলে 'আমি এটা চাই না।' শোনো, ১৯৬৫ সালে তাদের একটা হিস্‌টেরেক্‌টমি হতে পারে অথবা ১৯৭০ সালে আংশিক থাইরয়েড, এবং তুমি যদি তাদের অনুমতি বা উপদেশ দাও, তারা পাঁচ বা দশ বছর পরও বেদনানাশক ওষুধ গ্রহণ করতে থাকবে। কখনো কখনো আমি এমন করতাম। তুমি জানো, আমি একাই ছিলাম না। তারা এই অভ্যাসের খরচ বহন করতে সক্ষম ছিল। আর কখনো কখনো ছোটখাটো সার্জারির পরে একজন রোগীর ঘুমানোর সমস্যা হতে পারে। অথবা লিব্রিয়ামের। এই সবকিছুর ব্যবস্থা করা সম্ভব। হা ! হা ! তারা যদি এটা আমার কাছ থেকে না পায়, তবে তারা অন্য কারো কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করবে।

তখন ট্যাক্সের লোকজন লোয়েনথালকে ধরল। ঐ ভেড়াটা। তারা তাকে পাঁচ বছরের জন্য ঝুলিয়ে ফেলল আর সে আধাডজন নাম উপরে দিল। তার মধ্যে একটা নাম ছিল আমার। তারা আমাকে কিছুদিন লক্ষ করল, আর যতক্ষণে তারা আমার কাছে পৌঁছল ততক্ষণ আমার পাঁচ বছরের চাইতে অনেক বেশি হবার কথা। এর মধ্যে অন্যান্য আরো চুক্তিও ছিল, যার মধ্যে ছিল ফাঁকা প্রেসক্রিপশনের ব্যাপারটাও, যেটা আমি পুরোপুরি ছেড়ে দেইনি। ব্যাপারটা মজার, আমার আর এই জিনিসটা দরকার ছিল না, কিন্তু এটা ছিল একটা অভ্যাস। অতিরিক্ত লাভ ছেড়ে দেয়া খুবই কঠিন।

যাই হোক, কিছু কিছু মানুষের সাথে আমার পরিচয় ছিল। আমি কিছু গুতা টানলাম। আর আমি বেশ কিছু মানুষকে নেকড়ের মুখে ছেড়ে

BanglaBook.org

দিলাম। তাদের কাউকেই আমি পছন্দ করতাম না। এদের প্রত্যেকে ছিল একেকটা আসল কুত্তার বাচ্চা।

ঈশ্বর, আমি ক্ষুধার্ত।

জানুয়ারি ৩০

আজকে কোনো সি-গাল নেই। কখনো কখনো মহল্লায় দেখা যাওয়া ঠেলাগাড়ির পিছনের চিহ্নকে মনে করিয়ে দিল যদিও লেখা থাকে– 'আজ কোনো টমাটো নেই।' হাতে চোখা ছুরি নিয়ে আমি আমার কোমর পর্যন্ত পানিতে হেঁটে গেলাম। আমি একদম স্থিরভাবে সেই একই জায়গায় চারঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, সূর্যরশ্মি আমাকে আঘাত করছিল। দুইবার আমার মনে হয়েছিল, আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমি উল্টাদিক থেকে গোনা শুরু করলাম যতক্ষণ না এই ভাবটা কেটে যায়। আমি একটাও মাছ দেখিনি, একটাও না।

জানুয়ারি ৩১

আরেকটা গাঙচিল মারলাম, প্রথমটাকে যেভাবে মেরেছিলাম সেভাবেই। আমি এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিলাম যে এটাকে সেভাবে যন্ত্রণা দিতে পারিনি যেভাবে দেব বলে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে আসছিলাম। আমি নাড়িভুড়ি বের করে এটাকে খেয়ে ফেললাম। আমি নাড়িভুড়িগুলোও মুচড়ে নিংড়ালাম আর তারপর খেলাম। এটা খুবই আশ্চর্যের, তোমার জীবনীশক্তির অকস্মাৎ ফিরে আসার উচ্ছ্বাসটা তুমি যেভাবে অনুভব করতে পার। কিছুক্ষণের জন্য, আমি সেখানে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম।

মাঝখানের একটা বড় পাথরের স্তূপের ছায়ায় শুয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমি বিভিন্ন জনের কণ্ঠস্বর শুনছি। আমার বাবার, আমার মার, আমার প্রাক্তন স্ত্রীর, আর সবচাইতে খারাপ হলো, আমাকে সারগনে হেরোইন বেচেছিল যে, সেই 'বিগচিৎক'-এর, তার একরকম তোত্‌লামি ছিল, সম্ভবত আংশিক 'ক্লেফ্‌ট্ প্যালাট' (এক রকম জন্মগত সমস্যা, চেরা তালু) থেকে।

BanglaBook.org

'এগিয়ে যাও,' শূন্য থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'এগিয়ে যাও আর সামান্য পরিমাণ খেঁকো। তখন তুমি খেয়ালই করবে না তুমি কতটা ক্ষুধার্ত। এত সুন্দর... ' কিন্তু আমি কখনো মাদক নেইনি, এমনকি ঘুমের বড়িও না।

আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, লোয়েনখাল নিজেই নিজেকে শেষ করেছিল ? সেই ভেড়াটা, যেখানে তার অফিস ছিল সেখানে সে ফাঁসিতে ঝুলেছিল। আমি এভাবে ব্যাপারটাকে দেখি, সে পৃথিবীর একটা উপকার করল।

আমি আমার মাথার উপর ছাদ ফিরে চাচ্ছিলাম। আমি যে সব লোকের সাথে কথা বলেছিলাম তাদের কেউ কেউ বলল যে এটা হতে পারে–কিন্তু এর জন্য অনেক টাকা লাগবে। আমি কখনো স্বপ্নেও যা ভাবিনি তার চেয়েও অনেক বেশি তেল দিতে হবে। আমার কাছে সেফ্ ডিপোজিট বাক্স ৪০,০০০ ডলার ছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে একটা সুযোগ নিতে হবে এবং একে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। একে দ্বিগুণ বা তিনগুণ করতে হবে।

তাই আমি রনি হানেলির সাথে দেখা করতে গেলাম। রনি আর আমি কলেজে একসঙ্গে ফুটবল খেলতাম, আর তখন তার বাচ্চা ভাইটা ইন্টারনাল মেডিসিনের উপর সিদ্ধান্ত নিল, আমি তাকে রেসিডেন্সি পেতে সাহায্য করেছিলাম। রনি নিজে তখন প্রি-ল- তে ছিল, ব্যাপারটা মজার না ? ব্লকে আমরা যখন বেড়ে উঠছিলাম, তখন তাকে 'রনি দ্য ইনফোর্সার (আইন প্রয়োগকারী) বলতাম কারণ সব স্টিকবল খেলায় সে আম্পায়ার হতো আর হকি খেলায় রেফারি হতো। তোমার যদি তার কল পছন্দ না হতো, তোমার কাছে চয়েস ছিল তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখবে অথবা ঘুসি খাবে।

পুয়ার্তোরিকানরা এরকম একটা শব্দ। রনিওপ, এই নামটা তাকে সুড়সুড়ি দিত। এই ব্যাটা কলেজে গেল, এবং তারপর ল (আইন) কলেজে, এবং প্রথমবার অংশ নিয়েই তার বরের পরীক্ষায় সে উৎরে গেল, এবং তখন পুরনো মহল্লাতেই তার দোকান খুলল, ঠিক ফিশ্

BanglaBook.org

বউল বারের ওপরে। আমি আমার চোখ বন্ধ করে এখনো তাকে দেখতে পাই তার সাদা কন্টিনেন্টালে ব্লকে বেড়াচ্ছে।

আমি জানতাম রনির কাছে আমার জন্য কিছু থাকবে। 'এটা বিপদ জনক,' সে বলল। 'কিন্তু তুমি সবসময়ই নিজের খেয়াল রাখতে পারতে। আর তুমি যদি জিনিসগুলো ফেরত নিয়ে আসতে পারো, আমি তোমাকে বেশ কয়েকজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তাদের মধ্যে একজন রাষ্ট্র প্রতিনিধি।'

সেখানে সে আমাকে দুজন লোকের নাম দিল। একজন ছিল সেই 'বিগ চিংক', হেনরী লি-সু। আরেকজন ছিল সালাম ন'গো নামে এক ভিয়েতনামি। একজন কেমিস্ট, টাকার বিনিময়ে সে চিংকের জিনিস পরীক্ষা করে দেখবে। বিভিন্ন সময়ে 'কৌতুক' (জোক) করার জন্য চিংক পরিচিত ছিল। এই 'কৌতুকগুলো' ছিল ট্যালকম পাউডার, ড্রেইন পরিষ্কারক আর কর্নস্টার্চে ভরতি প্লাস্টিকের ব্যাগ। রনি বলেছিল একদিন লি-সু-র ছোট্ট কৌতুকগুলোই তাকে মারবে।

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি ১

একটা প্লেন, ঠিক দ্বীপটার উপর দিয়ে এটা উড়ে গেল। আমি চেষ্টা করেছিলাম পাথরের স্তূপের উপরে উঠে এটার দিকে হাত নাড়তে। আমার পা একটা গর্তে পড়ে গেল। সেই একই গর্তে যেটাতে প্রথম পাখিটা মারার দিন পা-টা আটকে গিয়েছিল, আমার মনে হয়। আমার গোড়ালিতে ফ্র্যাক্চার হয়ে গেছে, কম্পাউন্ড ফ্রাক্চার। একটা বন্দুকের গুলির মতো আওয়াজের সাথে পা-টা গেল। ব্যথাটা ছিল অবিশ্বাস্য। আমি চিৎকার করলাম এবং আমার ভারসাম্য হারালাম, পাগলের মতো আমার হাত নাড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আমি নিচে পড়ে গেলাম আর মাথায় আঘাত পেলাম আর সবকিছু কালো হয়ে গেল। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত আমি জাগিনি। আমি মাথায় যেখানে আঘাত পেয়েছিলাম সেখান থেকে কিছু রক্ত হারিয়েছি। আমার গোড়ালি একটা চাকার মতো ফুলে উঠেছে এবং আমার খুব বাজে ধরনের সান-বার্ন (সূর্য তাপে পুড়ে যাওয়া) হয়ে

গেছে। আমার মনে হয় যদি আর এক ঘণ্টা রৌদ্র থাকত, তবে মনে হয় ফোসকা পড়ত।

নিজেকে টানতে টানতে ফিরিয়ে আনলাম এবং গত রাতটা কাঁপতে কাঁপতে এবং হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে কাটালাম, আমি মাথার ক্ষতটিকে সংক্রমণ মুক্ত করলাম। সেটা ছিল ডান টেমপোরাল লোবের ঠিক উপরে এবং আমি যত ভালোভাবে পারলাম ব্যান্ডেজ করলাম।

এটা শুধুমাত্র একটা মাথার খুলির উপরিভাগের ভাসা-ভাসা ক্ষত আর সামান্য আঘাত, আমার যা মনে হয়, কিন্তু আমার গোড়ালি... এটা একটা খারাপ ধরনের ভাঙা, দুই জায়গা, সম্ভবত তিন জায়গা জুড়ে...

এখন আমি কীভাবে পাখিদের তাড়া করব ?

এটা নিশ্চয়ই কালাস থেকে বেঁচে যাওয়াদের খোঁজে আসা প্লেন ছিল। অন্ধকারে আর ঝড়ে, ডুবে যাওয়ার জায়গা থেকে লাইফবোটটা নিশ্চয়ই বহু মাইল পাড়ি দিয়েছে। তারা হয়ত এদিকে আর ফিরে আসবে না।

খোদা, আমার গোড়ালি খুবই ব্যথা করছে।

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি ২

লাইফবোটটা যেখানে এসে ভেঙে পড়েছিল দ্বীপের দক্ষিণ দিকের সৈকতের ছোট্ট সাদা নুড়ি পাথরে সেখানে আমি একটা চিহ্ন বানালাম। আমার সারাদিন লেগে গেল, ছায়ায় বিশ্রাম নেবার জন্য থামাসহ। তারপরও, দুইবার আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। অনুমান করে, আমি বলব আমি ২৫ পাউন্ড ওজন হারিয়েছি, বেশিরভাগই পানি শূন্যতা থেকে। কিন্তু এখন, আমি যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে আমি চারটি বর্ণ দেখতে পাচ্ছি। সেগুলোর বানান করতে আমার সারাদিন লেগেছে, সাদা বালুর বিপরীতে কালো পাথর ; চার ফুট উঁচু করে লেখা হেল্প আরেকটা প্লেন এটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

যদি কোনো আরেকটা প্লেন থাকে।

আমার পা-টা সারাক্ষণই দপ্‌দপ করছে। সেখানে এখনো ফুলে আছে আর দুটি ভাঙার চারপাশে রং বদলে গেছে। রং পরিবর্তন হওয়া

মনে হয় বেড়ে গেছে। আমার শার্ট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখায় ব্যথার চরম অংশটা চলে গেছে কিন্তু এখনো ব্যথাটা এমন যে আমি ঘুমাবার পরিবর্তে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি ভাবতে শুরু করলাম যে, হয়ত আমাকে পা-টা কেটে ফেলতে হতে পারে।

ফেব্রুয়ারি ৩

পা ফোলা আর রং পাল্টে যাওয়া এখনো অনেক খারাপ পর্যায়ে আমি আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি অপারেশন করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, আমার বিশ্বাস আমি তা করতে পারব। চোখা ছুরিটা জীবাণুমুক্ত করার জন্য আমার কাছে ম্যাচ আছে, সেলাইয়ের বাক্সটা থেকে আমার কাছে সুই-সুতোও আছে। আর ব্যান্ডেজের জন্য আমার শার্ট।

এমনকি আমার কাছে দুই কিলো ব্যথানাশক 'পেইনকিলার'ও আছে, যদিও আমি যা প্রেসক্রাইব করতাম সে ধরনের কিছু না। কিন্তু তারা যদি পেত তবে এটা গ্রহণ করত। তুমি বাজি ধরতে পার। সেসব নীল চুলের বুড়ো মহিলারা এমনকি গ্লেইড এয়ার ফ্রেশনারও নাক দিয়ে টানত যদি তারা ভাবত এটা তাদের অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। বিশ্বাস কর।

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি ৪

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার পা কেটে ফেলব। চারদিন ধরে কোনো খাবার নেই। আমি যদি আরো অপেক্ষা করি, তবে আমি অপারেশনের মাঝখানে কম্বাইন্ড শক্ আর ক্ষুধায় অজ্ঞান হওয়ার এবং রক্তপাত হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকব। এবং আমি এতটাই খারাপ যে আমি এখনো বেঁচে থাকতে চাই, বেসিক অ্যানাটমিতে মকরিজ যা বলত, আমার তা মনে আছে। আমরা তাকে বলতাম বুড়ো মকি। সে বলত, আগে হোক পরে হোক, প্রত্যেক মেডিক্যাল শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারেই এই প্রশ্নটি আসে। কতখানি শক্‌জনিত আঘাত একজন রোগী সহ্য করতে পারে ? এবং সে তার পয়েন্টারটাকে মানবদেহের চার্টের দিকে তাক

করত, যকৃত, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, স্প্লিন, অন্ত্রে একদম মূল ব্যাপারটায় আসা যাক, ভদ্র মহোদয়গণ, সে বলত, উত্তরটা সব সময়ই আরেকটা প্রশ্ন কতটা তীব্রভাবে রোগী টিকে থাকতে চায় ?

আমার মনে হয় আমি এটা করতে পারব।

আমি সত্যিই মনে করি।

আমার মনে হয় আমি ভবিতব্যকে থামানোর জন্য লিখছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হলো আমি এখানে কীভাবে এলাম সে গল্পটা শেষ করিনি। হয়ত আমার ছেঁড়া সুতাগুলো জোড়া লাগানো উচিত কেননা অপারেশনটা যদি খারাপভাবে শেষ হওয়া। এটায় মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে এবং আমি নিশ্চিত অপারেশনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দিনের আলো থাকবে, কারণ আমার পালসার অনুযায়ী, এখন মাত্র সকাল নয়টা বেজে নয় মিনিট। হাহ !

আমি একজন পর্যটক হিসেবে সায়গনে উড়াল দিয়েছিলাম। এটা কি খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে ? মনে হওয়া উচিত নয়। এখনো হাজারো মানুষ নিক্সনের যুদ্ধ সত্ত্বেও প্রতি বছর সেখানে বেড়াতে যায়। এমন লোকও আছে যারা গাড়ির ধ্বংসস্তূপ আর মোরগ লড়াইও দেখতে যায়।

আমার চাইনিজ বন্ধুর কাছে মালগুলো ছিল। আমি স্টোন'গুর কাছে নিয়ে গেলাম, সে এটাকে খুবই উচ্চ মানের জিনিস বলে রায় দিল। সে আমাকে বলল যে, চার মাস আগে লি-সু তার একটা 'কৌতুক' করেছিল এবং তার স্ত্রী তার ওপেল গাড়ির ইগনিশন চালু করার সময় বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল। তখন থেকে অপর কোনো কৌতুক হতো না।

আমি সায়গনে তিন সপ্তাহ ছিলাম ; আমি কালাস নামের জাহাজে সানফ্রান্সিসকো ফেরত যাবার জন্য টিকেট বুক করলাম। প্রথম শ্রেণীর কেবিন। মাল নিয়ে জাহাজে চড়া কোনো সমস্যাই ছিল না ; একটা ফির বিনিময়ে ন'গু দু'জন কাস্টম অফিসারের ব্যবস্থা করেছিল যারা আমার স্যুটকেস দেখার পরে শুধুমাত্র আমার দিকে হাত নেড়েছিল। মালগুলো ছিল এয়ারলাইনের ফ্লাইট ব্যাগে, যেগুলোর দিকে তারা এমনকি কখনো তাকায়ওনি।

BanglaBook.org

'ইউ-এস. কাস্টম্‌স্‌-এর ভিতর দিয়ে যাওয়াটা হবে আরো কঠিন,' ন'গু আমাকে বলল, 'সেটা, যাই হোক, তোমার সমস্যা।'

আমার কোনোই ইচ্ছা ছিল না মালগুলো ইউ-এস. কাস্টম্‌স্‌-এর ভিতর দিয়ে নেবার। রনি হানেলি একজন স্কিন ডাইভারের ব্যবস্থা করেছিল যে ৩,০০০ ডলারের বিনিময়ে বরং একটা কৌশলের কাজ করবে। আমার তার সাথে দেখা করার কথা ছিল (দুই দিন আগে, এখন আমার তাই মনে হয়) সেন্ট রেজিস হোটেল নামে সানফ্রান্সিসকোর একটা ফ্লাপ হাউজে। প্ল্যানটা ছিল মালটা একটা ওয়াটার প্রুফ ক্যানে রাখার। উপরে একটা টাইমার এবং লাল রঙের প্যাকেট লাগানো ছিল। ঠিক আমাদের জাহাজ ঘাটে ভেড়ার আগে, ক্যানিস্টারটা উপর দিয়ে ছুড়ে ফেলার কথা ছিল– কিন্তু আমার দ্বারা না, অবশ্যই।

আমি তখনো এমন একজন কুক অথবা স্টুয়ার্ডকে খুঁজছিলাম যে সামান্য কিছু অতিরিক্ত নগদ টাকা সামলাতে পারবে এবং পরে যখন কালাস ডুবে যাবে তখন তার মুখ বন্ধ রাখার মতো যথেষ্ট স্মার্ট হবে– অথবা যথেষ্ট বোকা।

আমি জানি না কীভাবে বা কেন। ঝড় হচ্ছিল, কিন্তু জাহাজটা মনে হয় ঝড়কে ভালোভাবেই সামলাচ্ছিল। ২৩ তারিখে সন্ধ্যা ৮টার দিকে নিচের ডেকগুলোর কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সে সময় আমি লাউঞ্জে ছিলাম, আর প্রায় সাথে সাথেই কালাস কাঁপতে শুরু করল। বাঁ দিকে... এটাকে তারা 'পোর্ট" নাকি 'স্টারবোর্ড' বলে ?

লোকজন চিৎকার করছিল আর চতুর্দিকে ছুটছিল। পেছনের বার থেকে বোতল পড়ে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। একজন লোক নিচের কোনো একটা লেভেল থেকে এলোমেলোভাবে উপরে উঠে আসছিল তার শার্ট পুড়ে গেছে, চামড়া ঝলসে গেছে। যাত্রার শুরুতে ড্রিলের সময় যে লাইফবোট স্টেশনগুলোতে যাত্রীদের ড্রিলের জন্য যেতে হতো সেখানে যাবার জন্য লাউডস্পিকারে বলা শুরু হলো।

যাত্রীরা এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করে যেতে লাগল। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই লাইফবোট ড্রিলের সময় চেহারা দেখানোর কথা ভাবত। আমি শুধু যে চেহারা দেখাতাম তা না, আমি তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

আসতাম– আমি সামনের সারিতে থাকতে চাইতাম, তুমি জানো, যেন আমি কোনো বাধা ছাড়াই সবকিছু দেখতে পাই। যখন আমার নিজের চামড়ার ব্যাপার হয়, তখন সব সময়ই আমি গভীর মনোযোগ দিই।

আমি আমার স্টেটরুমে নেমে গেলাম, হেরোইনের ব্যাগগুলো নিলাম, আর আমার সামনের পকেটের প্রতিটাতে একটা করে রাখলাম। এরপর আমি ৮ নম্বর লাইফবোট স্টেশনে গেলাম। যেইমাত্র আমি মেইন ডেকে যাবার সিঁড়ির দিকে উঠলাম, আরো দু'টো বিস্ফোরণ ঘটল এবং জাহাজটা আরো খারাপভাবে ডুবতে শুরু করল।

উপরে সবকিছু ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। আমি দেখলাম একটা বাচ্চাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এক মহিলা পেঁচার মতো চেঁচাতে চেঁচাতে আমাকে অতিক্রম করে দৌড়ে গেল, পিচ্ছিল, কোলাহলপূর্ণ ডেকের উপর দৌড়ে যেতে যেতে তার গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার ঊরু দিয়ে রেইলিং-এ আঘাত লাগল এবং বাইরের দিকে সে পড়ে গেল। সে দৃষ্টিসীমার বাইরে যাবার আগ পর্যন্ত আমি আগে শূন্যে দুটো এবং তিন নম্বরের ডিগবাজি খেতে দেখলাম। একজন মধ্যবয়স্ক লোক শাফলবোর্ড কোর্টের কেন্দ্রে বসে তার চুল টানছিল। কুক-এর সাদা পোশাক পরা আরেকজন লোকের মুখ এবং হাত ভয়ংকরভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হোঁচট খাচ্ছিল আর চেঁচাচ্ছিল, 'সাহায্য কর ! আমি দেখতে পাচ্ছি না ! সাহায্য কর ! আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

আতঙ্কটা প্রায় পুরোপুরিই ছিল ; যাত্রী থেকে নাবিক দল পর্যন্ত মহামারির একটা অসুখের মতো এটা ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, প্রথম বিস্ফোরণ থেকে কালাস-এর সত্যিকারের ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মাত্র প্রায় বিশ মিনিট কেটেছে। কিছু কিছু লাইফবোট স্টেশন চিৎকার করতে থাকা যাত্রীতে ভারাক্রান্ত ছিল, যেখানে অন্যগুলো ছিল পুরোপুরি খালি। আমারটা, যেটা ছিল জাহাজের ডুবে যাওয়া পাশের দিকে, প্রায় খালি-ই ছিল। সেখানে আমি এবং ফুসকুড়ি যুক্ত ম্লান মুখের একজন সাধারণ নাবিক ছাড়া কেউই ছিল না।

BanglaBook.org

সে বলল, 'চল এই বালতির মতো তলার পুরনো বুড়ি বেশ্যাকে পানিতে নামাই।' তার চোখগুলো পাগলের মতো কোটরে ঘুরছিল। 'এই রক্তাক্ত গামলাটা একদম সিধা নিচে চলে যাবে।'

লাইফবোটের ৪ গিয়ার অপারেট করার জন্য সহজই কিন্তু নার্ভাসনেসের কারণে হাতড়াতে হাতড়াতে সে তার দিকের ব্লক অপর খুঁটিতে জট পাকিয়ে ফেলল। নৌকাটা ছয় ফুট নিচে নেমে গেল এবং তারপর উপরে উঠল, সামনের অংশ পেছনের অংশের চেয়ে দুই ফুট নিচে।

যখন সে চেঁচাতে শুরু করল আমি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলাম। সে জট সারাতে সফল হলো এবং একই সময়ে তার হাত আটকে গেল। শোঁ শোঁ আওয়াজ করতে থাকা দড়িটা তার হাতের খোলা তালুর উপর আঘাত করল, চামড়া ছিলে ফেলল, তার সে দিকটা কাঁপতে থাকল।

আমি দড়ির সিঁড়িটা উপর দিকে ছুড়ে মারলাম, তাড়াতাড়ি একে নিচে নামালাম এবং নিচে নামানোর দড়ি থেকে লাইফবোটকে মুক্ত করলাম। তারপর আমি বৈঠা বাইতে শুরু করলাম, এটা এমন কিছু না। আমি আমার বন্ধুর সামার হাউজে বেড়াতে গিয়ে কখনো কখনো আনন্দের জন্য করেছি ; যা আমি এখন আমার জীবন বাঁচানোর জন্য করছি। আমি জানতাম মরতে যাওয়া কাল্পিস ডুবে যাওয়ার আগে আমি যদি যথেষ্ট দূরে সরে না যাই, সে তার সাথে আমাকেও নিচে টেনে নিয়ে যাবে।

মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই সে ডুবে গেল। আমি পুরোপুরিভাবে টানটা এড়াতে পারিনি, শুধুমাত্র এক জায়গায় থাকবার জন্যই আমাকে পাগলের মতো দাড় বাইতে হয়েছিল। খুব দ্রুত জাহাজটা নিচে চলে গেল। তখনো অনেক মানুষ জাহাজের সামনের দিকের রেলিং ধরে ঝুলছিল এবং চেঁচাচ্ছিল। তাদেরকে এক ঝাঁক বাঁদরের মতো দেখাচ্ছিল।

ঝড়ের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছিল। আমি একটা দাড় হারিয়ে ফেললাম কিন্তু অন্যটা রাখতে সক্ষম হলাম। পুরো রাত এক রকম

BanglaBook.org

স্বপ্নের মতো কাটল, প্রথমে পানি সেচা, এরপর দাড়টা আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো ধাওয়া করা যেন পরে বাড়তে থাকা ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকার গলুই যেতে পারে।

২৪ তারিখের ভোরের আগে কোনো সময়ে, আমার পেছনে ঢেউগুলো শক্তিশালী হতে শুরু করল। নৌকা সামনের দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। এটা ভীতিকর ছিল কিন্তু একই সাথে ছিল উল্লসিত হবার মতো, হঠাৎ করে আমার পায়ের নিচ থেকে বেশির ভাগ কাঠের তক্তা খুলে গেল, কিন্তু লাইফবোটটা ডুবে যাবার আগে এই খোদা পরিত্যক্ত পাথরের স্তূপে এসে পড়ল। আমি এমনকি কোথায় আছি তাও জানি না ; একেবারেই কোনো ধারণা নেই। নেভিগেশন আমার শক্ত পয়েন্ট না, হা-হা।

কিন্তু আমি জানি আমাকে কী করতে হবে। এটা হয়ত সর্বশেষ এন্ট্রি, কিন্তু কোনোভাবে আমার মনে হয় আমি এটা করতে পারব। সবসময়ে কি আমি করিনি ? এবং আজকাল কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য সব জিনিস হচ্ছে। এক পা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবেই চলতে পারব। আমি নিজেকে যত ভালো ভাবি আসলেই তত ভালো কি না সেটা দেখার এখনই সময়, ভাগ্য।

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি ৫

করলাম।

আমি সবচেয়ে চিন্তিত ছিলাম যে ব্যাপারটা নিয়ে তা হলো ব্যথা। আমি ব্যথা সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমি ভাবছিলাম আমার দুর্বল অবস্থায়, ক্ষুধা এবং যন্ত্রণার সমন্বয় হয়ত আমার শেষ করার আগেই আমাকে অজ্ঞান করে দিতে পারে। কিন্তু হেরোইন খুব ভালোভাবে ব্যাপারটা সমাধান করল।

আমি একটা ব্যাগ খুললাম এবং একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপরের স্তরে রেখে তার থেকে বড়সড় দুই চিমটি শুঁকলাম– প্রথমে ডান নাকের ফুটো দিয়ে এবং বাম ফুটো দিয়ে। যেন কোনো সুন্দর অবশকারী বরফ শুঁকলাম যা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত মস্তিষ্ক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। গতকাল

এই ডায়েরিতে আমার লেখা শেষ হওয়া মাত্র আমি হেরোইন গ্রহণ করেছিলাম– সেটা ছিল ৯টা ৪৫ মিনিটে। এরপর যখন আমি ঘড়ি দেখলাম তখন আমাকে আংশিকভাবে সূর্যের নিচে রেখে ছায়া সরে গিয়েছে এবং তখন সময় ছিল ১২টা ৪১। আমি মাথা নাড়লাম। আমি কখনোই স্বপ্নেও ভাবিনি যে, এটা এত সুন্দর হতে পারে এবং আমি বুঝতে পারি না কেন আমি আগে এত ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ ছিলাম। ব্যথা, আতঙ্ক, দুর্দশা... সব চলে গেছে, রয়ে গেছে শুধুমাত্র একটা ঠাণ্ডা হাসিখুশি ভাব।

এই অবস্থাটাতেই আমি অপারেশন করেছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে, প্রচুর ব্যথা ছিল, তার বেশিরভাগই ছিল অপারেশনের প্রথম ভাগে। কিন্তু ব্যথাটা মনে হচ্ছিল আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে, যেন অন্য কারো ব্যথা। আমাকে এটা জ্বালাচ্ছিল কিন্তু এটা কৌতূহলোদ্দীপকও ছিল। তুমি কি এটা বুঝতে পারলে ? হয়ত তুমি বুঝতে পারো যদি তুমি নিজে একটা শক্তিশালী মরফিন বেস্ড ড্রাগ ব্যবহার করে থাক। ভোঁতা ব্যথার চাইতে অনেক বেশি এটা করে থাকে। মকনে একটা অবস্থাকে উটা উদ্দীপিত করে। একটা অচঞ্চল অবস্থা। আমি বুঝতে পারি কেন মানুষ এটাতে গেঁথে (আটকে) যায়, যদিও 'গেঁথে যাওয়া' একটা অত্যন্ত কঠিন শক্ত শব্দ যা অবশ্যই সাধারণত তারাই ব্যবহার করে যারা কখনোই এটা চেখে দেখেনি।

প্রায় আধাআধি পথ পার হবার পরে, ব্যথাটা যেন আরো ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়াল। অজ্ঞান হবার ঢেউগুলো যেন আমাকে ধুয়ে গেল। আমি সাদা পাউডারের খোলা ব্যাগের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকালাম, কিন্তু নিজেকে জোর করে বাধ্য করলাম মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে। আমি যদি আবারও ঝিমিয়ে পড়তাম তবে আমি নিশ্চিত আমি রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যেতাম যেমনটা আমি অজ্ঞান হলে যেতাম। তার বদলে আমি একশো থেকে উল্টাদিকে গুনলাম।

সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার ছিল রক্তক্ষরণ। একজন সার্জন হিসেবে, আমি খুব ভালোভাবে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলাম। অপ্রয়োজনে একটা ফোঁটাও ঝরে পড়তে পারবে না। যদি একজন রোগীর হাসপাতালে

BanglaBook.org

অপারেশনের সময় রক্তপাত হয়, তবে তুমি তাকে রক্ত দিতে পারো। আমার এমন কোনো সাপ্লাই ছিল না। যতটুকু রক্ত হারিয়েছি– এবং যতক্ষণে আমি শেষ করলাম, আমার পায়ের নিচের বালি এত গাঢ় কালো হয়ে গিয়েছিল–তা হারিয়েছি যতক্ষণ না আমার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কারখানা তা পুনরায় সরবরাহ করতে পারে। আমার কোনো ক্লাম্প, হেমোস্ট্যাট, সার্জিকাল সুতা ছিল না।

আমি ঠিক ১২.৪৫-এ অপারেশন শুরু করলাম। শেষ করলাম ১.৫০-এ, এবং সাথে সাথে হেরোইন দিয়ে নিজেকে আচ্ছন্ন করলাম, আগের চেয়ে একটা বড় ডোজে। আমি এক ধূসর, ব্যথাহীন পৃথিবীতে পৌঁছলাম এবং প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত সেখানেই থাকলাম। যখন আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম, নীল প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে আমার দিকে এক সোনালি পথরেখা তৈরি করে সূর্যটা পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ছিল। আমি কখনোই এত সুন্দর কোনো কিছু দেখিনি– সেই এক মুহূর্তেই সমস্ত ব্যথার হিসাব চুকে গেল। একঘণ্টা পরে আমি আরেকটু বেশি করে নাক দিয়ে টানলাম যেন পুরোপুরিভাবে সূর্যাস্ত উপভোগ করে এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারি।

অন্ধকার হয়ে গেলে আমি–

আমি–

দাঁড়াও। আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আমি চারদিন ধরে কোনো কিছু খেতে পাইনি ? এবং এ অবস্থায় আমার অস্তিত্বকে ফিরে পেতে আমি শুধুমাত্র আমার নিজের শরীর থেকেই সাহায্য পেতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, আমি কি তোমাকে বারবার করে বলিনি যে, টিকে থাকা হলো মনের ব্যাপার ? উচ্চস্তরের মন ? আমি নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য এটা বলব না যে তুমিও একই কাজ করতে। প্রথম কথা হলো, তুমি সম্ভবত একজন সার্জন নও, যদি তোমার শরীরের কোনো অংশ কেটে ফেলা বা অ্যাম্পুটেশনের পদ্ধতি জানাও থাকে, তুমি কাজটা এত খারাপভাবে সম্পন্ন করতে যে, রক্তপাত হয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত মারাই যেতে। এবং যদি বা তুমি অপারেশনে এবং শকজনিত আঘাতের থেকে বেঁচেও যেতে, তোমার আগে থেকেই সব ধারণা ঠিক

BanglaBook.org

করে রাখা মস্তিষ্কে চিন্তাটা ঢুকতই না। বাদ দাও। কারো জানার দরকার নেই। এই দ্বীপ ছেড়ে যাবার আগে আমার শেষ কাজ হবে এই বইটা ধ্বংস করা।

আমি খুব সাবধানি ছিলাম।

আমি খাবার আগে খুব ভালোভাবে পুরোপুরি এটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম।

ফেব্রুয়ারি ৭

কাটা অংশটা থেকে ব্যথাটা খুবই খারাপ ছিল– থেকে থেকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় আরোগ্য হবার প্রক্রিয়া শুরু হতে যে গভীর চুলকানি শুরু হলো সেটা ছিল আরো খারাপ। আমি আজ সন্ধ্যায় আমার সেইসব রোগীর কথা ভাবছিলাম যারা আমার কাছে বকবক করত যে তারা ভালো হতে থাকা মাংসের অংশে ভয়ংকর আঁচড়াতে না পারা চুলকানি সহ্য করতে পারছে না, আর আমি মুচকি হাসতাম এবং তাদের বলতাম যে, আগামীকাল তাদের ভালো লাগবে, মনে মনে ভাবতাম যে, এরা কী পরিমাণ ঘ্যানঘেনে, কী জেলিফিশের মতো নরম, কেমন অকৃতজ্ঞ শিশুর মতো। এখন আমি বুঝি। এ পাগল করে দেয়া ভয়ংকর চুলকানি থেকে মুক্তি পেতে কতবার আমি কাটা অংশের শার্টের ব্যান্ডেজটিরে ফেলে চুলকাতে শুরুই প্রায় করে দিচ্ছিলাম, নরম কাঁচা মাংসে আমার আঙুল ডুবিয়ে বালিতে রক্ত গড়িয়ে যেতে দিকে চেয়েছি যেকোনো কিছু, যেকোনো কিছুই।

সেসব সময়ে আমি একশো থেকে উল্টোদিকে গুনতাম এবং নাক দিয়ে হেরোইন টানতাম।

আমার কোনো ধারণা নেই আমি আমার দেহের সিস্টেমে কতটুকু গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি জানি যে, অপারেশনের সময় থেকে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে আমি 'পাথর' হয়ে গেছি। তুমি জানো, এটা ক্ষুধাকে দমিয়ে রাখে। ক্ষুধার্ত হওয়া সম্পর্কে আমি জানতেই পারিনি। একটু মূর্ছা ভাব ছিল, আমার পেটের মধ্যে যেন বহুদূর থেকে আসা কোনো যন্ত্রণা, ব্যস এই পর্যন্তই। এটা খুব সহজেই অগ্রাহ্য করা যায়। যদিও

BanglaBook.org

আমি সেটা করতে পারছি না। হেরোইনের কোনো পরিমাপযোগ্য ক্যালরি মূল্য নেই। আমি আমার নিজেকে পরীক্ষা করছিলাম, হামাগুড়ি দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম, আমার শক্তি মাপছিলাম। এটা কমে আসছে।

হে ঈশ্বর, আমি আশা করি না, কিন্তু... আরেকটা অপারেশন হয়ত করতে হতে পারে।

(পরে)

আরেকটা প্লেন উড়ে গেল, এত উপর দিয়ে যে সেটা আমার কোনো উপকারেই এল না, আমি যতটুকু দেখলাম তা হলো সেটা নিজেকে আকাশের গায়ে যেন খোদাই করে দিচ্ছিল। যাই হোক আমি তবুও হাত নাড়লাম। হাত নাড়লাম আর চেঁচালাম। যখন এটা চলে গেল আমি কাঁদলাম।

এখন এত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে যে, দেখাই যাচ্ছে না খাবার। আমি সব ধরনের খাবার সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছি। আমার মায়ের লাসানা, গার্লিক ব্রেড, ইস্‌কারগট, লবস্টার, প্রাইম রিব, পিচ মেলবা, লন্ডন ব্রয়েল, ফার্স্ট অ্যাভেনিউ-র মাদার ক্রঞ্চি-এ দেখা পাউন্ড কেকের বিশাল টুকরা আর ডেসার্ট হিসেবে ঘরে বানানো ভানিলা আইসক্রিমের স্কুপ। গরম প্রেটজেল বেক করা স্যামন বেক করা আলাস্কা বেক করা হ্যাম, সাথে আনারসের রিং। পেঁয়াজের রিং। আলুর চিপসে ঢুকানো পেয়াঁজ লম্বা লম্বা চুমুকে ঠাণ্ডা আইস টি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যা তোমাকে তোমার ঠোঁট দিয়ে সাগ্রহে আস্বাদন করাবে।

১০০, ৯৯, ৯৮, ৯৭, ৯৬, ৯৫, ৯৪...

ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর।

ফেব্রুয়ারি ৮

আজ সকালে পাথরের স্তূপে আরেকটা (সি) গাল নেমেছিল। এটা ছিল বড়সড় আর মোটা, আমি আমার পাথরের ছায়ায় বসেছিলাম, যেটাকে আমি আমার ক্যাম্প মনে করি, আমার ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ের কাটা অংশটা ঠেকিয়ে রাখা ছিল। গালটা নামামাত্রই আমার মুখে লালা জমতে

BanglaBook.org

লাগল। একদম পাভলভের কুকুরগুলোর একটার মতো, একটা বাচ্চার মতো অসহায়ভাবে লালা ঝরতে লাগল। একটা বচ্চার মতো।

আমার হাতে সুন্দর করে এঁটে যায় এ রকম বড় এক টুকরা পাথর আমি কুড়িয়ে নিলাম এবং ওটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। চার ভাগের এক ভাগ। আমরা তিন ভাগ পেছনে, তৃতীয় এবং দীর্ঘ গজ। পিনজেটি পাস দেয়ার জন্য ফেলে দিল পেছনে (পাইন, আমি বুঝতে চেয়েছি পাইন), আমার বেশি আশা ছিল না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটা উড়ে যাবে। কিন্তু আমাকে চেষ্টা করতে হলো। যদি আমি এটা পেতাম, এর মতো একটা গোলগাল মোটাসোটা ও উদ্ধত পাখি, তবে আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য একটা দ্বিতীয় অপারেশনকে স্থগিত করে দিতে পারতাম। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এটার দিকে এগুলাম, আমার কাটা অংশটা সময়ে সময়ে একটা পাথরে লাগছে আর আমার সারা শরীরে ব্যথার তাড়া পাঠাচ্ছে, এবং আমি এর উড়ে চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এটা উড়ে গেল না। এটা শুধুমাত্র পিছনে আর সামনে রাজকীয় গর্বিত পদক্ষেপে চলে বেড়াল। এর মাংসল বুকটা যেন সাধারণ কোনো পাখির পর্যবেক্ষণকারী দলের মতো বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছিল। প্রতিটা সময় এর ছোট নোংরা, কালো চোখ দিয়ে সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল এবং আমি পাথরের মতো জমে যাচ্ছিলাম আর একশো থেকে উল্টাদিকে গুনছিলাম যতক্ষণ না এটা আবার সামনে পেছনে পায়চারি শুরু করে। প্রতিবার এটা ডানা ঝাপটাল, আমার পাকস্থলি বরফপূর্ণ মনে হলো। আমার লালা ঝরতেই থাকল। আমার এ ব্যাপারে কিছু করার ছিল না। আমি একটা শিশুর মতো লালা ঝরাচ্ছিলাম।

আমি জানি না কতক্ষণ আমি এটার উপর নজর রাখছিলাম। এক ঘণ্টা ? দুই ? এবং আমি যতই এর কাছে যাচ্ছিলাম, আমার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে যাচ্ছিল আর (সি) গালটা আরো সুস্বাদু লাগছিল। প্রায় এমনই লাগছিল যে এটা আমাকে উপহাস করছে আর আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে আমি যেইমাত্র এর ঢিল ছোড়া দূরত্বে পৌঁছব, এটা উড়ে যাবে। আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। আমার মুখের

BanglaBook.org

ভিতরটা ছিল শুকনো। পায়ের কাটাটা ভয়ানকভাবে ঠকঠক করছিল। আমার মনে হয় আমি উইথড্রয়াল পেইন (ড্রাগসের প্রভাব শেষ হবার পরের ব্যথা)-এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এত জলদি ? আমি এই জিনিসটা এক সপ্তাহেরও কম সময় ধরে ব্যবহার করছি !

যাই হোক না কেন। আমার এটা প্রয়োজন। এ জিনিস অনেক আছে, অনেক। আমি স্টেটস-এ ফিরে যাবার পর পরবর্তীতে যদি আমাকে চিকিৎসা নিতে হয়, আমি ক্যালিফোর্নিয়ার সবচাইতে সেরা ক্লিনিকে যাব এবং যাব হাসি মুখেই, সেটা এখনকার কোনো সমস্যা নয়, তাই তো ?

যখন আমি রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছলাম, আমি পাথরটা ছুড়তে চাইলাম না। আমি উন্মাদের মতো নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আমি মিস্ করব, সম্ভবত ফুটখানেক দূরত্বে। আমাকে আরো কাছে যেতে হতো। তাই আমি পাথরের স্তূপের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দেয়া অব্যাহত রাখলাম, আমার মাথা পিছনে যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল, আমার শুকিয়ে যাওয়া, কাকতাড়ুয়ার মতো শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিল। আমার দাঁত পচে যেতে শুরু করেছিল, আমি কি তোমাকে এটা বলেছিলাম ? আমি যদি একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ হতাম, তবে বলতাম যে এটা হচ্ছে কারণ আমি খেয়েছি–

হ্যাঁ ! আমরা ভালোই জানি, তাই না ?

আমি আবার হাসলাম। আমি আগের প্রতিটি (সি) গালের ক্ষেত্রে যতটা ছিলাম, তার চাইতে এটার অনেক কাছে ছিলাম। আমি এখনো নিজেকে দিয়ে কাজটা করাতে পারলাম না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার আঙুল ব্যথা করল, আমি পাথরটা ধরে রাখলাম এবং তবুও আমি সেটা ছুড়ে মারতে পারলাম না। কারণ আমি জানতাম যদি আমি লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হই তবে ঠিক কী ঘটবে।

যদি আমি সব মাল-ই ব্যবহার করি তবুও আমি পরোয়া করি না ! আমি মামলা করে তাদের শেষ করব।

আমার বাকিটা জীবন আমি গাছের ছাল পরেই কাটাব। *আমার দীর্ঘ, অনেক দীর্ঘ এই জীবন !*

BanglaBook.org

আমার মনে হয় আমি পাথরটা না ছুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঠিক (সি) গালটার উপরেই উঠে বসতাম যদি না শেষ পর্যন্ত এটা তার ডানা মেলত। আমি গড়িয়ে উপরে উঠতাম এবং একে জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি করতাম। কিন্তু এটা তার ডানা ছড়িয়ে দিল এবং উড়তে শুরু করল। আমি এটার দিকে চেঁচিয়ে উঠলাম ও আমার হাঁটুর উপর উঠে পড়লাম এবং আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমার পাথরটা ছুড়ে মারলাম এবং আমি এটাকে আঘাত করলাম।

পাখিটা একটা কুৎসিত ডাক ছাড়ল এবং পাথরের স্তূপের অপর দিকে পড়ে গেল। হেঁচড়ে উঠে বসতে বসতে এবং হাসতে হাসতে, পায়ের কাটা অংশে আঘাত পাওয়া বা ক্ষত মুখ খুলে যাওয়ার কথা এখন মনে না এনে, আমি চূড়ার উপর দিয়ে এবং অন্য পাশে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলাম। আমি আমার ভারসাম্য হারালাম এবং মাথায় সশব্দে আঘাত পেলাম। আমি এমনকি এটা খেয়ালও করিনি, তখন নয়, যদিও এটা একটা বিশ্রী রকমের ফোলার সৃষ্টি করল। যতটুকু আমি ভাবতে পারছিলাম তা হলো পাখিটা এবং আমি যেভাবে সেটাকে আঘাত করেছিলাম ; চমৎকার ভাগ্য, এমনকি আমি এটাকে ডানায় আঘাত করেছি।

এটা অন্য পাশের বিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছিল, এর এক ডানা ছিল ভাঙা, ডানার নিচে শরীর রক্তে লাল। আমি যত দ্রুত সম্ভব হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম, কিন্তু পাখিটা তার চেয়েও দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে ছেচড়াচ্ছিল– প্রতিবন্ধীদের রেস্ ! হা ! হা ! আমি হয়ত একে ধরেই ফেলতাম– আমি দূরত্ব কমিয়ে আনছিলাম– শুধুমাত্র আমার হাত দুটোর জন্য পারলাম না। আমাকে আমার হাতের ভালো যত্ন নিতে হয়। আমার এদের আবারো প্রয়োজন পড়তে পারে। আমার যত্ন সত্ত্বেও, যতক্ষণে আমি সৈকতের সরু নুড়িময় স্থানে পৌঁছলাম, আমার হাতের তালু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, এবং একটা পাথরের এবড়োখেবড়ো চোখা মাঝের অংশের সাথে লেগে আমার পালসার ঘড়ির মুখটা আমি ভেঙে ফেলেছিলাম।

BanglaBook.org

চিলটা পানিতে গড়িয়ে পড়ল, কুৎসিতভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে এবং আমি তাকে ধরতে গেলাম। আমি লেজের পাখনার এক মুঠো ধরে ফেললাম যেগুলো আমার মুঠো গলে বেরিয়ে গেল। তারপর আমি পানির ভিতরে পড়ে গেলাম, পানি খেয়ে ফেললাম, নাক দিয়ে পানি ঢুকে গলায় আটকে আমার দম আটকে যাচ্ছিল।

আমি এরপরও হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম, আমি এমনকি এর পিছনে সাঁতরাতেও চেষ্টা করেছিলাম। আমার পায়ের কাটা অংশটা থেকে ব্যান্ডেজ খুলে আসল। আমি নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করলাম। আমি ক্লান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে, ব্যথায় শেষ হয়ে গিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে এবং চিৎকার করতে করতে, (সি) গালটাকে অভিশাপ দিতে দিতে কোনো রকমে শুধুমাত্র বিচে ফিরে যেতে সক্ষম হলাম। এটা সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ভেসে থাকল, সারাটা সময়ই দূর থেকে আরো দূরে। আমি যেন মনে করতে পারছি যে, আমি একটা জায়গায় ফিরে আসার জন্য একে মিনতি করছিলাম। কিন্তু এটা যখন শেলপ্রাচীরের ওপাশে চলে গেল, আমার মনে হয় তখন সে মৃত ছিল।

এটা ঠিক নয়।

আমার ক্যাম্পের আশপাশে বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসতে আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। আমি অনেকখানি পরিমাণে হেরোইন নাক দিয়ে টানলাম তবুও আমি গাল-টার প্রতি খুব খারাপভাবে রেগে আছি। যদি আমি তাকে ধরতে না-ই পারলাম, তবে সে কেন আমাকে এভাবে উপহাস করল ? কেন সে শুধুই উড়ে চলে গেল না ?

ফেব্রুয়ারি ৯

আমি আমার বাঁ পা কেটে ফেললাম এবং আমার প্যান্ট দিয়ে এটা ব্যান্ডেজ করলাম। অপারেশনের পুরোটা সময় আমার লালা ঝরছিল। লালা ঝরছিল, যখন আমি (সি) গালটাকে দেখেছিলাম একেবারে তখনকার মতো। অসহায়ের মতো লালা ঝরছিল। কিন্তু আমি নিজেকে

BanglaBook.org

অন্ধকার হবার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করালাম। আমি শুধুমাত্র একশো থেকে উল্টাদিকে গুনলাম... বিশ থেকে তিরিশ বার ! হা ! হা !

তারপর...

আমি নিজেকে বলতে থাকলাম ঠাণ্ডা গরুর মাংসের রোস্ট। ঠাণ্ডা গরুর মাংসের রোস্ট, ঠাণ্ডা গরুর মাংসের রাস্ট।

ফেব্রুয়ারি ১১ (?)

গত দুই দিন ধরে বৃষ্টি। এবং ঝড়ো বাতাস, আমি মাঝখানের স্তূপ থেকে কিছু পাথর সরাতে সক্ষম হয়েছি, যা দিয়ে আমার হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার মতো একটি গর্ত তৈরি করা যায়। একটা ছোট মাকড়সা খুঁজে পেলাম। পালিয়ে চলে যাবার আগেই আমার আঙুলের ফাঁকে একে মুচড়ে ধরলাম এবং খেয়ে ফেললাম। খুব চমৎকার। রসালো। নিজে নিজে ভাবলাম যে, আমার উপরের পাথরগুলো পড়ে গিয়ে আমাকে জীবন্ত কবর দিতে পারে। পরোয়া করলাম না।

পুরো ঝড়টা পাথরের মাঝে কাটালাম। হয়ত দুই দিনের পরিবর্তে তিন দিন বৃষ্টি হয়েছিল। অথবা শুধুমাত্র একদিন। কিন্তু আমার মনে হয় দুইবার রাত হয়েছিল। আমি ঝিমুতে ভালোবাসি। তখন কোনো ব্যথা বা চুলকানি নেই। আমি জানি আমি এতে টিকে থাকতে যাচ্ছি। এটা হতেই পারে না যে, কোনো মানুষ এমন অবস্থার ভিতর দিয়ে যাবে আর কিছুই পাবে না।

যখন আমি ছোট ছিলাম, ছোট এঁড়ে বাছুরের মতো, হলি ফ্যামিলিতে একজন যাজক ছিলেন, এবং তিনি নরক ও মানুষের পাপ নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন। সত্যিই এটা তার একটা প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। মানুষের পাপ থেকে তুমি ফিরে যেতে পারো না, এটাই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। আমি গতরাতে তাকে স্বপ্ন দেখেছি, আমি দেখলাম ফাদার হাইলে তার কালো বাথরোব পরে তার হুইস্কির মতো নাকে আমার দিকে তার আঙুল নাড়াতে নাড়াতে বলছেন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, রিচার্ড পিনজেটি... একটা মানবীয় পাপ... নরকে যাও, পুত্র... নরকে যাও...

BanglaBook.org

আমি তার উদ্দেশে হাসলাম। যদি এই জায়গাটা নরক না হয়, তাহলে কী ? এবং একমাত্র মানবীয় পাপ হলো হাল ছেড়ে দেয়া। অর্ধেক সময় ধরে আমি বিকারগ্রস্তের মতো প্রলাপ বকলাম, বাকিটা সময় আমার পায়ের কাটা অংশটা চুলকাল এবং স্যাঁতসেঁতে ভাবটার জন্য ভয়ংকরভাবে ব্যথা করল।

কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দেব না। আমি কম খাচ্ছি। কোনো কিছুই না পেয়ে নয়। কোনো কিছুই না পেয়ে এ সব কিছু নয়।

ফেব্রুয়ারি ১২

আবার সূর্য দেখা দিয়েছে, একটা সুন্দর দিন। আমি আশা করি মহল্লায় তারা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। আমার জন্য এটা একটা ভালো দিন ছিল, এই দ্বীপে কোনো একটা দিন যত ভালো হতে পারে। ঝড়ের সময় আমার যে জ্বর ছিল মনে হয় কমে গেছে। যখন আমি আমার খুঁড়ে রাখা গর্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম তখন আমি দুর্বল ছিলাম ও কাঁপছিলাম, কিন্তু দুই বা তিন ঘণ্টা ধরে সূর্যালোকে গরম বালুতে খুয়ে থাকার পরে, আমি আবার নিজেকে প্রায় মানুষ বলে অনুভব করতে শুরু করলাম।

দক্ষিণ পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ালাম এবং ঝড়ে ভেসে আসা বেশ কিছু জমে থাকা কাঠের টুকরা খুঁজে পেলাম, যার মধ্যে আমার লাইফবোর্ডের কয়েকটি তক্তাও ছিল। কয়েকটা তক্তার মধ্যে সামুদ্রিক গুল্ম এবং আগাছা লেগেছিল। আমি খেয়ে ফেললাম। বীভৎস স্বাদ। যেন ভিনাইলের শাওয়ার কার্টেন খাচ্ছি। কিন্তু এই সন্ধ্যায় নিজেকে অনেক শক্তিশালী বলে অনুভব করলাম।

আমি যতখানি পারলাম কাঠগুলো উপরে টেনে আনলাম যেন এগুলো শুকাতে পারে। এখনো আমার কাছে ওয়াটার প্রুফ ম্যাচের পুরো একটি টিউব আছে। যদি কেউ জলদিই আসে, তবে সিগনাল দেবার আগুন জ্বালানো যাবে কাঠগুলো দিয়ে। যদি না হয় তো রান্নার আগুন। আমি এখন নাক দিয়ে (ড্রাগ) টানতে যাচ্ছি।

ফেব্রুয়ারি ১৩

একটা কাঁকড়া খুঁজে পেলাম। এটাকে মারলাম এবং ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে একে রোস্ট করলাম। আজ রাতে আবারো আমি ঈশ্বরে প্রায় বিশ্বাস করতে পারলাম।

BanglaBook.org

ফেব্রুয়ারি ১৪

আমি আজ সকালেই খেয়াল করলাম যে, আমার হেল্প সাইনটার বেশির ভাগ পাথরই ঝড়ে ভেসে গেছে। কিন্তু ঝড় থেমে গিয়েছিল... তিন দিন আগে। আমি কি সত্যিই এমন পাথরের মতো অনুভূতিহীন হয়ে গিয়েছিলাম ? আমাকে এটা খেয়াল করতে হবে, আজ কমাতে হবে। আমি যখন ঝিমাচ্ছিলাম তখন যদি একটা জাহাজ চলে গিয়ে থাকে তবে কী হবে ?

আমি অক্ষরগুলো আবার সাজালাম, কিন্তু এটা দিনের বেশির ভাগ অংশ নিয়ে নিল এবং এখন আমি ক্লান্ত। যেখানে অন্যটা পেয়েছিলাম সেখানে একটা কাঁকড়ার জন্য খুঁজলাম, কিন্তু কিছুই নেই। আমি সাইন (চিহ্ন)টা বানানোর জন্য যে পাথরগুলো ব্যবহার করলাম তার অনেকগুলোতেই আমার হাত কেটে ফেললাম, কিন্তু আমার ক্লান্তি সত্ত্বেও সাথে সাথেই আয়োডিন দিয়ে জীবাণুমুক্ত করলাম। আবার হাতের যত্ন নিতে হবে। যা-ই হোক না কেন।

ফেব্রুয়ারি ১৫

পাথরের স্তূপের চূড়ায় আজ একটা (সি) গাল নেমেছিল। কিন্তু আমি রেঞ্জের মধ্যে পাওয়ার আগেই উড়ে গেল। আমি একে নরকে যাবার বদদোয়া দিলাম, যেখানে সে অনন্তকাল ধরে মাদার হাইলে-র রক্তাক্ত ছোট ছোট চোখ ঠোকরাতে পারবে।

হা ! হা !

হা ! হা !

হা

ফেব্রুয়ারি ১৭ (?)

হাঁটুর কাছ থেকে আমার ডান পা কেটে ফেললাম, কিন্তু অনেক রক্ত হারালাম। হেরোইন নেয়া সত্ত্বেও ব্যথায় যন্ত্রণা পেলাম। শক্‌জনিত আঘাতে একজন হীন- দুর্বল মানুষ মারাই যেত। আমাকে একটা প্রশ্ন দিয়ে উত্তর দিতে দাও। কতটা তীব্রভাবে একজন রোগী বেঁচে থাকতে চায় ? কতটা তীব্রভাবে একজন রোগী বেঁচে থাকতে চায় ?

হাত কাঁপছে। যদি তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমি শেষ। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার তাদের কোনো

BanglaBook.org

অধিকার নেই। একেবারেই কোনো অধিকার নেই। তাদের সারা জীবন ধরে আমি যত্ন নিয়েছি। প্রশ্রয় দিয়েছি। ভালো হবে তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অথবা তারা দুঃখিত হবে, অন্তত আমি ক্ষুধার্ত নই।

লাইফবোটের একটা তক্তা মাঝখানে চিরে গিয়েছিল। একটা প্রান্ত চোখা হয়ে শেষ হয়েছিল। আমি সেটা ব্যবহার করলাম। আমার লালা ঝরছিল কিন্তু আমি নিজেকে অপেক্ষা করালাম। এবং তখন আমি চিন্তা করতে থাকলাম... ওহ ? আমরা যে বারবিকিউ করতাম, লং আইল্যান্ডে উইল হ্যামারস্মিথ-এর যে জায়গাটা ছিল, তাতে একটা আস্ত শুয়োর বারবিকিউ করার মতো বড় বারবিকিউ পিট ছিল। আমরা হাতে বড় এতটা পানীয় নিয়ে সন্ধ্যায় গাড়ি বারান্দায় বসতাম, সার্জিক্যাল টেকনিক অথবা গলফ্ স্কোর অথবা কোনোকিছু নিয়ে কথা বলতাম। এবং বাতাস আমাদের কাছে রোস্ট হতে থাকা শুয়োরের মিষ্টি গন্ধ বয়ে নিয়ে আসত, জুজস ইসকারিট, রোস্ট হতে থাকা শুয়োরের মিষ্টি গন্ধ।

ফেব ?

হাঁটুর কাছ থেকে অন্য পা-টাও নিয়ে নিলাম। সারাটা দিন ঘুম ঘুম ভাব। 'ডাক্তার এই অপারেশনটা কি জরুরি ছিল ?' হা হা। কাঁপতে থাকা হাত, যেন একজন বুড়ো মানুষ। তাদেরকে আমি ঘৃণা করি। আঙুলের নখের নিচে রক্ত। খোস-পাঁচড়া। মেডিক্যাল স্কুলের কাঁচের পেটওয়ালা মডেলের কথা মনে পড়ে ? আমার সেটার মতো মনে হচ্ছিল। শুধুমাত্র আমি দেখতে চাই না। 'নো ওয়ে নো হাউ" (No way no how) (কোনোভাবেই না), আমার মনে আছে ডম এটা বলত। তার হাইওয়ে আউটলজ ক্লাব জ্যাকেট পরে রাস্তার কোনায় তোমার দিকে ওয়াল্জ্ নাচের মতো নাচতে নাচতে আসত সে। তুমি যদি জিজ্ঞেস করতে ডম তুমি কীভাবে এটা কর ? এবং ডম বলত 'নো ওয়ে নো হাউ' ইস্স্। সেই ডম। আমার মনে হয় আমি যদি ঠিক মহল্লাতেই থাকতাম। ডম যেমন বলত তেমন খারাপভাবে এটা চুষে নেয়। হা ! হা !

কিন্তু আমি বুঝি, তুমি জানো, যে সঠিক চিকিৎসা এবং কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যন্ত্রের সাহায্যে, আমি একদম নতুনের মতোই চমৎকার হয়ে

BanglaBook.org

যেতে পারি। আমি এখানে ফিরে এসে লোকজনকে বলতে পারি 'এটাই সেই জায়গা, যেখানে, এসব ঘটেছিল।'

ফেব্রুয়ারি ২৩ (?)

একটা মরা মাছ খুঁজে পেলাম। পচে গেছে এবং গন্ধ ছড়াচ্ছে। যাই হোক এটা খেলাম। বমি করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু নিজেকে তা করতে দিলাম না। আমি টিকে থাকবই। কী সুন্দর পাথর, সূর্যাস্ত।

ফেব্রুয়ারি

সাহস হচ্ছে না কিন্তু করতে হবে। কিন্তু এত উপরে কীভাবে আমি ফিমোরাল আর্টারি বাঁধব ? সেটা এত বড় যেন সেখানে উপরে এটা একটা শুল্ক দ্বার।

করতেই হবে, যে করেই হোক। ঊরুর উপরের অংশে আমি চিহ্ন দিয়ে রাখলাম, যেই অংশটা এখনো মাংসল সেই অংশে, আমি চিহ্নটা এই পেন্সিল দিয়ে দিলাম।

আমি চাচ্ছি যেন আমার লালা ঝরা বন্ধ হয়।

ফে

তোমার... পাওনা আছে... আজকে একটা ছুটি... তো... উঠে পড়ো আর চলে যাও... ম্যাকডেনাল্ডস্-এ দুইটা পুরো গরুর মাংসের প্যাটিস... স্পেশাল সস্... লেটুস... আচার... পেঁয়াজ... একটা তিলওয়ালা বনরুটির... উপরে...

ডী... ডীজী... ডানডাডী-ই-ই...

ফেববা

আজ পানিতে আমার মুখের দিকে তাকালাম। চামড়া মোড়ানো একটা মাথার খুলি ছাড়া আর কিছুই না। এখন কি আমি পাগল ? নিশ্চয়ই আমি তাই। আমি এখন একটা দৈত্য, খেয়ালি, (প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি) ফ্রিক গ্রোইন (কুচকি)-এর নিচে কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধড়ের সাথে একটা মাথা লাগানো যেটা কনুই দিয়ে বালুর উপর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটা কাঁকড়া, একটা পাথর হয়ে যাওয়া কাঁকড়া। আজকাল এটাই কি তারা নিজেদেরকে বলে না ? এই যে লোকেরা

BanglaBook.org

আমি শুধুমাত্র একজন গরিব বেচারা প্রস্তরিভূত কাঁকড়া আমাকে দয়া করে একটা পয়সা দেবেন হা হা হা হা...

বলা হয়ে থাকে তুমি যা খাও তুমি তাই এবং যদি তাই হয় তবে আমি এতটুকুও বদলাইনি ! হে প্রিয় ঈশ্বর ! শকের আঘাত শকের অঘাত শকের আঘাত শকের আঘাতের মতো এমন জিনিস আর নেই।

হা...

কে/৪০ ?

আমার বাবাকে স্বপ্ন দেখছিলাম, যখন সে মাতাল হতো, তার সমস্ত ইংরেজি হারিয়ে যেত। এমন না যে তাও তার কোনো কিছু বলার মতো থাকত। চটটে আঠালো ডুবানো কাঠি। আমি তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পেরে কী যে খুশি হয়েছিলাম ডাডি, তুমি একটা চর্বির ডিপো, আঠালো কাঠি, অস্তিত্বহীন তুচ্ছ একেবারে শূন্য। আমি জানতাম যে আমি এটা করতে পারব। আমি তোমার কাছ থেকে চলে গিয়াছিলাম, তাই নয় কি ? আমি আমার নিজের হাতে হেঁটেছি।

কিন্তু তাদের কাটার জন্য আর কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই। গতকাল আমি আমার কানের লতিগুলো কেটে নিয়েছি।

বাঁ হাত ডানটাকে পরিষ্কার করে তোমার ডান হাত কী করছে তা তোমার বাম হাতকে জানতে দিয়ো না। একটা আলু দুইটা আলু তিনটা আলু চারটা আমাদের একটা রেফ্রিজারেটর আছে যেটাতে আরো বেশি কিছু রাখার জন্য একটা দরজা। আছে হাহাহা...।

কে পরোয়া করে। এই হাত অথবা অন্যটা, ভালো খাবার ভালো মাংস ভালো ঈশ্বর চলো খাই।

ঢেঁড়সগুলোর স্বাদ একেবারে ঢেঁড়সের মতো...

অনুবাদ : ফারাহ নাজ আহমেদ জিনিয়া

BanglaBook.org